উপস্থিত

বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান

এবং

বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথ

ডেথ রেফারেন্স নং-৪৯/২০০৫

রাষ্ট্র

-বনাম-

নুরুল ইসলাম সরকার গং

সঙ্গে

ফৌজদারী আপীল নং-১৪৫২/২০০৫ এবং
জেল আপীল নং-৪১৫/২০০৫

দুলাল মিয়া ওরফে দুলাল ..... আপীলকারী

সঙ্গে

ফৌজদারী আপীল নং-১৫১৩/২০০৫ এবং
জেল আপীল নং-৪১০/২০০৫

মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভূইয়া ওরফে মাহবুব

.....আপীলকারী

সঙ্গে

ফৌজদারী আপীল নং-১৫১৫/২০০৫

১.আইয়ুব আলী, ২. রকিব উদ্দিন সরকার ওরফে পাপ্পু সরকার এবং ৩. নুরুল আমিন ওরফে আমিন

..... আপীলকারী

সঙ্গে

ফৌজদারী আপীল নং-১৫৭২/২০০৫ এবং
জেল আপীল নং-৪১২/২০০৫

মোহাম্মদ আলী ..... আপীলকারী

সঙ্গে

ফৌজদারী আপীল নং-১৭০৩/২০০৫ এবং
জেল আপীল নং-৪১১/২০০৫

সোহাগ ওরফে সরু ..... আপীলকারী

সঙ্গে

ফৌজদারী আপীল নং-১৭৩৯/২০০৫ এবং
জেল আপীল নং-৪০৯/২০০৫

নুরুল ইসলাম সরকার ..... আপীলকারী

সঙ্গে

ফৌজদারী আপীল নং-১৮০৮/২০০৫

মনির ..... আপীলকারী

সঙ্গে
ফৌজদারী আপীল নং-১৮১৩/২০০৫ এবং
জেল আপীল নং-৪১৩/২০০৫
জাহাঙ্গীর ওরফে বড় জাহাঙ্গীর ওরফে ময়মনসিংহা জাহাঙ্গীর
..... আপীলকারী

সঙ্গে
ফৌজদারী আপীল নং-১৮৪৪/২০০৫ এবং
জেল আপীল নং-৪১৪/২০০৫
আমির ওরফে আমির হোসেন ..... আপীলকারী

সঙ্গে
ফৌজদারী আপীল নং-১৮৪৫/২০০৫
জাহাঙ্গীর ওরফে মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
..... আপীলকারী

সঙ্গে
ফৌজদারী আপীল নং-২৮৬২/২০০৭
(জেল আপীল নং- ১১৮৯/২০০৬ হতে উদ্ভূত)
রতন ওরফে ছোট রতন ..... আপীলকারী

সঙ্গে
ফৌজদারী আপীল নং-৮৩৩০/২০১০
(জেল আপীল নং-১৩৯/২০১০ হতে উদ্ভূত)
রতন মিয়া ওরফে রতন ওরফে বড় রতন ওরফে বড় মিয়া
..... আপীলকারী

সঙ্গে
ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং-১৪২২২/২০১৫ এবং
জেল আপীল নং-১৩২২/২০০৫
আবু সালাম ওরফে সালাম
..... দরখাস্তাকারী/আপীলকারী

সঙ্গে
ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং-১০৮৪২/২০০৬
শহিদুল ইসলাম শিপু ..... দরখাস্তাকারী

সঙ্গে
ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং-৪১৪১১/২০১৪
লোকমান হোসেন ওরফে বুলু ..... দরখাস্তাকারী

সঙ্গে
জেল আপীল নং-২৯৫/২০০৭

হাফিজ ওরফে কানা হাফিজ ..... আপীলকারী

সঙ্গে

জেল আপীল নং-৯৫৯/২০০৭

আল-আমিন ..... আপীলকারী

-বনাম-

রাষ্ট্র

.....বিবাদীপক্ষ (সকল ফৌঃ আপীল, জেল আপীল এবং ফৌঃ বিবিধ মামলা সমূহে)

জনাব মাহবুবে আলম, এ্যাটর্নী জেনারেল সঙ্গে
মিস রুনা নাহারিন এ্যানি, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল,
জনাব বশির আহমেদ, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল,
মিস মঞ্জু নাজনীন, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এবং
মিস ইয়াসমিন বেগম বিথি, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

.....রাষ্ট্র পক্ষে

জনাব এম. আমিরুল ইসলাম, সিনিয়র আইনজীবী সঙ্গে
জনাব আব্দুল মতিন খসরু, সিনিয়র আইনজীবী,
জনাব সাজোয়ার হোসেন,
জনাব শেখ ফজলে নূর তাপস এবং
জনাব এস.এম.আলীম, আইনজীবীগণ

.....রাষ্ট্র পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীগণকে সহায়তাকারী

জনাব টি.এইচ. খান, সিনিয়র আইনজীবী সঙ্গে
জনাব এ.জে. মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র আইনজীবী,
জনাব ফয়সাল এইচ. খান,
জনাব খুরশিদ আলম খান,
জনাব হাবিবুর রহমান সরকার,
জনাব মায়নুদ্দিন এবং
জনাব মোহাম্মদ আহসান, আইনজীবীগণ

.....আপীলকারীর পক্ষে

(ফৌজদারী আপীল নং ১৭৩৯/২০০৫ এবং জেল আপীল নং ৪০৯/২০০৫)

জনাব খন্দকার মাহবুব হোসেন, সিনিয়র আইনজীবী সঙ্গে
জনাব শেখ মোহাম্মদ আলী,
জনাব এম. মাসুদ রানা,
জনাব ফরহাদ জামান,
মিস নাসরিন খন্দকার,
জনাব নিয়াজ মোহাম্মদ মাহবুব এবং
জনাব মুস্তাফিজুর রহমান, আইনজীবীগণ

..... আপীলকারী/দরখাস্তকারী (ফৌঃ আপীল নং ১৫১৫/২০০৫-এ আপীলকারী নং ১ এবং ৩; এবং ফৌঃ বিবিধ মামলা

নং১৪২২২/২০০৫, ফৌঃ বিবিধ মামলা নং ১০৮৪২/২০০৬, ফৌঃ আপীল নং ৮৩৩০/২০০৫ এবং জেল আপীল নং ১৩২২/২০০৫)
জনাব মওদুদ আহমেদ, সিনিয়র আইনজীবী সঙ্গে
জনাব আনোয়ারুল ইসলাম, আইনজীবী
.....আপীলকারীর পক্ষে
(ফৌজদারী আপীল নং ১৫১৫/২০০৫ এর ২ নং আপীলকারী)
জনাব সাইফুদ্দিন মাহমুদ, আইনজীবী
.....আপীলকারীর পক্ষে
(ফৌজদারী আপীল নং ১৪৫২/২০০৫ সঙ্গে
জেল আপীল নং ৪১৫/২০০৫)
জনাব খুরশিদ আলম খান, আইনজীবী
.....আপীলকারীর পক্ষে
(ফৌজদারী আপীল নং ১৫১৩/২০০৫ এবং
জেল আপীল নং ৪১০/২০০৫)
জনাব সৈয়দ মিজানুর রহমান, আইনজীবী সঙ্গে
জনাব মোঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী, আইনজীবী
.....আপীলকারীর পক্ষে
(ফৌজদারী আপীল নং ১৫৭২/২০০৫ এবং
জেল আপীল নং ৪১২/২০০৫)
জনাব এস. এম. জাহিদুর রহমান, আইনজীবী
.....আপীলকারীর পক্ষে
(ফৌজদারী আপীল নং ১৭০৩/২০০৫ এবং
জেল আপীল নং ৪১১/২০০৫)
জনাব আলাল উদ্দিন, আইনজীবী
.....আপীলকারীর পক্ষে
(ফৌজদারী আপীল নং ১৮০৮/২০০৫)
জনাব এস. এম. শাহজাহান, আইনজীবী সঙ্গে
জনাব মোঃ কলিমুল্লাহ মজুমদার, আইনজীবী
.....আপীলকারীর পক্ষে
(ফৌজদারী আপীল নং ১৮১৩/২০০৫ এবং
জেল আপীল নং ৪১৩/২০০৫)
জনাব এস. এম. শাহজাহান, আইনজীবী সঙ্গে
জনাব মাসুদ আহমেদ সাঈদ, আইনজীবী
.....আপীলকারীর পক্ষে
(ফৌজদারী আপীল নং ১৮৪৪/২০০৫ এবং
জেল আপীল নং ৪১৪/২০০৫)
জনাব মাসুদ আহমেদ সাঈদ, আইনজীবী সঙ্গে
জনাব মোঃ রাশেদুজ্জামান বুসনিয়া, আইনজীবী
.....আপীলকারীর পক্ষে
(ফৌজদারী আপীল নং ১৮৪৫/২০০৫)
জনাব এ.এম. মাহবুব উদ্দিন, আইনজীবী

.....দরখাস্তকারীর পক্ষে

(ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ৪১৪১১/২০১৪)

জনাব হেলাল উদ্দিন মোল্লা, আইনজীবী সঙ্গে
জনাব এম.এ. ওহাব, আইনজীবী

.....আপীলকারীর পক্ষে

(জেল আপীল নং ২৯৫/২০০৭)

জনাব এ.এম. মোঃ আজিজুল হক, স্টেট ডিফেন্স আইনজীবী

.....অভিযুক্ত নুরুল ইসলাম দিপু,
আনোয়ার হোসেন আনু,
ফয়সাল,
রনি মিয়া ওরফে রনি ফকির,
সৈয়দ আহমেদ মজনু,
জাহাংগীর, পিতা- কাশেম মাদবর,
মশিউর রহমান মশু এবং
খোকন
.....এই সকল অভিযুক্ত পলাতক আসামীগণের পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ১৪-০১-২০১৬, ২৮-০১-২০১৬, ০৪-০২-২০১৬, ১১-০২-২০১৬, ১৭-০২-২০১৬, ১৮-০২-২০১৬, ০৮-০৩-২০১৬, ০৯-০৩-২০১৬, ১০-০৩-২০১৬, ১৫-০৩-২০১৬, ১৬-০৩-২০১৬, ২৯-০৩-২০১৬, ৩০-০৩-২০১৬, ৩১-০৩-২০১৬, ০৫-০৪-২০১৬, ০৬-০৪-২০১৬, ০৭-০৪-২০১৬, ১২-০৪-২০১৬, ০৪-০৫-২০১৬, ০৫-০৫-২০১৬, ০৮-০৫-২০১৬, ০৯-০৫-২০১৬, ১০-০৫-২০১৬, ১১-০৫-২০১৬, ১২-০৫-২০১৬, ১৫-০৫-২০১৬, ১৬-০৫-২০১৬, ২৪-০৫-২০১৬, ২৫-০৫-২০১৬, ০৬-০৬-২০১৬, ০৭-০৬-২০১৬, ০৮-০৬-২০১৬ খ্রিঃ

এবং

রায়ের তারিখঃ ১৫-০৬-২০১৬ খ্রিঃ

বিচারপতি ওবায়দুল হাসান.

1. AÎ †W_ †idv‡i‡Ý Ges G ms‡M GK‡Î ïbvbxKZ †dŠR`vix Avcxjmg‡ ! ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহে " †Rj Avcxj mg‡ #m$vi #e%vic#Z K'v †`ebv_ KZK c`* iv‡+i mv‡_ m,-. GKgZ †cv/. K‡i Av#g Avgvi #bR0 #K2 cvms#MK e4e5 " c6‡e7. c`vb Ki#28

9. c#Z#: Z5vKv;< Agvb#eK 6v mgv‡R 7Z m#$ K‡i! Rbgvb‡/i #bivc*v‡ev‡> %ig Av?vZ v‡b8 mmsM#@Z AvAg‡bi djBC#Z‡Z ms?#:Z †6 Z5vKv;‡K †KD` K‡i G< †W_ †idv‡iÝ Avgv‡`i Kv‡2 cv@v‡bv ‡+‡2 Zv #bFm‡D`‡ R?b5Zg " KvciC‡/v#%Z ?:bv8 G< #bgg ?:bv †Kej ?:bvi #BKvi e5#4‡`i cv. ‡K‡G †b+#bHHHHHHi4v4 K‡i‡2 ml5 mgvR‡K! gvb‡/i m0 †%Zbv‡K! gvbeZv‡K 8 evsjv‡`‡Bi <#Z v‡m G >i‡bi KcBv#%K mmsM#@Z Z5vKv; AZx‡Z Le Kg< ms?#:Z ‡+‡28 G ?:bv+ ivRMb#ZK `e*v+‡bi 0-N #%Î c#Zd#jZ ‡+‡28 :sMxi †bv+vMv" Gg.G g#R` 0#j cvsM‡b AmsL5 Rbgvb‡/i Qc#0#Z‡Z c#i%v#jZ mmsM#@Z AvAg‡bi gv>5‡g †6 bviKx+ Z5v6R ms?#:Z + Zv †_‡K G#: mg5K Qcj#S Kiv 6v+ †6! ivRbx#Z‡Z `e*v+b A‡g< †Kvb c6v‡+ †cŠ‡2‡28

T. Avgv‡`i ms#e>vb " cvms#MK Ab5vb5 Av<b Ab6v+x †Kvb ivRMb#ZK `j #bev%‡bi gv>5‡g RbM. KZK #bev#%Z ‡+ ivN c#i%vjbvi `v#+Z M b K‡i8 G `v#+Z Rbgvb‡/i %v"+vHcv"+v cib K‡i Zv‡`i< Kj5vb " cZ5vBv ci‡bi gv>5‡g †`‡B Av<‡bi Bvmb c#ZVv Kiv8 miKvi M@b K‡i ivN c#i%vjbvi `v#+Z cvW ivRMb#ZK `j#:i #bev#%Z Rbc#Z#b#>‡`i Z_v msm` m`m5M.‡K #b‡+< M#@Z + gXxmlv8 #bev#%Z msm` m`m5‡`i ev miKvi M@bKvix `‡ji QZ% c6v‡+i

†bZeD`‡K Zv< e[jvs‡B #bR #bev%bx GjvKvi Ovbx+ ivRMb#ZK Kgx‡`i Qci #bIiBxj _vK‡Z †`Lv 6v+8 Avevi A‡bK †7‡Î G#:" †`Lv 6v+ †6! Ovbx+ c6v‡+i ivRMb#ZK †bZv KgxM.< Zv‡`i mg_b " KgKv; \viv Ggb#K QZ% c6v‡+i †bZeD`‡K cIv#eZ " c#i%v#jZ Ki‡Z m7g b8 G gvgjv+ Av‡jv%5 #bgg ?:bv " Gi mv‡_ m,-4 cvms#MK AeOv ‡Z ivRbx#Zi G< AmO #`K#: c#Zd#jZ ‡+‡28

]. ‡6 gvgjv#:‡Z AvR Avgiv iv+ " #m^vX #`#Z2 †mLv‡b GKRb Q‡jL‡6vM5 mvRvcvW A#I64 ‡jb RvZx+Zvev`x 6e`‡ji †KD`x+ †bZv Rbve bi‡j <mjvg miKvi8 A_va #Z#b #2‡jb ?:bvi mg+ miKv‡i _vKv ivRMb#ZK `‡ji AsM msM@‡bi GKRb †bZv8 gvgjv+ c#ZIvZ ?:bv ‡Z G#: Q‡@ G†m‡2 †6! bi‡j <mjvg miKv‡ii ms‡M ZLbKvi #e‡iv>x ivRMb#ZK `j Av"+vgx jx‡Mi AsM msM@b Av"+vgx 6ejx‡Mi †KD`x+ †bZv Rbve gv dRi i gvb g ‡ji ivRMb#ZK KeixZvi cvBvcv#B #2j A_Mb#ZK ms?vZ8 ivRbx#Z#e` 2vGv" bi‡j <mjvg miKvi #2‡jb GKRb Ovbx+ e5emv+x8 gv dRi i gvb g j" #2‡jb GKRb e5emv+x8 gvgvjv+ QcOv#cZ mv75 cgvbv#`! AeOv " cvms#MK ?:bv ‡Z G#: cZx+gvb ‡+‡2 †6! Ovbx+Iv‡e gv`K e5emv #b+Xb‡K †KD` K‡i QI‡+i g‡>5 GK:v \D\ %j#2j8 g ‡ji ivRMb#ZK `j A"+vgx jxM ?:bvi mg+ #2j #e‡iv>x AeOv‡b8 Zv m‡Z" g j GjvKv+ bi‡j <mjvg miKv‡ii

#bie#Z2b gv`K e5vemv+ ev>v m#N Ki#2‡jb8 Avi G#:< #2j g j‡K #%iZ‡i m#i‡+ †`+vi c#iKebvi Kvi.8 Avi G< Aciv>gjK c#iKebvi † vZv bi℃j <mjvg miKvi Zvi msMx‡`i #b‡+ i%bv K‡i G< c#iKebv ev /G6X8 G#: #e%v‡i cgv#bZ ‡+‡2 8 gvgvjvi Ab5Zg mvRvcvW m ‡6vMx A#I64 gv eei i gv‡bi 0xKv‡iv#4gjK Rvevbe#D`‡Z" G#: AfvXIv‡e c#Zd#jZ ‡+‡2 6v #c.W#eQHT Ges #c.W#eQHT] Gi mv75 \viv mg#_Z ‡+‡2 †`Lv 6v+8

g. GLv‡b GK#: #e/+ 0-N Kiv c‡+vRb †6! mvRvcvW m ‡6vMx A#I64 gv eei i gv‡bi 0xKv‡iv#4gjK Revbe#D` #e‡B/. Ki‡j G#:< cZx+gvb + †6! bi℃j <mjvg miKvi Ges Zvi msMx cvh miKvi! bi℃j <mjvg `xc! giK‡bi bi℃j Avgxb! Av<+e! gv eei i gvb " †gv v,i` Avjx Ms ?:bvi 1jk19 #`b c‡e giK‡bi bi℃j Av#g‡bi evGx‡Z mg‡eZ ‡+ ï> gv dRi i gvb g j‡K Z5vKv‡;i c#iKebv K‡i8 GK< mv‡_ #c.W#eQH11 Ges #c.W#eQH19 6_vA‡g †gvF Rvgvj " †gvF d#i` Q#Ib Gi mv75 ‡Z †`Lv 6v+ †6! ?:bvi #`b bi℃j <mjvg miKvi Zvi MvGx‡Z K‡i bi℃j <mjvg `xc Ges Zvi Iv< B x`j <mjvg Bxc‡K mv viv gv‡K‡:i mvg‡b bv#g‡+ †`+ Ges bvgv‡bvi Av‡M Zv‡`i #c@ %vc‡G Zv‡`i‡K †Kvb GK#: KvR Ki‡Z Qamv †`+8 m bi℃j <mjvg `xc ?:bvi 1jk19 `#b Av‡M giK‡.i bi℃j Av#g‡bi evGx‡Z bi℃j <mjvg

miKvi m Ab5‡`i mv‡_ mg‡eZ ‡+ †Mvcb c#iKebv+ AsB †b+8 djBC#Z‡Z MvGx †_‡K bi©j <mjvg `xc " Zvi Iv< B x`j <mjvg Bxc‡K bv#g‡+ †`+vi mg+ bi©j <mjvg miKvi †6 †`v/ve Av%i. K‡i#2j g‡g e#.Z `nRb mv7x 6v e‡j‡2 Zv Ges cvms#MK # ‡m‡e mvRvcvW Avmvgx gv eei i gv‡bi Ox‡Kvi#4gjK Revbe#D`i mv‡_ GK‡Î #e‡e%bv+ #b‡j #b#\>v+ Aciv>gjK /G6‡Xi #e/+#: cgv#bZ + Ges G#:" cvg#bZ + †6! c#iKebv " /G6‡Xi † vZv Z_v ogv$vi gv<;n #2‡jb mvRvcvW A#I64 bi©j <mjvg miKvi8 G#:" Ke>Iv‡e Ab#gZ + †6! bi©j <mjvg miKvi Zvi Ovbx+ ivRMb#ZK clve \viv m ‡R< Zvi msMx‡`i m /G6‡Xi AsB ‡Z " gj Aciv> ms?:‡b m‡%ZbIv‡e Qamv# Z " c‡iv#%Z Ki‡Z †c‡i#2‡jb8

p. Gev‡i G#: #ggvs#mZ ‡Z ‡e †6! bviKx+ Z5vKv;#: m Aciv>gjK /G6‡Xi djBC#Z #2j #Kbv 8 mvRvcvW m ‡6vMx A#I64 gv eei i gv‡bi OxKv‡iv#4gjK Revbe#D` ‡Z G#:" cZx+gvb + †6! ?:bvi #`b A_va jq.jg.9jj] Zv#i‡L Av‡iK#: `j ?:bvO‡j Qc#OZ †_‡K G‡jvcv_vix r#j 2‡G Rbve Av mvb Qjv gv$vi Gg#c " iZb bv‡g GKRb‡K Z5v K‡i Ges m mBO AvAg‡b gv dRi i gvb g j m Av‡iv A‡b‡K< Av Z b8

q. ?:bvi mg+ AvAgbKvix‡`i m`‡j †K †K #2‡jb s gv eei i gv‡bi OxKv‡iv#4gjK Revbe#D` e‡j †6! m`‡j #2j Av‡bv+vi † v‡mb "i‡d Avb! Kvbv #dR! mvjvg! †mv vM! eG iZb! Rv vsMxi #cZv Kv‡Bg gvZei! g#BQi i gvb "i‡d gï " gv eei i gvb "i‡d gv ee8 G2vGv" cZ57`Bx #c.W#eQH1! 9 " Ab5vb5 mv7xi AL#;Z mv75 Ab6v+x jq.jg.9jj] Zv#i‡L ?:bvOj Z_v mIvO‡j G‡m bi℃j <mjvg `xc! B x`j <mjvg Bxc Ms Av mvb Qjv gv$vi‡K j75 K‡i r#j K‡i8 giK‡bi Avgx‡bi evGx‡Z /G6XgjK mIv " ?:bvi gv‡ti 1jk19 #`‡bi g‡>5 `xc " Bxc Gi mv‡_ bi℃j <mjvg miKv‡ii " Zvi m ‡6vMx‡`i Avi †Kvb /G6XgjK Ke@K ‡+#2j #Kbv Zv c#iOvi b+ HH G#: #@K8 #KX ?:bvi #`b bi℃j <mjvg miKvi KZK `xc " Bxc†K #bR MvGx‡Z K‡i #b‡+ Avmv " †`v/ve Av%i. \viv Zv‡`i‡K Qamv " c‡iv%bv †`+v Ges ?:bvi #`b `xc " Bxc KZK mivm#i Av mvb Qjv gv$vi‡K j75 K‡i r#j Kiv m‡D` vZxZIv‡e cgvb K‡i †6! gv dRi i gvb g j‡K Z5vi cvBvc#B Av mvb Qjv gv$vi‡K" Z5vi /G6X ‡+#2j8 Avi G< /G6‡Xi m‡%Zb " m#A+ AsB #2j bi℃j <mjvg miKvi Ges G< /G6X %GvX c#ib#Z jvI K‡i #`ev‡jv‡K mIvO‡j mBO mmsM#@Z AvAg‡bi gv>5‡g r#j K‡i GjvKvi mevi #c+ " ma ivRbx#ZK Av mvb Qjv gv$v‡ii gZ5 ?:v‡bvi g>5 #`‡+8

v. †Kvb ?:bv ev Gi mv‡_ cvms#MK †Kvb ?:bvi mg_‡b cZ57 mv75 bv" _vK‡Z cv‡i8 c#ZIvZ AeOv " cvms#MK †`v/ve ?:bv ‡Z G m,-‡K Me> Abgvb M b Kiv Av<b #m^8 G< gvgjvi ?:bv! AeOv#` " mv75 cgvbv#` ‡Z G#: AfvXIv‡e cZx+gvb + †6! giK‡.i Av#g‡bi evGx‡Z A#I64iv 6Lb /G6XgjK Ke@K Ki#2j ZLb< Zviv ?:bvi #`b Av"+vgx †OZ2v‡meK jx‡Mi Ab#VZe5 mIv " m mIv+ gv dRi i gvb g jm A‡b‡Ki< Qc#OZ _vKvi #e/+#: RvbZ8 cieZx ?:bv cev ! mv75 " c#ZIvZ AeOv#` ‡Z G#:< Ke>Ive cZx+gvb +8

w. mv>vibZF †Kvb ivRMb#ZK `‡ji †Kvb mIv ev M.mgv‡eB Ab#VZ "+vi #e/+#:m mIv+ †bZe‡D`i AvMgb Ges mIv AbVv‡bi Ovb " mg+ Ovbx+Iv‡e gv<#Ks K‡i K‡+K#`b Av‡M †_‡K< RbM.‡K Ae# Z Kiv +8 Av‡jv%5 Z5vKv‡;i ?:bv#: ?‡:‡2 #`ev‡jv‡K GK#: ivRMb#ZK `‡ji Rbmgv‡e‡B8 GLb cB ‡jv! GiKg GK#: RbmIv+ †6Lv‡b Av mvb Qjv gv$vi Gg#c ! :sMx †cŠimIvi †g+i " Ab5vb5 Av"+vgx jx‡Mi †bZeD`m Av"+vgx jx‡Mi `jx+ †bZv Kgx " mv>vi. gvb/ Qc#OZ _vK‡eb G#: †R‡b" mvRvcvW A#I64iv †Kej gv dRi i gvb g j‡K Z5v Kivi Rb5 m mIvOj †Kb †e‡2 †b+ ev Zv‡`i j75 #K †Kej gv dRi i gvb g j<#2j s

1j. #`ev‡jv‡K mIvO‡j #b#e%vi r#je/b K‡i msM#@Z mBO AvAgb cgvb K‡i †6! j75 †Kej gv dRi i gvb g j #2jbv8 AAgbKvix‡`i j75 #2j g j " Av mvb Qjv gv$vi m Av‡iv A‡b‡Ki cv. vbx ?:v‡bv8 cKvB5 #`ev‡jv‡K RbmIvO‡j ms?#:Z G< AvAgb c#i%vjbv+ A#I64iv †Kvb gLvei." xgvOy e5e vi K‡i#b8 G#: AIvX Iv‡e <s#MZ K‡i †6! Aciv> ms?:bKvix # ‡m‡e #%#zZ "+vi †Kvb I+ ev BsKv Zv‡`i #2jbv8 Aciv> ms?:‡bi >i. ! Ovb " mg+ Ges cv#icv#BK AeOv #\>v xbIv‡e G< <s#MZ †`+ †6! Zviv #b#{Z #2j †6! #%#zZ ‡j" `jx+ mi7v+ " cV‡cv/KZv+ Zviv Av<‡bi ev<‡i< †_‡K 6v‡e8 Zv‡`i G< Av%i. cgvb K‡i †6! Zviv KZ:v †ec‡iv+v " m# sm #2j8 %ig †ec‡iv+v QBsLj ivRMb#ZK `e*iv< †Kej G >i‡bi B#4i >vi. " %%v Ki‡Z cv‡i8

11. Q#\MZvi mv‡_ j75 Kiv 6v+ †6! Avgv‡`i †`‡B ivRMb#ZK `jr‡jvi g‡>5 G cK#Zi eei QBsLjZvi Ac%%vKvix `jx+ Kgx‡`i c#i vi Kivi ce.Zv †`Lv 6v+ bv8 eis A‡bK †7‡Î< ivRMb#ZK `jr‡jv G< cK#Zi QBsLj Kgx‡`i Qci< #bIiBxj 6v #Kbv †`‡B mO ivRMb#ZK msO#Zi #eKvB " %%vi c‡_ GK #eiv: AXiv+8 Gi©c ivRMb#ZK AcmsO#Zi %%v Ae5v Z _vK‡j †`‡B Av<‡bi Bvmb c#ZVv+

O#eiZv †`Lv ‡`‡e8 mvgv#RK mi7v [g#Ki g‡L cG‡e8 gL _e‡G cG‡e Rbgvb‡/i cZ5v#BZ M.ZX8

19. G gvgjv+ ï> eei Z5vKv‡;i ?:bv c#Zd#jZ +#b ! ivRbx#Z #KIv‡e `e*v#+Z ‡+‡2 Ges Ggb `e*v+b #KIv‡e Aciv> ms?:bKvix‡`i B#4 " mv m †RvMv+ †m#:" O-NIv‡e c#Zd#jZ ‡+‡28 A_% G#: AOxKvi Kiv 6v+ bv †6! ivRMb#ZK `e*v+b ‡`B‡K A_Mb#ZK! mvgv#RK ! ivRMb#ZK " mvsO#ZKIv‡e >|sm K‡i †`+8 M.Z‡Xi j75< ‡jv RbKj5vb " gvbev#>Kvi #b#{Z Kiv8 Avi mO M.ZX Av‡m †Kej mO ivRMb#ZK >viv " %%vi c_ >‡i HH †KvbIv‡e< Gi `e*v+‡bi c_ >‡i b+8

1T. †Kvb #\>v 2vGv< Zv< ejv 6v+ †6! 6viv ivRbx#Z‡K ev †`‡Bi ivRMb#ZK c#i‡eB‡K Kj#/Z K‡ib! `e*v+‡bi Ave‡Z †@‡j #`‡Z Qamv# Z K‡ib Zviv< ivRMb#ZK `e*‡`i #B‡ivg#b8 †`B 6Lb A‡g< A_Mb#ZKIv‡e Ovej,x ‡+ Q@‡2! M.ZX c#ZVvi Ov‡_ mK‡ji< 6Lb #b#eN "+v Q#%Z †m< mg‡+ ivRbx#Z‡Z G< >i‡bi `e*v+b †KvbIv‡e< Kvs#LZ b+8 `e*v#+Z ivRbx#Z †`B‡K >|sm 2vGv Ab5 †Kvb MX‡e5 #b‡+ †6‡Z cv‡ibv8 G cms‡M Justice Dipak Misra KZK Krishna Murthi vs. Siva Kumar Bx/K gvgjv+ c`* G< c6‡e7.#: c#.>vb‡6vM5 F

> Any kind of criminalization of politics is an extremely lamentable situation. It is an anathema to the sanctity of democracy. The criminalization creates a concavity in the heart of democracy and has the potentiality to paralyze, comatose and strangulate purity of the system. [**(2015) 3 SCC 467 Para 33].**

1]. mvRvcvW A#I64 biCj <mjvg miKv‡ii :v‡M: #2j gv dRi i gvb g j Ges Rbve Av mvb Qjv gv$vi QI‡+<8 mv7x‡`i mv75 ‡Z G#: 0-NIv‡e cv"+v 6v+ †6! g j #2j biCj <mjvg miKv‡ii e5emv#+K c#Z\D`x ! Avi Av mvb Qjv gv$vi #2‡jb Zvi Ges Zvi c#iev‡ii ivRMb#ZK c#Z\D`x8 Ggb KeixZvi mÎ >‡i< /G6X Ges AZFci cKvB5 Rbmlv+ AvAgb8 A#Ib AvAgb %v#j‡+ Rbmlv+ Qc#0Z `nRb‡K c#_ex †_‡K m#i‡+ #`‡+ GK #}‡j `< cvLx gvivi m‡6vM#: biCj <mjvg miKvi vZ2vGv Ki‡Z %vb#b8 Zv< #Z#b Zvi ‡`v/ve Kg " Aciv>gjK Av%i‡.i c#ib#Z †R‡b< Zvi msMx‡`i‡K Qamv# Z K‡i‡2b 6v cKvivX‡i #bgg Z5vKv; ms?:‡bi o#b‡`Bn c`v‡bi bvgvXi8 mvRvcvW A#I64 biCj <mjvg miKvi #b‡R‡K o#K#js #gB‡bin " Z5vKv‡;i † vZv ev ogv$vi gv<;n # ‡m‡e cgvb K‡i‡2b8 Zvi G< Aciv>gjK KgKv†;i c#ib#Z‡Z< `nRb #b‡`v/ gvb/ Zv‡`i Rxeb v#i‡+‡2b Ges Rbmlv+ Qc#0Z AmsL5 gvb/ c~Z ei. K‡i‡2b8 AvAg‡bi #IK#:g gv dRi i gvb g j c~‡Zi Rxeb 6vcb Ki‡2b! Zvi

Bix‡ii #b•vsB GLb AeB8 cvK#ZK #A+vKg #bR #b+X‡b ivL‡Z cv‡ibbv8 #K Agvb#eK #bggZvi c#Zdjb< bv ?‡:‡2 #`ev‡jv‡K m mmsM#@Z AvAg‡bi gv>5‡g €

1g. ‡6 Ov‡b " †6Iv‡e Z5vKv;#: ms?#:Z ‡+‡2 †m#:‡K GK K_v+ ejv %‡j cec#iK#eZ oe5vcK Z5vKv;n ev ogvm #K#jsn8 ?:bvO‡j RbmIv %jvKv‡j GK< mg‡+ #Zb #`K †_‡K %vjv‡bv mBO AvAg‡b mIvO‡j Qc#OZ A‡bK ‡jvK gZ5ei. Ki‡Z cviZ8 †6Lv‡b †Kvb Aicv>gjK KgKv; \viv bx#i gvb/ Z5vi Q‡l‡B5 #biO RbmIv ev Rbmg‡e‡B AvAgb %vjv‡bvi Kvi‡. 6#` AmsL5 gvb/ #b Z "+vi AvBsKv #2j e‡j †`Lv 6v+ Ges m AvAg‡b 6#` GKRb gvb/" #b Z b Z‡e m cK#Zi Z5vKv; AeB5< oe5vcK Z5vKv;n ev ‘Mass Killing’. #bFm‡D`‡ ejv 6v+ †6! bi¢j <mjvg miKvi! bi¢j <mjvg `xc Ms G< ‘Mass Killing’ Gi Rb5 mivm#i `v+x8 AvAg‡b cZ57 AsB bv #b‡j" †6‡ Z! m AvAgb Aciv>gjK /G6X " c#iKebvi c#ib#Z Ges †6‡ Z! bi¢j <mjvg miKvi " Ab5iv /G6‡Xi m#A+ " m‡%Zb AsB †m‡ Z! bii¢j <mjvg miKvi" ms?#:Z ‘Mass Killing’Gi Rb5 mgIv‡e " mivm#i `v+x8

1p. c#m#KQBb c‡7i mv7x‡`i mv75 " Ab5vb5 `v#j#jK mv75 c6v‡jv%bv+ †`Lv 6v+ †6! Aciv>gjK /G6‡Xi mv‡_ AvmvgxM‡.i

m,-4Zv m‡D` vZxZIv‡e cgv#bZ ‡+‡28 Avi G< /G6‡Xi mÎ >‡i Avmvgx M. ?:bvOj RbmIvO‡j mmsM#@Z AvAgb %v#j‡+ mIvO‡j Qc#OZ Av mvb Qjv gv$vi " "gi dvi¢K iZb‡K Z5v K‡i Ges AvG¢g‡bi d‡j A‡bK gvb/ b gvivZ‹KIv‡e Av Z8 AeB5< G#: †Kvb AvK#OiK AvAgb #2jbv8 mv75 cgvbv#` ‡Z Q‡@ Avmv mv#eK ?:bv G< Ac#Z‡iv>5 #m^v‡X Avm‡Z mv v65 K‡i †6! #`ev‡jv‡K GK#: Rbmgv‡e‡B G< oe5vcK Z5vKv;n ev ‘Mass Killing’ Gi mv‡_ Aciv>gjK /G6‡Xi " c#iKebvi †6vMmÎ #2j †6#:i m#A+ AsB " gv$vigv<; #2j mvRvcvW A#I64 bi¢j <mjvg miKvi8

1q. 6#4ZK ïbvbxKv‡j Avmvgx M. c‡7 G< g‡g e*e5 ivLv + †6! c#m#KQBb c‡7i mv7xM. †dŠR`vix Kv6#e#>i 1p1 >viv+ c`* Zv‡`i e4e5 †_‡K m‡i G‡m #e%viKv‡j Amvg,m5c. e4e5 #`‡+‡2b Ges GK<mv‡_ ‡dŠR`vix Kv6#e#>i 1p1 >viv+ c`* Zv‡`i e4‡e5i c#Z `#N AvK/. K‡i mv‡RBb #`‡+ Rvevbe#D`‡Z c`* e4e5 †_‡K mv7x‡`i m#i‡+ †b+v ‡+‡28 #eix‡Z G cms‡M c#m#KQBbc‡7i Av<bRxexM. **AIR 1932 Calcuta Page 375** Gi **Emperor vs. Karimuddin Sheikh and others** †gvKlgvi #m^vX Q^Z K‡ib †6Lv‡b ejv ‡+‡2 †6! suggestion by pleader do not amount to evidence unless same is accepted by the witness.

1v. mvRvcvW A#I64 bi©j <mjvg miKvi c‡7 #eR Av<bRxexM. 6#4ZK Qc0vbKv‡j G< g‡g e4e5 iv‡Lb †6! bi©j <mjvg miKv‡ii #ei©‡^ AvbxZ A#I‡6vM#: om‡D` vZxZIv‡en cgv#bZ +#b8 Kvi. bi©j <mjvg miKvi A#I64 `xc " Bxc‡K Av mvb Qjv gv$vi Z5vKv‡; c‡iv#%Z K‡i#2‡jb ev Qamv #`‡+#2‡jb †m g‡g †Kvb mv7x ev`xc7 Qc0vcb Ki‡Z cv‡i#b8 †6 Z! G< A#I‡6vM#: m‡D` vZxZIv‡e cgv#bZ +#b †m‡ Z! mvRvcvW AcxjKvix bi©j <mjvg miKvi o‡e#b#d: Ae WvQ:n ev m‡D`‡ i m#e>v †c‡Z A#>Kvix8

1w. Avmvgxc‡7i Qc‡iv4 e4e5 †gv‡:" M b‡6vM5 b+8 Kvi. cv#icv#BK Ae0v#` cgvb K‡i †6! gj ?:bv Z_v Z5vKv‡;i ?:bvi mv‡_ /G6‡Xi †6vMmÎ ev o†bƒvmn #2j e‡j cgv#bZ ‡+‡28 Aciv>gjK /G6X †Kvb `B5gvb #e/+ b+8 G#: †Mvc‡b< i#%Z + HH KvQ‡K mv7x †i‡L b+8 Zv< G#: ejvi †Kvb m‡6vM †b< †6! G<i©c Aciv>gjK KvR i#%Z Kivi #e/+#: Ae>v#iZIv‡e cZ57 mv75 \viv< cvg#bZ ‡Z ‡e8 Aciv>gjK /G6‡Xi #e/+#: Ggb#K †Kvb #b#`N gvgjv+ c#ZIvZ gj Aciv‡>i mv‡_ m,-#KZ †Kvb Ae0v " cvms#MK ?:bv ev ?:bvmg‡ i Av‡jv‡K" Abgvb Kiv Av<b #m^8 `< ev Z‡Zv#>K e5#4i Ggb#K †Kej GK#: gvÎ Aciv>gjK KvR ev Av%i. ev K_v ‡Z" G#: Ke>Iv‡e Abgvb

Kiv †6‡Z cv‡i †6! Zv‡`i g‡>5 ‡Kvb †eAv<bx KvR ev Aciv> ms?:‡b gMZK5 #2j 6v cKvivX‡i o Aciv>gjK /G6‡Xin bvgvXi8

9j. mvRvcvW A#I64 `xc " Bxc ?:bvO‡j #b#e%v‡i r#j K‡i Z5vKv; ms?#:Z K‡i G#: cgv#bZ8 ?:bvi c‡e m#`b A#I64 bi©j <mjvg miKvi mvRvcvW `xc " Bxc‡K #bR MvGx‡Z K‡i bv#g‡+ †`+ Ges Zvi †`v/ve Av%i. \viv Zv‡`i‡K Qamv " c‡iv%bv #`‡+#2j 6v cgv#bZ8 <‡Zvg‡>5< e‡j#2 †6! mv75 " c#ZIvZ AeOv#` ‡Z G#: O-NIv‡e cgv#bZ †6! bi©j <mjvg miKvi Aciv>gjK /G6‡Xi ogv$vigv<;n8 G Kvi‡. gj Aciv> ms?:‡b Zvi nculpable instigation, encouragement and facilitation' Ggb#K Z5vK‡;i ?:bv+" Zvi AsBM b‡K< „Particpation] cgvb K‡i8

91. Avmvgx Avcxj Kvix bi©j <mjvg miKvi c‡7 #b6#4+ #eR #m#b+i Av<bRxex Rbve #:.G<%.Lvb! Rbve G.‡R †gv ,i` Avjx Ges আসামী আইয়ুব আলী, নুরুল আমিন ওরফে আমিন এবং লোকমান হোসেন ওরফে বুলুর c‡7 #b6#4+ #eR #m#b+i Av<bRxex Rbve †LvO`Kvi gv ee † v‡mb A#Ib 6#4i c#Z>|#b K‡i e‡jb †6! AvmvgxM. m‡D`‡ i m#e>v †c‡Z A#>Kvivx 8 Kvi. # ‡m‡e Zviv G< cev‡`i c#Z `#N AvK/. K‡ib †6! …Av`vjZ‡K †`L‡Z ‡e BZ A#I64 2vGv †c‡j" †Kvb #b‡`v/ e5#4 †6b †KvbIv‡e mvRv bv cvb†8

99. Qc‡iv4 e4‡e5i #eix‡Z **State of Panjab vs. Karnail Singh (2003) 11 SCC 271, para 12** G cKv#BZ gvgjv+ **Justice Arijit Pasaayat** Gi #b,e#.Z c6‡e7.#: c#.>vb‡6vM5 F

> Exaggerated devotion to the rule of benefit of doubt must not nurture fanciful doubts or lingering suspicion and thereby destroy social defence. Justice cannot be made sterile on the plea that it is better to let hundred guilty escape than punish an innocent. Letting guilty escape is not doing justice according to law.

9T. #e%vic#Z W. cv2v‡+‡Zi G< c6‡e7‡.i mv‡_ Av#g m,-. GKgZ †cv/. Ki#28 G< cms‡M **Sate of UP vs. Anil Singh, 1988 Supp SCC 686, para 17** G #eR #%viK **K. Jagannatah Shetty** c`* c6‡e7.#:" Q‡jL‡6vM5Iv‡e c#.>vb‡6vM5 6v #b,i©c F

> It is necessary to remember that a judge does not preside over a criminal trial merely to see that no innocent man is punished. A judge also presides to see that a guilty man does not escape. One is importanmt as the other. Both are public duties which the judge has to perform.

9]. #eR #e%vi‡Ki mv‡_ GKgZ †cv/. K‡i ï> G:K ej‡Z %v< †6! †Kvb #b‡`v/ e5#4 †6b A‡ ZK mvRv †IvM bv K‡ib G#: †`Lvi

cvBvcv#B G#:" †`L‡Z ‡e †6b †Kvb †`v/x e5#4 Ggb#K †Kvb fanciful doubts Gi AR v‡Z Av<†bi dvK #`‡+ †e#i‡+ bv 6v+8 mvgv#RK mi7vi 0v‡_< #e/+#: g‡b ivLv A#bev6 8

9g. G< gvgjv+ miKvic7 mv75 cgvbv#` \viv †6 mKj Avmvgxi #ei‡^ AvbxZ A#I‡6vM cgvb Ki‡Z cv‡i#b g‡g cZx+gvb ‡+‡2 Zv‡`i c#Z #b, A`vjZ c`* mvRv ev#Zj K‡i Zv‡`i Lvjv‡mi Av‡`B c`vb K‡i#28 #@K †Zg#bIv‡e Avmvgxc‡7i #eR Av<bRxexM‡bi AbK,-v c`B‡bi #b‡e`b" M b K#i#b8 G#: mZ5 †6! mvRvcvW Avmvgx M. A‡b‡K< `x? 1jk19 eami 6vea Kvivevm Ki‡2b 8 #KX QcOv#cZ mv75 cgv‡b 6#` A#I‡6vM cgv#bZ + Ges A#I‡6v‡Mi e5vcKZv 6#` I+ve + Z‡e †m‡7‡Î Abi‡c Kvivevm †`v/x A#I64‡K AbK,-v c`B‡bi †Kvb Kvi. # ‡m‡e #e‡e%bv+ †b+v mgx%xb " †6š#4K b+8 †Kvb A‡6š#4K AR v‡Z G >i‡bi AbK,-v c`Bb cKvivX‡i b5v+ #e%v‡ii >vibv Ges #e%vi e5eOv m,-‡K Rbg‡b Ij evZv †`+8 G‡7‡Î **State of MP vs. Surendra Singh (2015) 1 SCC 222, para 1**3 Gi gvgjv+ **Justice M.Y Eqbal** GK c6‡e7‡. e‡jb †6!

> Undue sympathy to impose inadequate sentence would do more harm to the justice system to undermine the public confidence in the efficacy of law. It is

the duty of every court to award proper sentence having regard to the nature of the offence and the manner in which it was executed or committed.

9p. #eR #e%vi‡Ki G< c6‡e7‡.i mv‡_ Av#g m,-. GKgZ †cv/b K‡i ej‡Z %v< †6! R?b5 /G6‡Xi gv>5‡g #`ev‡jv‡K cKvB5 Rbmlv+ mmsM#@Z AvAgb %v#j‡+ Av mvb Qjv gv$vi Ges iZ‡bi Z5vKv; ms?#:Z ‡+‡2 Ges G< #e/+r‡jv #e‡e%bv+ †`v/x mve5O A#I64‡`i c#Z AbK,-v c`B‡bi †Kvb †6Š#4K AeKvB †b<8

9q. G#: #e#`Z †6! Av mvb Qjv gv$vi Rxe‡bi ïi‡Z #2‡jb GKRb #B7K8 cieZx‡Z c>vb #B7K Ges GKRb #bev#%Z Rbc#Z#b#>8 <Q#b+b c#i/‡`i †%+vig5vb †_‡K ïi‡ K‡i Qc‡Rjv c#i/‡`i †%+vig5vb Ges me‡B‡/ RvZx+ msm‡`i GKRb m`m5 # ‡m‡e GKv#>Kevi #bev#%Z ‡+#2‡jb8 GjvKv+ #Z#b #2‡jb `jgZ #b#e‡B‡/ mK‡ji #c+ " B^vIvRb e5#4Z 8 msm` m`m5 # m‡e RbKj5v‡b #Z#b cvjb K‡i‡2b Zvi c#eÎ ri‡ `v#+Z 8 #Z#b :sMx MvRxci GjvKv+ gv`K #e‡iv>x c%vibv Ges Kv6A‡g #2‡jb m‡%N 8 mv7x‡`i mv75 ‡Z" cv"+v 6v+ †6! Rxe‡bi †B/ g ‡Z" gv`K e5emv+x Z_v mXvmx‡`i #bg‡j Zvi K‡ #2j †mvZ%vi8 ivRbx#Zi AsM‡b Ggb< GK #b^j/ " RbKj5v‡b m`v Q`5gx GKRb gvb/‡K Z5v Kiv +8 mgvR viv+ GK #`K #b‡`BK‡K8 GK<

mv‡_ Zv‡K Z5vi g>5 #`‡+ Zvi Ox‡K Ovgxi Ivjevmv †_‡K! mXvb‡`i #cZ‡‰ †_‡K" e#ŠZ Kiv +8 Z5vKv‡; #b Z "gi dvi℃K iZb‡K Z5vi g>5 #`‡+ ‡`‡Bi I#e/5Z Kv;vix Zvi℃b5‡K %ig Av?vZ Kiv +8 Av mvb Qjv gv$vi †e‡% _vK‡j Av<b mIv+ Ae`vb ivLvi gv>5‡g RbKj5v‡b #b‡e#`Z "+vi Av‡iv m‡6vM †c‡Zb! Ki‡Z cvi‡Zb Av‡iv A‡bK mKg8 mgvR " Rv#Z ‡Z cviZ Av‡iv QcKZ8 mvRvcvW A#I64iv Av mvb Qjv gv$vi‡K Z5vi g>5 #`‡+ mgvR! Rv#Z " GjvKvi gvb/‡K mg#^i c‡> v:vi †m< m‡6vM †_‡K e#ŠZ K‡i‡28 e5#4‡K Z5vi cvBvcv#B Z5v Kiv ‡+‡2 Av`B‡K! Kb#ZK Q`5g‡K8 AvR‡Ki mgv‡R Av mvb Qjv gv$v‡ii g‡Zv Av`Bevb ivRbx#Z‡Ki eG< AIve8

9v. Av mvb Qjv gv$v‡ii Ox ! cÎ ! ORb †6gb G< #bgg Z5vKv‡;i #e%vi %vb #@K GK< Iv‡e ?:bv+ #b Z "gi dvi℃K iZ‡bi #cZvHgvZv ! OR‡biv" #e%vi cZ5vBx8 Avevi 9jjg mv‡ji 1p G#cj `℃Z #e%vi :v<ebvjH1 KZK iv+ c`v‡bi #`b †_‡K ev Zvi ci †_‡K ‡6 mvRvcvW A#I64iv KvivMv‡i Av‡2b Zviv" b5v+ #e%vi cZ5vBx8 #KX ?:bv Z_v Z5vKv‡;i >ib! Ovb " e5vcKZv Ges mv75 cgvbv#`i Av‡jv‡K G< Z5vKv‡;i mv‡_ †`v/x mve5O A#I64‡`i m,-4Zv " Ab5vb5 cvms#MK #e/+v#` GK‡Î #e‡e%bv+ Avgiv G< iv+ c`vb Kijvg8

G< gvgjv+ mvRv c`v‡bi †7‡Î aggravating circumstances Gi c‡+vRbx+ Qcv`vb # ‡m‡e A#I64‡`i AMb#ZK cZvc " AeOvb! ?:bvi mv‡_ Zv‡`i m,-4Zvi e5vcKZv " mv7x‡`i mv75 " cvms#MK #e/+v#` GK‡Î #e‡e%bv+ #b‡+ #m$vi #e%vic#Z K'v †`ebv_ †6 #eOv#iZ iv+ c`vb K‡i‡2b Zvi mv‡_ Av#g m,-b GKgZ †cv/b Ki#28

বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথ.

ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৭৪ ধারার বিধানমতে এই ডেথ রেফারেন্সটি আসামী ১) নুরুল ইসলাম সরকার, ২) নুরুল ইসলাম দিপু, ৩) মোহাম্মদ আলী, ৪) মাহবুবুর রহমান মাহবুব, ৫) আমির, ৬) সৈয়দ আহমেদ মজনু, ৭) জাহাঙ্গীর ওরফে বড় জাহাঙ্গীর, পিতা- নূর হোসেন গণকে দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় এবং ৮) শহিদুল ইসলাম শিপু, ৯) হাফিজ ওরফে কানা হাফিজ, ১০) আনোয়ার হোসেন ওরফে আনু, ১১) ফয়সাল, ১২) সোহাগ ওরফে সরু, ১৩) লোকমান হোসেন ওরফে বুলু, ১৪) আল-আমিন, ১৫) রতন মিয়া ওরফে বড় মিয়া, ১৬) রণি মিয়া ওরফে রণি ফকির, ১৭) জাহাঙ্গীর, পিতা- কাশেম মাদবর, ১৮) রতন ওরফে ছোট রতন, ১৯) আবু সালাম ওরফে সালাম, ২০) মশিউর রহমান ওরফে মশু, ২১) খোকন এবং ২২) দুলাল মিয়া গণকে দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১, ঢাকার বিজ্ঞ বিচারক প্রদত্ত মৃত্যুদন্ডাদেশ চূড়ান্তকরণের জন্য উপস্থাপন করা হয়, যা শুনানী শেষে রায় প্রদানের জন্য নেয়া হল।

অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ইং ০৭/০৫/২০০৪ তারিখ রোজ শুক্রবার বেলা অনুমান ১০.০০ ঘটিকার সময় টংগী পৌর এলাকার নোঁয়াগাও এম.এ. মজিদ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে টংগী থানা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ১০ নং ওয়ার্ডের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন চলাকালে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে বেলা অনুমান ১২.৩৫ মিনিটের সময় সম্মেলনস্থল থেকে এজাহারকারী মোঃ মতিউর রহমানসহ অন্যান্য সকলে সভাস্থল ত্যাগ করার মুহূর্তে আসামী ১) নুরুল ইসলাম দিপু, ২) শহিদুল ইসলাম শিপু, ৩) অহিদুল ইসলাম টিপু, ৪) হাফিজ ওরফে কানা হাফিজ, ৫) আনোয়ার হোসেন আনু, ৬) ফয়সাল, ৭) সোহাগ ওরফে সরু, ৮) বুলু মিয়া, ৯) আল আমিন, (১০) রতন মিয়া, (১১) রনি, (১২) সোহেল, (১৩) সৈয়দ আহাম্মদ মজনু, (১৪) মাহাবুব, (১৫) মনির, (১৬) দুলাল, (১৭) জাহাঙ্গীর সহ অজ্ঞাতনামা ১০/১২ জন লোক আসামী নুরুল ইসলাম দিপুর নেতৃত্বে আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গুলি করতে করতে সভাস্থলের দিকে আসে।

আসামী নুরুল ইসলাম দিপু, শহীদুল ইসলাম শিপু এজাহারকারীর বড় ভাই আহসানউল্লাহ মাষ্টার এম,পিকে লক্ষ্য করে উপর্যুপরি গুলি করে। গুলিবিদ্ধ হয়ে আহসানউল্লাহ মাষ্টার মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অপরদিকে অন্যান্য আসামীদের গুলিতে সভাস্থলে মাহফুজুর রহমান মহল, হাসেম মল্লিক, শরীফ উদ্দিন আকাশ, জামাল হোসেন, বাদল পাটোয়ারী, খোরশেদ আলম, বাবুলসহ সহ মোট ১০/১২ জন আহত হয়। আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পিকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নেয়া হলে ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করে। এ সময় ওমর ফারুক রতনও মৃত্যুবরণ করে। এজাহারকারী মোঃ মতিউর রহমান তার এজাহারে উল্লেখ করেন যে, জাতীয়তাবাদী

যুবদলের কেন্দ্রীয় নেতা নুরুল ইসলাম সরকার এর পূর্ব পরিকল্পনা মতে তারই পালিত সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দিয়ে এই হত্যাকান্ডটি ঘটানো হয়েছে।

তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত চার্জশীটঃ

তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযোগের তদন্ত শেষে অভিযুক্ত (১) নুরুল ইসলাম দিপু, (২) শহিদুল ইসলাম শিপু, (৩) অহিদুল ইসলাম টিপু, (৪) হাফিজ ওরফে কানা হাফিজ, (৫) আনোয়ার হোসেন ওরফে আনু, (৬) ফয়সাল, (৭) সোহাগ ওরফে সরু, (৮) লোকমান হোসেন ওরফে বুলু, (৯) আল আমিন, (১০) রতন মিয়া ওরফে রতন ওরফে বড় মিয়া, (১১) রণি মিয়া ওরফে রণি ফকির, (১২) সৈয়দ আহমেদ মজনু, (১৩) জাহাংগীর, পিতা- কাশেম মাদবর, (১৪) রতন ওরফে ছোট রতন, (১৫) আবু সালাম ওরফে সালাম, (১৬) মশিউর রহমান ওরফে মশু, (১৭) খোকন, (১৮) জাহাংগীর ওরফে বড় জাহাংগীর ওরফে ময়মনসিংগা জাহাংগীর, পিতা- নূর হোসেন, (১৯) আমির, (২০) জাহাংগীর, পিতা- মেহের আলী, (২১) নুরুল ইসলাম সরকার, (২২) মোহাম্মদ আলী, (২৩) রাকিব উদ্দিন সরকার ওরফে পাপ্পু সরকার, (২৪) নুরুল আমীন ওরফে আমীন, (২৫) আইয়ুব আলী, (২৬) মাহবুবুর রহমান মাহবুব, (২৭) মনির, (২৮) দুলাল মিয়া, (২৯) কবির হোসেন এবং (৩০) আবু হায়দার বাবু ওরফে মিরপুইরা বাবুগণের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ১২০খ/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪/১০৯/২১২ ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করে। অভিযোগপত্রে হত্যাকান্ডের Motive/কারণ/উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় যে, একদিকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অপরদিকে অবৈধ মাদক ব্যবসায় বাধা দান করায় নুরুল ইসলাম সরকার, নুরুল ইসলাম দিপু ও শহিদুল ইসলাম শিপুসহ অন্যান্য আসামীদের নিয়ে একদিকে মাহফুজুর

রহমান মহলকে হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করে, অন্যদিকে সাংসদ আহসান উল্লাহ মাষ্টারকে একই সুযোগে খুন করার পরিকল্পনা করে।

<u>অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গঠিত চার্জ</u> ঃ

Avmvgx x1y নুরুল <mjvg f`c xcjvZKy! x9y শহি`j <mjvg #Bc xcjvZKy! xTy A# `j <mjvg #:c xcjvZKy x]y v#dR "i‡d Kvbv v#dR xcjvZKy xgy Av‡bv+vi † vm‡b "i‡d Avb xcjvZKy! xpy d+mvj xcjvZKy! xqy †mv vM "i‡d mরু xপলাতকy xvy †jvKgvb † v‡mb "i‡d eলু xcjvZKy xwy AvjHAv#gb xcjvZKy x1jy iZb #g+v "i‡d eG #g+v xcjvZKy x11y i#b #g+v "i‡d i#b d#Ki xcjvZKy x19y Km+` Av মে` gRb xcjvZKy x1Ty Rv v~xi! #cZvH Kv‡Bg gv`ei xcjvZKy x1]y iZb "i‡d †2v: iZb xcjvZKy! x1gy Ave mvjvg "i‡d সালাম xcjvZKy x1py মশিউর i gvb "i‡d gï xcjvZKy! x1qy †LvKb xcjvZKy! x1vy Rv v~xi "i‡d eG Rv v~xi "i‡d g+gb#msMv Rv v~xi! #cZvH bi † v‡mb xQc#0Zy! x1wy Av#gর xQc#0Zy x9jy Rv v~xi! #cZv মেহের Avjx xQc#0Zy x91y নুরুল ইসলাম miKvi xQc#0Zy x99y †gv ,i` Avjx xQc#0Zy x9Ty iv#Ke Q#lb miKvi "i‡d cvh miKvi xQc#0Zy! x9]y নুরুল Av#gb "i‡d Av#gb xQc#0Zy! 9gy Av<+e Avjx xQc#0Zy! x9py gv eei i gvb gv ee xQc#0Zy! x9qy মনির xQc#0Zy! x9vy `jvj #g+v xQc#0Zy! x9wy K#ei † v‡mb xQc#0Zy Ges xTjy Ave v+`vi eve "i‡d #gic<iv eve xcjvZKy এর বিরুদ্ধে

HHHHHHHHHHHHHHHHAvmvgxM.

1H9v b,i Avmvgx M. ce শত্রুতাeBZ ci0-i ‡6vMmvR‡B GK< Q‡l‡B5 #b Z Av mvb উল্লাহ gvNvi xGg.#cy " gv dRi i gvb g jn‡K Z5v Kivi Rb5 c#iKebv " Aciv> gjK /G6X K‡i‡28

এই /G6X! c#iKebv " [Kমে MZ jq.jg.j] <s Zv#i‡L 19.Tg #gনিট এর mg+ MvRxci †Rjvi :sMx _vbvi অন্তর্গত †bv+vMv" Gg! Gg g#R` QZ% #e`5vj‡+i gv‡@ †0Z2v†meK jxM Gi m‡,ijb উপলক্ষ্যে Av‡+v#RZ mlvg‡Š উপর্যুপরি r#j K‡i Av mvb উল্লাহ gvNvi Gg!#cn‡K Z5v পূর্বক

c_gZt `;#e#> 19jHLkTj9kT] >viv+

দ্বিতীয়তঃ GK< lv‡e Q4 mg+ Q4 ?:bv0‡j Qc#0Z #lK#:g iZb‡K r#j K‡i Z5v K‡i `;#e#>i 19jHLkTj9kT] >viv+

ZZxq **t** এই mg+ ?:bv0‡jর g‡Š Qc#0Z x1y gv dRi i gvb g j x9y evej xTy †Lvi‡B` Avjg x]y v‡mg মল্লিক xgy Bixd Q#lb AvKvB xpy Rvgvj † v‡mb xqy ev`j cv‡:v+vixn‡K Z5vi Q‡l‡B5 r#j K‡i i4v4 RLg K‡i `;#e#>র 19jHLkTjqkT] >viv+

Ges

Avmvgx x9wy K#ei ও xTjy Ave v+`vi eve "i‡d #gic<iv eve cjvZK Avmvgx‡`i AvB+ #`‡+ `#;#e#> 919 >viv+ শাস্তি যোগ্য Aciv> K‡i‡2 মর্মে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত চার্জ গঠন করেন এবং প্রকাশ্য আদালতে পড়ে শুনান। উপস্থিত আসামীরা নিজেদের নির্দোষ দাবীতে বিচার প্রার্থনা করে।

<u>উপস্থিত সাক্ষীদের জবানবন্দী ও জেরার সারসংক্ষেপঃ</u>

P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান এই মামলার এজাহারকারী। তিনি ইং ০৭/০৫/২০০৪ তারিখ রোজ শুক্রবার বেলা অনুমান ১২.৩৫ মিনিটে সংঘটিত ঘটনায় ইং ০৮/০৫/২০০৪ তারিখ বেলা ২৩.৪৫ মিনিটের সময়ে টংগী থানায় প্রদর্শনী-১ চিহ্নিত এজাহারটি দায়ের করেন। এই সাক্ষী আদালতে এজাহার বর্ণিত বিবরণ উল্লেখে বলেন যে, ঘটনার দিন টংগী থানা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ১০ নং ওয়ার্ডের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন ছিল। এই সভা সকাল অনুমান ১০.০০ ঘটিকার দিকে শুরু হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সাক্ষীর বড় ভাই নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি। সভাপতিত্ব করেন মুজিবর রহমান । মঞ্চে আরো উপস্থিত ছিলেন টংগী পৌর মেয়র এ্যাডভোকেট আজমত উল্লাহ খাঁন, টংগী থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফজলুল হক, সাধারণ সম্পাদক রজব আলী, শামসুন্নাহার ভূইয়া, মাহাফুজুর রহমান মহল, বজলুর রশীদ, জয়নাল হাজারী, কাজী রিয়াজ। আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, মহিলা লীগের লোকজন সভায় উপস্থিত ছিলেন। বেলা অনুমান ১২.৩৫ মিনিটে সভা শেষে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সম্মেলনস্থল ত্যাগ করার মুহূর্তে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায় এবং মঞ্চের পিছন থেকে উপর্যুপরি গুলি হতে থাকে। এ সময় আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি সহ অন্যান্যরা মঞ্চে শুয়ে পড়েন। ১/২ মিনিট পর আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি উঠে দাঁড়ান এবং ধমক দিয়ে বলেন ‘‘তোরা কারা, তোরা কি করছিস।’’ সাক্ষী জানান যে, এ সময় আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি কে লক্ষ্য করে আসামী নুরুল ইসলাম দিপু, শহীদুল ইসলাম শিপু, অহিদুল ইসলাম টিপু, কানা হাফিজ, আনোয়ার হোসেন আনু, ফয়সাল, সোহাগ, ধুনু মিয়া, আল আমিন, বড় রতন, রনি, সোহেল, সৈয়দ আহমদ মজনু, মাহবুব, মনির, দুলাল, জাহাংগীর, ছোট রতন, খোকন, কালাম, মশিউর রহমান মশু, বড় জাহাংগীর, আমির, আমিরের ছোট ভাই জাহাংগীরগণ হত্যার

উদ্দেশ্যে পূর্ব পরিকল্পনা মতে তাদের হাতে থাকা অস্ত্র দিয়ে গুলিবর্ষন করতে থাকে। তাদের হাতে পিস্তল ও রিভলবার ছিল। আসামী ছোট রতনের হাতে একটি কাটা বন্দুক ছিল। এ সময় মাহফুজুর রহমান মহল, শরিফ উদ্দিন আকাশ, খোরশেদ আলম, সোহেল, হাশেম মল্লিক, বাবুল সহ আরো ১০/১২ জন ব্যক্তি আহত হয় । আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পিকে আহত অবস্থায় প্রথমে টংগী হাসপাতাল, পরে মহাখালী বক্ষব্যধী হাসপাতাল এবং সেখান থেকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নেয়া হয়। সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নেয়ার পর কর্তব্যরত ডাক্তারগণ আহসান উল্লাহ মাষ্টারকে মৃত ঘোষণা করে। এ সময় গুলিবর্ষণে আহত ওমর ফারুক রতনও মৃত্যুবরণ করে।

P.W-2 মোঃ রজব আলী তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, সভা সমাপ্ত ঘোষণার সাথে সাথে লোকজন যখন চলে যাবার প্রস্তুতি নেয় ঠিক তখন বেলা ১২.৩৫ মিনিটের সময় বোমা ফাটার বিকট শব্দ হয় এবং সাথে সাথে উপর্যুপরি গুলি শুরু হয় । এ সময় নিহত এম. পি. সাহেবসহ এই সাক্ষী ও অন্যান্যরা টেবিলের নিচে মাটির উপর শুয়ে পড়ে। তখন সামনের দিক থেকেও গুলি শুরু হয় । এ সময় এম. পি সাহেব উঠে দাঁড়ান এবং হাত উঁচু করে ধমকের সুরে বলেন, ‘‘তোরা কারা, কি করছিস’’ । তখন সাক্ষী উঠে দাঁড়ায় এবং দেখতে পায় নিহত এম. পি. সাহেব ও মহলকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মঞ্চের সামনের দক্ষিণ দিক থেকে দিপু, শিপু, টিপু, গাজী বাড়ীর ছোট রতন, আউয পাড়ার খোকন, ময়মনসিংহের জাহাংগীর, হারিসপুরের আল আমিন এবং গোপালপুরের আনু, কানা হাফিজ, সালাম, বড় রতন, সোহাগ, ময়মনসিংহের জাহাংগীর, আনুর বন্ধু মশিউর মঞ্চের দিকে ও সভাস্থলের দিকে এলোপাথাড়ি গুলি করছে। এই সাক্ষী তার জবানবন্দীতে আরো উল্লেখ করেন যে, তিনি আসামী দিপুর

ক্যাডার বাহিনী, গোপালপুরের আনু, কানা হাফিজ, সালাম, বড় রতন, সোহাগ, মরকুনের জাহাংগীর ও আনুর বন্ধু মশিউর রহমান মশু, মাহবুবকে(আপত্তি) স্কুলের পেছনের রাস্তা দিয়ে চলে যেতে দেখেন। আসামী ছোট রতনের হাতে একটি কাটা বন্দুক ও অন্যান্য আসামীর হাতে পিস্তল ও রিভলবার ছিল।

P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তার বন্ধু ইসমাইল ও আঃ রহমানকে নিয়ে হেলাল কমিশনারের বাড়িতে যান, এম,পি হত্যার ১০/১২ দিন পূর্বে অনুমান রাত ১০ টার দিকে। রাত প্রায় ১১ টার দিকে হেলাল কমিশনারের বাড়ীর পশ্চিম দিক দিয়ে হেঁটে যাবার সময় আসামী আমিনের বাড়ীর পূর্ব দিকে একটি মটর সাইকেল ও একটি সাদা রং এর প্রাইভেট গাড়ী দেখতে পান। সাক্ষী এ সময় আসামী নুরুল ইসলাম সরকার, মাহাবুব, নুরুল ইসলাম দিপু, পাপ্পু সরকার, আমিন, আইয়ুব ও মোহাম্মদ আলীগণকে দেখতে পান। সাক্ষী অভিযুক্ত মোহাম্মদ আলী ও মাহাবুবকে মোটর সাইকেল করে চলে যেতে দেখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত পাপ্পু সরকারকে গাড়ীর ভিতরে এবং অভিযুক্ত নুরুল ইসলাম সরকারকে ড্রাইভিং সিটে বসে থাকতে দেখেন। এ সময় তিনি আসামী নুরুল ইসলাম দিপু, আইয়ুব ও আমিনকে নুরুল ইসলাম সরকারের সাথে কথা বলতে দেখেন।

P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে আনুমানিক ১০.৩০ মিনিটে পৌঁছান। তিনি জানান যে, বেলা ১২.৩০ মিনিটের দিকে প্রধান অতিথি এম, পি আহসান উল্লাহ মাষ্টার এর বক্তব্য শেষে সভার সভাপতি মজিবর রহমান মাইকে কমিটির নাম ঘোষণা করেন। সভা শেষে মঞ্চে উপস্থিত সকলে উঠে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিলে ১২.৩৫ মিনিটের দিকে মঞ্চের পিছন থেকে বোমা ফাটার শব্দ পান এবং সাথে সাথে উপর্যুপরি গুলির আওয়াজ পান। তখন এই সাক্ষী ও অন্যান্যরা ভীত সন্ত্রস্ত্র

হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে। এম,পি সাহেব হাত উঁচু করে বলে ‘‘তোরা কারা, কি করছিস।’’ তখন এই সাক্ষী মাথা উঁচু করে দেখতে পান আসামী দিপু, শিপু, টিপু, খোকন, আল-আমিন গুলি করতে করতে আসছে। সাক্ষী আরো দেখেন মজনু, ভুলু, রণি, ফয়সাল, মনির, দুলালগণ মঞ্চে উপবিষ্ট আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি এবং মহলকে উদ্দেশ্য করে পিস্তল ও রিভলবার দিয়ে গুলি করছে। সাক্ষী আরো দেখতে পায় মঞ্চের দক্ষিণ দিক থেকে অভিযুক্ত মাহবুব, আনু, কানা হাফিজ, বড় রতন, সোহাগ, জাহাংগীর, সালাম, আমির এর ছোট ভাই জাহাংগীর, মোহাম্মদ আলী ও আনুর বন্ধু মশু পিস্তল ও রিভলবার হাতে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি ও মহলকে গুলি করছে।

P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, সভা চলাবস্থায় তিনি স্কুলের দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনছিলেন। সভার প্রধান অতিথি আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি বক্তৃতা শুরু করার সময় তিনি দেখতে পান মজনু মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে ব্যস্ত অবস্থায় প্রধান গেটের দিকে যাচ্ছে। আবার ঘুরে আসে এবং এসে আসামী আমির, আমিরের ভাই জাহাঙ্গীর, রনি, ফয়সালদের সাথে কানাকানি করে ও আকার ইংগিতে কি যেন বলে। বেলা ১২.৩০ মিনিটের দিকে আযানের জন্য মাইক বন্ধ করা হয়। ৩/৪ মিনিটের মধ্যে সভাপতি বক্তৃতা শেষ করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ঠিক এই সময়ে মঞ্চের পিছন দিকে একটি বোমা বিস্ফোরণের মতো শব্দ হয়। সাথে সাথে উপর্যুপরি গুলিও শুরু হয়। নেতৃবৃন্দ মাটিতে শুয়ে পড়ে। এম,পি সাহেব ধমকের সুরে বলে, ‘‘এই তোরা কারা, কি করছিস?’’ সাক্ষী তখন দেখতে পায় সামনের দিক থেকে আসামী দিপু, শিপু, টিপু, ছোট রতন, খোকন, আল-আমিন, ভুলু, ফয়সাল, রনি, দুলাল ও মনিরগণ কারো হাতে থাকা পিস্তল ও রিভলবার ও ছোট রতনের হাতে থাকা বন্দুক দিয়ে মঞ্চের দিকে

আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি ও মহলকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। সাক্ষী আরো দেখে যে, একই সময়ে মঞ্চের পিছন দিক থেকে আসামী মাহবুব, বড় রতন, আনু, কানা হাফিজ, সোহাগ, সালাম, মোহাম্মদ আলী, মরকুনের জাহাঙ্গীর ও আনুর বন্ধু মশিউরসহ আরো কয়েকজন গুলি করতে করতে সভাস্থলে আসে, এলোপাথাড়ি গুলি করে ও মঞ্চের দিকেও গুলি করে।

P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, এই সাক্ষী এবং বাদী মতিউর রহমান ঘটনার দিন অনুষ্ঠিত সম্মেলনটি পরিচালনা করেন। বেলা অনুমান ১২.৩৫ মিনিটের দিকে অনুষ্ঠান শেষে যখন সবাই যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন হঠাৎ মঞ্চের পেছন থেকে বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ হয়। মঞ্চের পেছন থেকে মঞ্চের দিকে উপর্যুপরি গুলি হতে থাকে। তখন নেতৃবৃন্দ মাটিতে শুয়ে পড়ে। সাক্ষীও মাটিতে শুয়ে পড়ে। একই সময়ে মঞ্চের সামনে থেকেও গুলির শব্দ শোনা যায়। তখন এম,পি সাহেব উঠে দাঁড়ান এবং ধমকের সুরে বলতে থাকেন, ‘‘এই তোরা কারা, কি করতাছোস।’’ তখন সাক্ষী মাথা উঁচু করে দেখতে পান যে, অভিযুক্ত দিপু, শিপু, টিপু, ছোট রতন, খোকন, আল আমিন, ফয়সাল, ভুলু, দুলাল, রণি, মনির ও আরো ২/১ জন সহ তাদের কারো হাতে পিস্তল, কারো হাতে রিভলবার দিয়ে এম,পি সাহেব ও মহলকে লক্ষ্য করে উপর্যূপরি গুলি করছে। সাক্ষী আসামী ছোট রতনকে তার হাতে থাকা কাটা বন্দুক দিয়ে সভাস্থলে উপর্যুপরি গুলি করতে দেখে। এই সাক্ষী আরো দেখতে পায় যে, মঞ্চের পেছন থেকে মঞ্চের সামনে এসে অভিযুক্ত মাহবুব, বড় রতন, সালাম, সোহাগ, মোহাম্মদ আলী, মরকুনের জাহাংগীর, আমির, আমিরের ভাই জাহাংগীর, আনু, কানা হাফিজ, আনুর বন্ধু মশু তাদের কারো হাতে পিস্তল ও কারো হাতে রিভলবার দিয়ে এম,পি সাহেব ও মহলকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করছে।

P.W-7 জাকির হোসেন তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি ঘটনার দিন বেলা ১২.৩৫ মিনিটের দিকে আমতলীর সিদ্দিকের কাছে যান। এ সময় তিনি দেখতে পান আনু, আনুর বন্ধু মশিউর, কানা হাফিজ, মাহবুব, মোহাম্মদ আলী, বড় রতন, সালাম, সোহাগ, মরকুনের জাহাংগীর, মজনু, আমির, আমিরের ভাই জাহাংগীরগণ পশ্চিম দিকের গলি থেকে ছোট ছোট অস্ত্র হাতে দক্ষিণ দিকে এসে আসামী মোহাম্মদ আলীর বাড়ীর দিকে যায়। তিনি শুনতে পান, নোয়াগাঁও স্কুল মাঠে গুলি হয়েছে ও ১০/১২ জন আহত হয়েছে। বিকাল বেলা জানতে পারেন যে, এম,পি সাহেব ও রতন মারা গেছে। এই সাক্ষী বুঝতে পারেন উল্লেখিত ব্যক্তিরাই এই কাজ করেছে।

P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন জানান যে, তার বাড়ী অভিযুক্ত মোহাম্মদ আলীর বাড়ীর ১০/১২ গজ পশ্চিমে। ইং ০৭/০৫/২০০৪ তারিখে বেলা ১১.০০ টার দিকে তিনি ঘটনাস্থলে যাবার জন্য বের হন। এ সময় তিনি দেখতে পান অভিযুক্ত আনু, আনুর বন্ধু মশু, কানা হাফিজ, মাহবুব, সালাম, সোহাগ, বড় রতন এবং মরকুনের জাহাংগীরগণ আসামী মোহাম্মদ আলীর বাড়ীর দিকে ঢিলাঢালা পোশাক পরে যাচ্ছে। অনুমান ১২.৩৫ মিনিটের দিকে সাক্ষী ঘটনাস্থলের মঞ্চের পিছন দিক থেকে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান। সঙ্গে সঙ্গে গুলিবর্ষণের শব্দ শুনতে পান। সাক্ষী ভয়ে ইলিয়াস পাঠানের বাড়ীর গেটের ভেতরে দাঁড়ান। এ সময় সাক্ষী দেখতে পান আসামী হাফিজ, আনু, মশু, সালাম, সোহাগ, মাহবুব, মোহাম্মদ আলী, বড় রতন, আমির, আমিরের ভাই জাহাংগীর, মরকুনের জাহাংগীর অস্ত্র হাতে রেল ক্রসিং পাড় হয়ে কেরানীর বস্তির ভেতর আসামী মোহাম্মদ আলীর বাড়ীর দিকে চলে যাচ্ছে।

P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি সাহেবের বাড়ীর কেয়ারটেকার। তিনি তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, ঘটনার সময় তিনি মিটিংয়ে

পানি দিয়ে ফিরছিলেন। হঠাৎ এ সময় দেখতে পান আসামী আনু, কানা হাফিজ, মাহবুবগণ নিহত এম,পি সাহেবের নতুন বাড়ীর সামনে পূর্ব পশ্চিম রাস্তা দিয়ে পূর্ব দিক দিয়ে এসে মাঠে প্রবেশ করছে। সাক্ষী দোতলায় চলে যান এবং কাজ করতে থাকেন। হঠাৎ করে আনুমানিক ১২.৩৫ মিনিটে গুলির শব্দ পান। লোকজন ছোটাছুটি করছে দেখতে পান। এ সময় সাক্ষী আসামী দিপু, শিপু ও আরো ৮/১০ জনকে এম,পি সাহেবের বাসার দক্ষিণ দিক দিয়ে চলে যেতে দেখেন। সাক্ষী এ সময় পূর্ব দিকের গেট দিয়ে আসামী আনু, কানা হাফিজ, রতন, সোহাগ, সালাম, মাহবুব, মরকুনের জাহাংগীর, মজনু, আমির, আমিরের ভাই জাহাংগীরগণকে গুলি করতে করতে চলে যেতে দেখেন।

সাক্ষী একটি পর্দা যেখানে গুলির ১২ টি ছিদ্র রয়েছে, ১২টি গুলির খোসা ও নিহত এম,পি সাহেব যেখানে ছিলেন সেখানকার রক্তমাখা মাটি তার উপস্থিতিতে জব্দ করা হয় মর্মে উল্লেখ করেন। সাক্ষী জব্দনামায় সাক্ষী হিসেবে দস্তখত দেন। সাক্ষী এ সকল আলামত আদালতে সনাক্ত করেন।

P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ ১০ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি। তিনি তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, ঘটনার দিন তিনি সম্মেলনে বক্তৃতা করেন এবং তার বক্তব্য শেষে তিনি মঞ্চের উত্তর পাশে দাঁড়িয়ে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনছিলেন। বেলা অনুমান ১২.৩০ মিনিটের দিকে জুম্মার আযানের জন্য মাইক বন্ধ করা হয়। সভাপতি ৩/৪ মিনিট বক্তৃতা দিয়ে সভা সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সবাই সম্মেলনস্থল থেকে যাবার প্রস্তুতি নেয়। তখন আনুমানিক ১২.৩৫ মিনিটের দিকে মঞ্চের পেছন থেকে বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ পান। একই সময়ে মঞ্চের পেছন থেকে মঞ্চের দিকে উপর্যুপরি গুলি হতে থাকে। নেতৃবৃন্দ মাটিতে শুয়ে পড়ে। সাক্ষীও ভয়ে স্কুলের বারান্দায় একটি

পিলারের পিছনে দাঁড়িয়ে আশ্রয় নেয়। এ সময় সাক্ষী দেখতে পান মঞ্চের সামনে থেকে আসামী দিপু, শিপু, টিপু, আউস পাড়ার খোকন, আরিসপুরের আল আমিন, গোপালপুরের ভুলু, ফয়সাল, রনি, মনির, দুলালগণ নিহত এম,পি সাহেব ও মহলকে উদ্দেশ্য করে তাদের হাতে থাকা পিস্তল ও রিভলবার দিয়ে গুলি করছে। সাক্ষী ছোট রতনকে কাটা বন্দুক দিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি করতে দেখেন। এই সাক্ষী আরো দেখতে পান, আসামী কানা হাফিজ, মাহবুব, আনু, মশু, মোহাম্মদ আলী, মরকুনের জাহাংগীর, মরকুনের মজনু, সালাম, সোহাগ, বড় রতন, আমির ও আমিরের ভাই জাহাংগীরগণ হাতে থাকা অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি করতে করতে নিহত এম,পি সাহেবের বাড়ির সামনে দিয়ে রেল লাইন ক্রস করে চলে যাচ্ছে ।

P.W-11 মোঃ জামাল তার জাবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি বিগত ০৭-০৫-০৪ ইং তারিখে সকাল আনুমানিক ৯.৪৫-১০.০০ মিনিট এর সময় সাহারা সুপার মার্কেটের সামনে দাঁড়ান, ঘটনাস্থল নোয়াগাঁও স্কুল মাঠে সম্মেলনে যাবার উদ্দেশ্যে। তখন দেখেন উত্তর দিক থেকে রিক্সায় ফরিদ আসছেন। সাক্ষী ফরিদকে ডাকেন। সে রিক্সা ছেড়ে দেয়। এই সাক্ষী ও ফরিদ মিটিংয়ে যাবার উদ্যোগ নেন। তখন দেখেন বিসিক এলাকা থেকে একটি সাদা প্রাইভেট কার আসে ও সাহারা সুপার মার্কেটের সামনে দাঁড়ায়। এই সাক্ষী আরো দেখতে পান কারের পিছনের দরজা খুলে আসামী দিপু ও শিপু নামে। গাড়ীর সামনের ড্রাইভিং সীটে বসা আসামী নুরুল ইসলাম সরকারের কাছে যায়। তখন আসামী নুরুল ইসলাম গাড়ীর কাঁচ নামিয়ে আসামী দিপুর ‘পিঠ চাপড়িয়ে’ কি যেন বলে। এই সাক্ষী ও ফরিদ পায়ে হেঁটে সম্মেলনস্থলে যায়। আসামী নুরুল ইসলাম সরকার গাড়ী চালিয়ে পশ্চিম দিকে চলে যায়। আসামী দিপু ও শিপু সভাস্থলের দিকে চলে যায়। এই সাক্ষী ও ফরিদ স্কুলের মাঠের দক্ষিনের বারান্দায়

দাঁড়ায়। সভা শেষে ষ্টেজের পিছন দিকে থেকে একটি বোমার আওয়াজ পান এই সাক্ষী। তার পর গুলির আওয়াজ পান। এই সাক্ষী স্কুলের প্রধান গেটের দিকে যেতে থাকেন। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখেন আসামী দিপু ও শিপু গং ষ্টেজের দিকে লক্ষ্য করে গুলি করছে। এই সাক্ষী দৌঁড়িয়ে রেল ষ্টেশনের প্লাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ান। তখন জানতে পারেন এম,পি, সাহেব, মহল ভাই ও অন্যান্যরা গুলিবিদ্ধ হয়েছে। এ সাক্ষী টংগী হাসপাতালে গিয়ে দেখেন তার পিতা আবু হাশেম মল্লিকও গুলিবিদ্ধ হয়েছে। এই সাক্ষী ঘটনার ১০/১৫ দিন পর ঘটনার তারিখের সকালে সাহারা মার্কেটের ঘটনা বাদী মতিউর রহমানকে বলে।

PW-12 মোঃ ফরিদ উদ্দিন তার সাক্ষ্যে বলেন যে, ইং ০৭/০৫/২০০৪ তারিখ সকাল বেলা তিনি তার আত্মীয় পিয়ার আলীর বাসায় যান সেখান থেকে আলাপ সেরে সকাল ৯.৩০-৯.৪৫ মিনিটে রিকসা যোগে সাহারা সুপার মার্কেটে পৌঁছান। ঠিক সেই সময়ে বিসিকের দিক থেকে একটি সাদা প্রাইভেট কার এসে সাহারা সুপার মার্কেটের সামনে পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। গাড়ীর পিছনের সিট থেকে আসামী দিপু ও শিপু নেমে ড্রাইভিং সিটে বসা আসামী নুরুল ইসলাম সরকারের কাছে যায়। আসামী নুরুল ইসলাম সরকার গাড়ীর গ্লাস নামিয়ে আসামী দিপুর ‘পিঠ চাপড়িয়ে’ কি যেন বলে। আসামী দিপু ও শিপুকে উত্তর দিকে ঘটনাস্থলের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে আসামী নুরুল ইসলাম সরকার গাড়ী চালিয়ে পশ্চিম দিকে চলে যায়। সাক্ষী আরো বলেন যে, তিনি ও জামাল পায়ে হেঁটে ঘটনাস্থল নোয়াগাঁও স্কুল মাঠে সম্মেলন স্থলে উপস্থিত হন। নিহত এম,পি, সাহেবের বক্তৃতার শেষ দিকে তিনি চা, পান বিস্কিট খাবার জন্য স্কুলের মেইন গেট দিয়ে বাইরে যান। কিছুক্ষণ পর চা খাওয়া অবস্থায় বোমা ফাটার ও গুলির আওয়াজ শুনতে পান। লোকজন এলোপাথাড়ি ভাবে ছোটাছুটি করছিলো। কিছুক্ষণ পর

একটু শান্ত হলে স্কুলের মাঠে নিহত এম,পি সাহেবকে টঙ্গী পৌরসভার চেয়ারম্যান, বাদী মতিউর রহমান ও অন্যান্যরা চেয়ারম্যান সাহেবের গাড়ীতে করে টঙ্গী হাসপাতালে নিয়া যায়। আহত মহলকে তার গাড়ীতে করে নিয়ে যায়। অন্যান্যদের ভ্যান রিক্সা করে বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যায়। এই সাক্ষী শফিকে ডাক দিয়ে সাক্ষী জামালসহ সকালের সাহারা সুপার মার্কেটের ঘটনা বলেন। এই সাক্ষী শফি ও অন্যান্য লোকজনদের কাছে থেকে জানেন আসামী দিপু, শিপু, টিপু, ছোট রতন, মাহবুব, মোহাম্মদ আলী, আনু, কানা হাফিজ, মশু, সোহেল,রনি, সোহাগ, সালাম, মজনু ও আরো ১০/১২ জন ব্যক্তি নিহত এম,পি সাহেব ও মহলকে উদ্দেশ্য করে গুলি করে। এই সাক্ষী আদালতের কাঠগড়ায় আসামী নুরুল ইসলাম সরকারকে সনাক্ত করেন।

PW-13 বাবুল মিয়া তার জবানবন্দীতে বলে যে, সে নোয়াগাঁও প্রাইমারী স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ে। এই সাক্ষী মিটিং এ যায় বেলা ১২.০০ মিঃ এ। এই সাক্ষী মিটিং এর সামনের খালি চেয়ারে বসে এম, পি সাহেবের বক্তৃতা শুনে। মিটিং শেষ হবার পর এই সাক্ষী আওয়াজ শুনে চেয়ার থেকে নীচে পড়ে যায়, আর কিছু বলতে পারে না। এই সাক্ষীর ডান নাকের ছিদ্র দিয়ে গুলি ঢুকে মাথার পিছনে গুলিটি এখনও আটকে রয়েছে। এই সাক্ষীর বাম পায়ের পাতার গোঁড়ালীতে গুলি লেগে বের হয়ে যায়।

PW-14 শরিফ উদ্দিন আকাশ তার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি জানতে পারেন একটি সাদা প্রাইভেট কারে করে আসামী নুরুল ইসলাম সরকার, দিপু, শিপু সাহারা মার্কেটের কাছে আসে। দিপু ও শিপুকে নামিয়ে দিয়ে আসামী নুরুল ইসলাম সরকার পশ্চিমে চলে যায়। এই সাক্ষী লোকজনদের কাছে আরো জানেন, আসামী, দিপু, শিপু, টিপু , আনু , কানা হাফিজ, ফয়সাল, ভুলু, মাহবুব, মনির, কামাল , সালাম, রনি, মশু,

জাহাঙ্গীর, আমিরের ভাই জাহাঙ্গীর, বড় রতন , ছোট রতন গং তাদের হাতে থাকা অস্ত্র দিয়ে ঘটনা ঘটায়।

PW-15 সুকোমল দেবনাথ তার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি দেখেন লোকজন দৌড়িয়ে এদিক সেদিক যাচ্ছে। এই সাক্ষী ঘটনাস্থলের পাশে অবস্থিত মসজিদের উত্তর পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে লক্ষ্য করে দেখে আসামী দিপু, শিপু, টিপু, ফয়সাল, রনি, ভূলু, আরিসপুরের ছোট রতন, আল আমিন গং প্রধান গেট দিয়ে বের হয়ে অস্ত্র হাতে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে ও কিছু আসামী গুলি করতে করতে নোয়াগাঁও স্কুলের উত্তর দিকে রাস্তা দিয়ে পূর্ব দিকে যাচ্ছে।

P.W-16 জামাল হোসেন তার জবানবন্দীতে বলেন, বিগত ইং ০৭-০৫-০৪ তারিখ শুক্রবার তিনি নোয়াগাঁও স্কুল মাঠে এম,পি, সাহেবের মিটিং এ যান। তিনি সম্মেলন স্থলে প্যান্ডেলের মাঝখানে চেয়ারে বসে বক্তৃতা শুনছিলেন। সভাপতি বক্তৃতা করে মিটিং শেষ করেন। পেছন দিক থেকে একটি আওয়াজ পান। চারদিক থেকে গুলি আসে। লোকজন দৌড়াদৌড়ি করে। এই সাক্ষীও দৌড়াদৌড়ি করে। একটি গুলি এই সাক্ষীর মাথার ডান দিকে কানের উপর দিয়ে বিদ্ধ হয়ে চামড়া ভেদ করে বের হয়ে যায়। এই সাক্ষী দৌড়িয়ে পালানো কালে বাম দিকে বগলের নীচে গুলিবিদ্ধ হয় এবং গুলিটি এখনও আছে। এই সাক্ষী দৌড়িয়ে গিয়ে নিহত এম,পি, সাহেবের ভাড়াটিয়া বাড়ীর কাছে গিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যান। পরবর্তীতে জ্ঞান ফিরলে দেখেন তিনি ঢাকায় বক্ষ ব্যাধি হাসপাতালে। অপরিচিত ব্যক্তিরা এই সাক্ষীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে এই সাক্ষীর চিকিৎসা হয়। এই সাক্ষী লোক মুখে শুনেন আসামী নুরুল ইসলাম সরকার, মাহবুব ও অন্যান্য সন্ত্রাসীরা এই সন্ত্রাসী কাজ করেছে।

P.W-17 মোঃ আবু সাঈদ তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি স্কুলের দক্ষিণ গেট দিয়ে আসামী দিপুসহ ১০/১২ জন লোককে গুলি করতে করতে চলে যেতে দেখেছেন। তিনি আরো বলেন যে, নিহত এম,পি সাহেবের নির্মাণাধীন বাড়ির গেটের সামনে দিয়ে গুলি করতে করতে আসামী কানা হাফিজ, রতন, সোহাগ, মশিউর, মাহবুব ও অন্যান্যদের তিনি চলে যেতে দেখেন।

P.W-18: মোঃ আহসান উল্লাহ তার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি সম্মেলনে সকাল ৯.৪৫ মিনিটে উপস্থিত হন। সম্মেলন শুরু হয় আনুমানিক ১০.১৫ মিনিট এ। এই সাক্ষী স্কুলের বিল্ডিং এর পশ্চিম মাথায় দাঁড়িয়ে নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা শুনেন। এম,পি, সাহেব বক্তৃতা দেয়ার পর সম্মেলনের সভাপতি মজিবর রহমান নতূন কমিটির নাম ঘোষণা করে ও বক্তৃতা শেষ করে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করে। নেতৃবৃন্দ চলে যাবার উদ্যোগ নেয়, তখন সময় ১২.৩৫ মিঃ। সাক্ষী তখন মঞ্চের পেছনে বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ পায়। সংগে সংগে মঞ্চের দিকে উপর্যুপরি গুলির শব্দ পায়। সাক্ষী দেখে মাঠের দক্ষিণের প্রধান গেটের দিক থেকে আসামী দিপুর নেতৃত্বে আসামী শিপু, টিপু, ছোট রতন, আল আমিন, ফয়সাল, খোকন, ভুলু, রনিসহ আরো ৩/৪ জন মাঠের দক্ষিণ দিক দিয়ে মাঝখানে এসে মঞ্চের দিকে নিহত এম,পি সাহেব ও মহলকে লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকে। আসামী ছোট রতন হাতে থাকা কাটা বন্দুক দিয়ে সভাস্থলে এলোপাথাড়ি গুলি করে। এই সাক্ষী ভয়ে নিহত এম,পি সাহেবের নির্মাণাধীন বাড়ীর নীচতলায় পূর্ব পাশের কক্ষে ঢুকে পড়ে। তখন রুমের খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পায় আসামী দিপুর ক্যাডার বাহিনী আসামী আনু, কানা হাফিজ, মাহবুব, মোহাম্মদ আলী, সালাম, সোহাগ, বড় রতন, মরকুনের জাহাঙ্গীর, আনুর বন্ধু মশিউর,

মিরপুইর‍্যা বাবু, ছোট জাহাঙ্গীর সহ আরো ২/১ জন এম,পি সাহেবের বাড়ীর সামনে দিয়ে পূর্ব দিকে গুলি করতে করতে চলে যাচ্ছে।

P.W-19: মোঃ তমিজ উদ্দিন সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ তার জবান বন্দীতে বলেন, তিনি বিগত ০৭-০৫-০৪ ইং তারিখে ক্যান্টনমেন্ট থানায় এস,আই পদে কর্মরত ছিলেন। এ তারিখে তার জরুরী মোবাইল ডিউটি ছিল সকাল ৮.০০ মিঃ থেকে রাত ৮.০০মিঃ পর্যন্ত। ক্যান্টনমেন্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশে ১৬.৩০ মিনিটের সময় তিনি সি,এম,এইচে গিয়ে নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি'র ভগ্নিপতি জনাব আবুল হোসেনের সনাক্ত মতে নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি'র লাশের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করেন, সাক্ষীদের দস্তখত গ্রহণ করেন। কনষ্টেবল নং ১৪০০৭ বখতিয়ারের মাধ্যমে লাশ ময়না তদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠান, চালান মাধ্যমে। তিনি সুরতহাল রিপোর্ট ও চালান প্রস্তুত করেন ক্যান্টনমেন্ট থানার ডায়রী নম্বর ২৬২, ইং ০৭-০৫-০৪ তারিখ মূলে। এই সাক্ষী নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টারের পরিধেয় বস্ত্র জব্দ করেন, জব্দনামা প্রস্তুত করেন।

P.W-20 আজমত উল্লাহ খান তার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে, ঘটনার তারিখ ০৭-০৫-০৪ ইং রোজ শুক্রবার। বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ, টঙ্গী থানার ১০ নং ওয়ার্ডের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন নোয়াগাঁও এম,এ মজিদ মিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি। এই সাক্ষী ১০.৪৫ মিনিটের মধ্যে সম্মেলনস্থলে উপস্থিত হন। নিহত এম,পি সাহেব ১১.০০ মিনিট এর কিছু পূর্বে সম্মেলনস্থলে পৌঁছান। এই সাক্ষীর ডান পাশে আহসান উল্লাহ মাষ্টার আসন গ্রহণ করেন। এই সাক্ষীর বাম পাশে ছিলেন মহল, তার বাম দিকে ছিলেন শামসুন্নাহার ভূঁইয়া। এম,পি সাহেবের ডান দিকে ছিলেন ফজলুল

হক, রজব ও কয়েকজন। সভাপতি ছিলেন মজিবর রহমান। মঞ্চের উত্তরে ছিলেন বাদী মতিউর রহমান। এই সাক্ষীর বক্তৃতার পর এম,পি সাহেব বক্তৃতা করেন। সভার সভাপতি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কমিটির ৪ জনের নাম ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে মসজিদ থেকে জুম্মার নামাজের আযান হয়। সভার সভাপতিকে নিহত এম, পি সাহেব সভা সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দেন। মাইক ছাড়া সভাপতি তার বক্তৃতা করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন। সাক্ষী এ সময় মঞ্চে পর্দার পেছনে বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ ও সাথে গুলির শব্দ শুনতে পান। এই সাক্ষীসহ অন্যান্যরা সবাই মাটিতে শুয়ে পড়েন। সামনে থেকেও গুলির শব্দ পান। তখন এম,পি সাহেব একটু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বলেন, ‘‘এই তোরা কারা, কি করছিস।’’_এই কথা বলার সাথে সাথে তিনি পড়ে যান। এই সাক্ষী দেখতে পান এম,পি সাহেব গুলিবিদ্ধ। এই সাক্ষী মাথা উঁচু করে দেখেন আসামী নুরুল ইসলাম সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনী আসামী দিপু, শিপু, টিপু, খোকন, আল আমিন, ভুলু, মনির, ফয়সাল, রনি, ছোট রতনগণ কারো হাতে রিভলবার ও পিস্তল এবং আসামী ছোট রতনের হাতে কাটা বন্দুক দিয়ে এলোপাথাড়ি সভাস্থলের দিকে এবং অন্যান্যরা অস্ত্র দিয়ে নিহত এম,পি সাহেব ও মহলকে উদ্দেশ্য করে গুলি করছে। পিছন দিক থেকে সামনের দিকে এসে আসামী মাহবুব, মোহাম্মদ আলী, কানা হাফিজ, আনু, সোহাগ, বড় রতন, জাহাঙ্গীর, মরকুনের জাহাঙ্গীর, আমির, আমিরের ভাই জাহাঙ্গীর, মজনু গণ মঞ্চের দিকে গুলি করে এবং গুলি করতে করতে এম,পি সাহেবের বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে আমতলীর দিকে চলে যায়। এই সাক্ষী দেখেন নিহত এম,পি সাহেব, মহল, শরিফ উদ্দিন আকাশ, স্কুলের ছাত্র রতন , হাশেম মল্লিক, সোহেল বাবুল সহ ১০/১২ জন ব্যক্তি গুলি বিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন। এই সাক্ষী এম,পি সাহেবকে নিয়ে টঙ্গী হাসপাতালে যান।

P.W-21 মোঃ আমজাদ হোসেন, ৩৬২৭ নং কনস্টেবল তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি ইং ০৭/০৫/২০০৪ তারিখে রমনা থানায় কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এদিন এস,আই আব্দুল কাদেরের সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে তার ডিউটি ছিল। ১৬.৪৫ মিনিটের সময় জনৈক ওমর ফারুক রতনের লাশ তিনি চালানের মাধ্যমে বুঝে পেয়ে মর্গে বুঝিয়ে দেন।

P.W-22 ডাঃ মোঃ কামরুল হাসান সরদার ইং ০৭/০৫/২০০৪ তারিখ ৫.২০ মিনিটের সময় কনস্টেবল নং ৩৬২৭ মোঃ আমজাদ হোসেনের সনাক্ত মতে ওমর ফারুক রতনের মৃতদেহ ময়না তদন্ত সম্পন্ন করেন।

P.W-23 মোঃ বখতিয়ার উদ্দিন ১৪০০৭ নং কনস্টেবল ইং ০৭/০৫/২০০৪ তারিখে ক্যান্টনমেন্ট থানায় এস.আই তমিজ উদ্দিনের সাথে কর্মরত থাকা অবস্থায় ১৬.৩০ মিনিটের সময় আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি এর লাশ চালানের মাধ্যমে বুঝে পান এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে বুঝিয়ে দেন।

P.W-24 ডাঃ মাহবুব মোরশেদ ইং ০৭/০৫/২০০৪ তারিখ জরুরী কর্মরত অফিসার হিসেবে টংগীর ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে কর্মরত থাকাকালে ১২.৩৫ মিনিটে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি, মাহফুজুর রহমান মহল ও শরিফ উদ্দিন আকাশকে আহত অবস্থায় প্রাপ্ত হন।

P.W-25 আব্দুল কাদের ভুইয়া ইং ০৭/০৫/২০০৪ তারিখে রমনা থানায় এস.আই পদে কর্মরত থাকাকালে নিহত রতনের লাশের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করেন।

P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, ইং ০৭/০৫/২০০৪ তারিখ টংগীর নোয়াগাঁও এম,এ মজিদ মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে

আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের মিটিংয়ে তিনি মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে মঞ্চের পিছন থেকে বোমা ফাটার আওয়াজ পান। তখন আনুমানিক ১২.৩৪ বা ১২.৩৫ হবে। তিনি পিঠে গুলিবিদ্ধ হন, মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এই সময় আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি চিৎকার করে বলতে থাকেন, তোরা কারা। তখনই আসামী দিপু, শিপু, টিপু, ময়মনসিংহা জাহাঙ্গীর, খোকন, আল আমিন, ভুলু, সালাম, মজনু, রণি, দুলাল, মনির মঞ্চের দিকে গুলি করতে থাকে। এ সময় আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। মঞ্চের পেছন থেকে আসামী মাহবুব, আমির, আনু, কানা হাফিজ, আমিরের ভাই জাহাংগীর, মরকুনের জাহাংগীর, সোহাগ, বড় রতন, মশু, মোহম্মদ আলী ও মিরপুরের বাবু গুলি করতে থাকে। ছোট রতন বন্দুক হাতে এলোপাথাড়ি গুলি করতে থাকে। ঐ দিনই গুলিবিদ্ধ হয়ে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি এবং ওমর ফারুক রতন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে। ইং ১০/০৫/২০০৪ তারিখে সাক্ষী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর এক মৃত্যুকালীন ঘোষণা (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) প্রদান করেন। সে সময় তিনি যেসব আসামীর নাম মনে করতে পারছিলেন তাদের নাম সে ঘোষণায় উল্লেখ করেন। সাক্ষী জানান যে, আশংকাজনক অবস্থায় তাকে চিকিৎসার জন্য ব্যাংকক নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা শেষে তিনি ফিরে আসেন। তার নিম্নাংগ বর্তমানে অবশ, পায়খানা ও প্রস্রাব নিয়ন্ত্রনে নেই। তিনি বিদেশ থেকে এসে শুনতে পান যে, আসামী নুরুল ইসলাম সরকারের নেতৃত্বে অন্যান্য আসামীরা তাকে ও নিহত এম,পি সাহেবকে হত্যার পরিকল্পনা করে।

P.W-27 এ,কে,এম, সোহেল প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ইং ১১/০৫/২০০৪ তারিখে সাক্ষী সুমন আহমদ মজুমদার, আব্দুল জব্বার এর জবানবন্দী

কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় লিপিবদ্ধ করেন। ইং ২৩/০৫/২০০৪ তারিখে আসামী মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মূলে লিপিবদ্ধ করেন।

P.W-28 যাবিদ আহসান সোহেল নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি এর পুত্র। তিনি ইং ০৭/০৫/২০০৪ তারিখে বেলা ১২.৩০ ঘটিকার দিকে আযানের পরপর স্কুল মাঠে বোমা এবং গুলির আওয়াজ পান। তিনি লক্ষ্য করেন আসামী আনু ও কানা হাফিজ তাদের সাথে ৮/১০ জন সহ অস্ত্রহাতে সভাস্থলে গুলি করছে। তাদের মধ্যে মোহাম্মদ আলী, মনির, আমির, আমিরের ভাই জাহাংগীর, মাহবুব, মশু গুলি করতে করতে রেল লাইনের দিকে চলে যায়।

P.W-29 ডাঃ মোঃ শহীদুল ইসলাম নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি এর মৃতদেহ কনস্টেবল নং ১৪০০৭ বখতিয়ারের সনাক্তমতে ময়না তদন্ত করেন।

P.W-30 শফিক আনোয়ার ইং ১০/০৫/২০০৪ তারিখে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকাকালে মূখ্য মহানগর হাকিমের আদেশ মতে জনৈক মাহফুজুর রহমান মহলের মৃত্যুকালীন ঘোষণা ঢাকার CMH হাসপাতালের ICU-2, Bed no. 1 এ সাক্ষীদের উপস্থিতিতে লিপিবদ্ধ করেন।

P.W-31 ডাঃ অরুনাংশ রাহা আহত হাশেম মিয়ার ছাড়পত্র প্রদান করেন।

P.W-32 নুর আহমদ, সহকারী পুলিশ সুপার, সার্কেল-এ, ইং ০৭/০৫/২০০৪ তারিখ টংগী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, ঐ তারিখ দুপুর ১২.৫০ মিনিটের সময় জনৈক ব্যক্তির টেলিফোনে তিনি জানতে পারেন যে, নোয়াগাঁও আব্দুল মজিদ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে স্বেচ্ছাসেবক লীগের ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা সংক্রান্ত সম্মেলনে গোলাগুলি হয়েছে, সেখানে সংসদ

সদস্য আহসান উল্লাহ মাষ্টার সহ আরো কয়েকজন ব্যক্তি আহত হয়েছে। সাক্ষী এই সংবাদ টংগী থানার ২৯৬ নম্বর জিডি নম্বরে লিপিবদ্ধ করেন এবং থানায় উপস্থিত অফিসার ও ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। ঘটনাস্থলে গিয়ে সাক্ষী সভার চেয়ারগুলো ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় দেখতে পান। মাটিতে রক্ত, ব্যানার ও পর্দায় গুলির চিহ্ন দেখতে পান। তিনি ১২টি গুলির খোসা, ৩টি গুলির পিলেট জব্দ করেন। তিনি ঘটনাটি পুলিশ সুপারসহ উর্দ্ধতন পুলিশ অফিসারদের অবহিত করেন। সাক্ষী জানান যে, এম,পি সাহেবের মৃত্যুর খবর পৌঁছানোর পর পর টংগীর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। সাক্ষী এ সময় জনগণ ও সরকারী সম্পদ রক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকেন। ইং ০৮/০৫/২০০৪ তারিখ রাত ২৩.৪৫ মিনিটের সময় বাদীর টাইপকৃত এজাহার পেয়ে তিনি টংগী থানার মামলা নং ০৭ তারিখ ০৮/০৫/২০০৪ দন্ডবিধির ৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪/১০৯ ধারায় রুজু করেন, FIR ফর্ম পূরণ করেন এবং মামলার তদন্তভার গ্রহণ ও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সাক্ষী ঘটনাস্থলের মানচিত্র ও সূচী প্রস্তুত করেন এবং ০৪ জন সাক্ষীর জবানবন্দী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ করেন। সাক্ষী ইং ০৯/০৫/২০০৪ তাং মাহাফুজুর রহমান মহল এর মৃত্যুকালীন ঘোষণা রেকর্ডের জন্য বিজ্ঞ মূখ্য মহানগর হাকিম ঢাকায় আবেদন করেন। ভিকটিম মাহফুজুর রহমান মহল CMH এ চিকিৎসাধীন ছিল। সাক্ষী জানান যে, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মামলাটি CID তে হস্তান্তরিত হওয়ায় ইং ১০/০৫/২০০৪ তারিখ তিনি কেস ডকেট CID তে হস্তান্তর করেন।

P.W-33 মোঃ খালেকুজ্জামান, এ.এস.পি এই মামলার পরবর্তী তদন্তকারী কর্মকর্তা। এই সাক্ষী জানান যে, তিনি ইং ১১/০৫/২০০৪ তারিখ থেকে তদন্তভার গ্রহণ করেন। তদন্তকালে তিনি সাক্ষীদের জবানবন্দী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ

করেন, এজাহারভুক্ত আসামী মাহবুবুর রহমানের স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা অনুসারে লিপিবদ্ধ করানোর কার্যক্রম গ্রহণ করেন। নিহত, জখমীদের পরিধেয় বস্ত্রাদি আলামত হিসেবে জব্দ করেন। ঘটনাস্থলে একটি প্যাডেষ্টাল ফ্যান (চারটি ছিদ্র ছিল), মাইক এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র জব্দ করেন। সাক্ষী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন, খসড়া মানচিত্র করেন, মরকুনের আমিনের বাড়ির মানচিত্র প্রস্তুত করেন, মোহাম্মদ আলীর বাড়ির খসড়া মানচিত্র সূচী প্রস্তুত করেন। সাক্ষী জানান যে, তিনি সাক্ষী হাফিজুর রহমান হাবিব ও কামরুল হাসানের জবানবন্দী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় রেকর্ড করেন কিন্তু ভুলক্রমে চার্জশীটের সাক্ষী কলামে তাদের নাম সন্নিবেশিত হয়নি। পরবর্তীতে বিচার চলাকালে এই সাক্ষীদ্বয়কে মোকদ্দমায় সাক্ষী হিসেবে সংযুক্ত করার জন্য প্রার্থনা করা হয়। সাক্ষী জানান যে, প্রাথমিক তদন্তে ৩০ জন আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় টঙ্গী থানায় দন্ডবিধির ১২০খ/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪/১০৯ ও ২১২ ধারায় ১৩৭ নং চার্জশীট প্রদান করেন।

P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, ইং ০৭/০৫/২০০৪ তারিখে ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে তিনি ও তার সঙ্গী লিটন রাত ১০.০০ ঘটিকার দিকে মরকুনের আমিন নেতার বাড়িতে যান। আমিন নেতার বৈঠক খানায় গেলে আমিন কাকা বের হয়ে বলেন আজ বাড়িতে মেহমান আছে, অন্যদিন টেলিফোন করে আসতে। এ সময় সাক্ষী দেখতে পান আসামী আমিনের ঘরে আসামী নুরুল ইসলাম সরকার, নুরুল ইসলাম দিপু, মাহবুব, মোহম্মদ আলী, আয়ুব আছে।

দন্ডিত আসামী মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবের কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় দেয় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীঃ

‘‘আমরা দুইভাই দুইবোন। আমার বাবা পুলিশের চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর টংগীর আমতলীতে ব্যবসা করার সময় গত ২০০১ সালের অক্টোবরের নির্বাচনের তিনদিন পর আমার আব্বা ও জনৈক আমিন উদ্দিন আমাদের দোকানের সামনে রাত্রি বেলায় খুন হয়। আমার বাবার হত্যা মামলায় আমি এজাহারকারী। টংগীর নুরুল ইসলাম সরকার, পাপ্পু সরকার, মোহাম্মদ আলীসহ তাদের লোকজন আমার বাবার হত্যা মামলা পরিচালনায় আমাকে সহায়তা করে এবং তাদের আশ্রয়ে টংগীতে বাবার রেখে যাওয়া ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকি। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে টংগী যুবলীগের প্রভাবশালী নেতা মহল পিতা মুজিবর রহমান টংগীর মাদক ব্যবসা, বিসিক এর ঝুটের ব্যবসা, বাস, ট্রাক, টেম্পু স্ট্যান্ডসহ সব কিছুই এমনকি নুরুল ইসলাম সরকারের সিনেমা হল, মদের দিঘী সহ নিয়ন্ত্রনে নিয়ে একচ্ছত্র চাঁদাবাজি করতো। ঐ সময় টিটু, মনির টংগী কলেজের ছাত্রলীগ নেতা খুন হলে মহল প্রভাব খাটিয়ে প্রত্যেকটি মামলায় নুরুল ইসলাম সরকার, পাপ্পু সরকার, শাহজাহান সরকার, নুরুল ইসলাম দীপু, তার ভাই সিপু, মোহাম্মদ আলী ও তাদের লোকজনকে আসামী করায়। এতে তারা মহলের উপর ক্ষিপ্ত হয়।

২০০১ সালের অক্টোবরের নির্বাচনে সরকার পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নুরুল ইসলাম সরকারের সিনেমা হল উদ্ধারসহ মহলের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রনাধীন মাদক ব্যবসা, ঝুটের ব্যবসা, বাস, ট্রাক, টেম্পুসহ সকল স্থান থেকে মহলকে বিতাড়িত করে নুরুল ইসলাম সরকার ও তার লোকজন সবকিছুর নিয়ন্ত্রন নেয়। নুরুল ইসলাম সরকার মোহাম্মদ আলীকে মাদক ব্যবসা, নুরুল ইসলাম দীপুকে বিসিক এর ঝুট ব্যবসা, কন্ট্রাক্টরীর দায়িত্ব দিয়ে আর্থিক সুবিধা আদায় করাকালে মহল উক্ত কাজ সমূহে বাধা সৃষ্টি করলে তারা মহলের প্রতি আরো ক্ষিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে মহল টংগী ছেড়ে ঢাকায়

বসবাস করতে বাধ্য হয়। কারণ নুরুল ইসলাম সরকার ও তার লোকজন মহলকে সুযোগমত পেলে প্রাণ নাশ করতে পারে।

এমপি সাহেব হত্যার ১০/১২ দিন আগে একদিন রাত্রে নয়টা সাড় নয়টার সময় মোহাম্মদ আলী আমার ঘরের সামনে এসে আমাকে ডাক দিয়ে হোন্ডার কথা জিজ্ঞাসা করে। আমি হোন্ডা আছে বললে, আমাকে সংগে নিয়ে মরকুন মধ্যপাড়ার আমিন (ন্যাশনাল ফ্যানের শ্রমিক নেতা) এর বাড়িতে যাই। আমিন এর ড্রইং রুমে ঢুকে দেখি সেখানে নুরুল ইসলাম সরকার, পাপ্পু সরকার, নুরুল ইসলাম দীপু, আমিন, তার ভাতিজা আইয়ুব বসা। আমি এবং মোহম্মদ আলী পিতা মৃত জামির আলী ও বসি। প্রথমে নুরুল ইসলাম সরকার আমিনকে কথা বলতে বললে সে মোহাম্মদ আলীকে উদ্দেশ্য করে বলে, বিভিন্ন স্থানে বেশী পরিমানে টাকা দেওয়া লাগে, তাই তাদেরকে টাকার পরিমান আরো বাড়িয়ে দিতে।" পরে নুরুল ইসলাম সরকার সকলকে উদ্দেশ্য করে বলে, "মহল আমাদেরকে অনেক মামলায় জড়িয়েছে। অত্যাচার করেছে, আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পরও বহু জ্বালিয়েছে। তাকে আর বেঁচে থাকতে দেয়া যায় না। তার দলের মরকুন টেকপাড়ার মজনু, গোপালপুরের আমির ও বড় জাহাঙ্গীরকে হাত করা হয়েছে। সামনে আওয়ামী স্বেচ্ছা সেবক লীগের ওয়ার্ড কমিটির সম্মেলনে মহল আসলেই ঐ তিনজন সংবাদ দেবে।" অন্য সকলেই একমত পোষন করে। রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটায় পরামর্শ শেষে সকলে যার যার বাসায় ফিরে যাই। সিদ্ধান্ত হয় সংবাদ পাওয়া মাত্র মহলকে মেরে ফেলা হবে।

ঘটনার দিন ০৭/০৫/২০০৪ তারিখ সকাল এগারোটা সোয়া এগারোটায় বাজার করে আসলে মোহম্মদ আলী সংবাদ দিয়ে আমাকে তার ঘরে নেয়। সেখানে যেয়ে দেখি (১) মোহাম্মদ আলী পিতা মৃত জামির আলী (২) আনু ওরফে আনোয়ার

হোসেন সাং- গোপালপুর (দীপুর চাচাতো বোনের ছেলে) (৩) কানা হাফিজ সাং- গোপালপুর (৪) সালাম পিতা গনি মিয়া সাং- গোপালপুর (৫) সোহাগ সাং গোপালপুর (তালুটিয়ায় অস্ত্রসহ ধরা পড়ে) (৬) বড় রতন সাং গোপালপুর (দীপুর বাড়ির সাথে) (৭) জাহাংগীর পিতা কাশেম মাদবর সাং মরকুন টেকাপাড়া (৮) মশিউর সাং মিরপুর, ঢাকা (আনুর বন্ধু) এরা কথাবার্তা বলছে। কথা বার্তার মাধ্যমে জানতে পারি আনুর বন্ধু মশিউর একজন পেশাদার খুনি। আমি ওদের সাথে ১০/১৫ মিনিট বসার পরে নোয়াগাঁও স্কুল মাঠে স্বেচ্ছা সেবক লীগের মিটিং এ মহল এসেছে বলে মিটিং স্থল থেকেই মজনু টেলিফোনে মোহাম্মদ আলীকে জানালে মোহাম্মদ আলী আমাদেরকে তৈরী হতে বলে। মোহাম্মদ আলী আমাকে .৩২ রিভলবার দিয়ে আনুদের সাথে যেতে বলে। আমরা সকলে মোহাম্মদ আলীর বাড়ির ভিতর দিয়ে বট গাছের নীচ দিয়ে স্কুলের পিছনের গেইট দিয়ে মিটিং স্থলের ষ্টেজের পিছনের পর্দার পিছনের বারান্দায় যে যার মতো দাঁড়িয়ে যাই। আমাদের সকলের নিকট ছোট অস্ত্র ছিলো। আনু লম্বা বিধায় পর্দার উপরভাগ একটু টান দিয়ে মহলের অবস্থান লক্ষ্য করে। আমরাও এই সময় তা লক্ষ্য করি। মিটিং এ স্যার (এমপি সাহেব) কমিটির তিনজনের নাম ঘোষণার পর সভাপতি মজিবুর সভা সমাপ্তি ঘোষনা করার সাথে সাথে বেলা অনুমান সাড়ে বারোটার সময় আনু প্রথমে পর্দার পিছন থেকে মহলকে লক্ষ্য করে গুলি করে। পর পর আমরা সকলে একই নিশানায় গুলি করি। এমপি স্যার প্রথম গুলির পর শুয়ে পড়ে মাটিতে তারপর আবার দাড়িয়ে বলে, ‘‘তোরা কারা কি করছিস?’’ এই সময় এমপি স্যারের গায়ে গুলি লাগে বলে পরে শুনেছি। আমরা দুই একটা ফাঁকা গুলি করতে করতে পূর্বের পথ ধরে ফিরে যাওয়ার সময় দেখি এমপি স্যার আহত এবং মাঠের দক্ষিণ পাশ হতে ছোট রতন সাং আরিচপুর বা গাজীবাড়ি দোনালা কাটা বন্দুক দিয়ে উপস্থিত লোকজনের দিকে

গুলি করছে। আমরা দ্রুত রেল লাইন পার হয়ে বট গাছের নীচে ৩/৪ টা ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে হাসেম মল্লিকের দোকানের সামনে দিয়ে তাজুলের বাড়ির চিপা দিয়ে মোহাম্মদ আলীর ঘরের নিকট পৌঁছালে মোহাম্মদ আলীর হাতের ইশারায় আমি অন্যদেরকে টিএন্ডটি'র ওয়ালের ভিতরে ঢুকিয়ে দেই। আমার অস্ত্র মোহাম্মদ আলীর নিকট জমা দেই। এরপর শুনি যে, স্যার মারা গেছেন এবং মোহাম্মদ আলীর বাড়ির এক ভাড়াটিয়ার ছেলে রতনও মারা গেছে। পরে শুনি আমাদের টার্গেট মহলসহ গুলিতে আরও কয়েকজন আহত হয়েছে। এরপর আমি বাড়িতে লুকিয়ে থাকি। মোহাম্মদ আলীর নির্দেশে আমি, মনির, দুলাল মোহাম্মদ আলীর বন্ধু, বাড্ডার বাবুর নিকট আসলে সোমবার সারাদিন অপেক্ষা করে সন্ধ্যার পরে বাবু কবিরকে ডেকে এনে আমাদেরকে তার সংগে যেতে বলে। আমরা কবিরের বাড়িতে অবস্থান করাকালে শুক্রবার বিকেলে পুলিশ আমাদের তিনজনকে গ্রেফতার করে।''

ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক রেকর্ডকৃত মাহফুজুর রহমান মহলের মৃত্যুকালীন ঘোষণা (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে)ঃ

গত ০৭/০৫/২০০৪ তারিখ টঙ্গীর নওগা আঃ মজিদ হাইস্কুল প্রাঙ্গনে আমাদের একটি কমিটি গঠন সম্মেলন হয়। ঐদিন ছিল শুক্রবার। জুম্মার আজানের আগে সম্মেলন শেষ হয়। মিটিং শেষে ১০ মিনিট MP সাহেবের সাথে জুম্মার নামাজ পড়তে যাবার চিন্তাভাবনা আমরা করছিলাম। স্থানীয় অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও আমাদের সাথে ছিলেন। আমি MP সাহেবের পার্শ্বে ছিলাম। ঐ সময় হঠাৎ করে একদল সশস্ত্র লোকজন আমাদেরকে আক্রমন করে। আমি ও MP সাহেব গুলি খেয়ে পড়ে যাই। আমি মাটিতে পড়ে যাই। MP সাহেব চেয়ারের উপর পড়ে যান। সন্ত্রাসীরা এলোপাথাড়ি গুলি করে। আমাদের উপর হামলার পর আমাদের সাথে থাকা লোকজন

পালিয়ে যায়। যারা যারা আমাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিল তারা হলঃ- ১) নুর ইসলাম দীপু, ২) শিপু, ৩) টিপু, ৪) কানা হাফিজ, ৫) সোহাগ ও ৬) রতন। এই ৬ জন ছাড়াও আরও সন্ত্রাসী ছিল। তাদের কথা এখন Memory তে আনতে পারছি না। এই আমার বক্তব্য।

নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি ও ওমর ফারুক রতন এর সুরতহাল রিপোর্ট ঃ

P.W-19 মোঃ তমিজ উদ্দিন, সাব-ইন্সপেক্টর, ইং ০৭/০৫/২০০৪ তারিখে ক্যান্টনমেন্ট থানায় এস.আই হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় ক্যান্টনমেন্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশে ঐ তারিখ ১৬.৩০ মিনিটের সময় প্রদর্শনী-৯ চিহ্নিত মৃত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পির সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। এই সুরতহাল রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করার সময় মৃত আহসান উল্লাহ মাষ্টারের বুকের উপর ডান পাজরের নিচে, ডান কোমরের উপরে ডান পাশে পিঠের দিকে, পিঠে মেরুদন্ডের মধ্যখানে, বাম কাঁধের নীচে বগলের পিছনে, পিঠের দিকে, বাম বুকের নীচে, বাম কাঁধে, বাম কনুইতে ছিদ্রযুক্ত (ফুটা) রক্তাক্ত জখম পাওয়া যায়। প্রদর্শনী-১৬ চিহ্নিত সুরতহাল রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় ইং ০৭/০৫/২০০৪ তারিখ ১৬.৪৫ মিনিটের সময় P.W-25 এস. আই. আব্দুল কাদির ভুঁইয়া মৃত ওমর ফারুক রতনের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করেছেন। এই রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মৃতের থুতনির বাম পাশে একটি ছিদ্র জখমসহ অন্যান্য আঘাত আছে।

নিহত ওমর ফারুক রতন এর ময়না তদন্ত রিপোর্ট ঃ

P.W-22 ডাঃ মোঃ কামরুল হাসান সরদার, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ইং ০৭/০৫/২০০৪

তারিখ ৫.২০ মিনিট এর সময় কনস্টেবল নং ৩৬২৭ মোঃ আমজাদ হোসেনের সনাক্ত মতে ওমর ফারুক রতনের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করেন। যা নিম্নরুপঃ-

"(1) One entry wound of bullet ($\frac{1}{3}$ "× $\frac{1}{3}$ ") on left side of the chin $1\frac{1}{4}$ " left lateral to midchin.

On dissection: Trachea, pharynx esophagus and right cerofid vesseles were found injured. Fracture of mandiable was found.

One deformed bullet was recovered from back of right neck under skin 3" above 7" cervical spine and handed over to escorting police constable.

* Death certificate of DMCH Reg/No-05/2770 is attached herewith.

Death, in my opinion, was due to haemorrhage and shock as a result of above mentioned fire arm injury which was antimortem and homicidal in nature.

নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এর ময়না তদন্ত রিপোর্টঃ

P.W-29 ডাঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ইং ০৮/০৫/২০০৪ ইং তারিখে কনস্টেবল নং ১৪০০৭ বখতিয়ারের সনাক্ত মতে মৃত আহসান উল্লাহ মাষ্টারের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করেন। এই ময়না তদন্ত রিপোর্ট নিম্নরুপ:-

"(1) Entry wound of fire arm ($\frac{1}{3}$″ X$\frac{1}{3}$″) present on Lt. Shoulder 1″ lateral from acromion process of Lt. clavicle ē corresponding exit wound of fire arm ($\frac{1}{2}$″ X$\frac{1}{3}$″) Present on postirior chest wall 5″ below and 7″ Lt. from C 7 spine (Not enter the thoracie cavity)

(2) Entry wound of fire arm ($\frac{1}{3}$″X$\frac{1}{3}$″) present on Lt. lower chest 9″ below and 7″ Lt. from suprasternal notch ē corresponding exit wound of fire arm ($\frac{1}{2}$″X$\frac{1}{3}$″) present on Rt. Post. abdominal wall 43″ above from Rt. heel and 5″ Rt. from Post. midline.

(3) Entry wound of fire arm ($\frac{1}{3}$″X$\frac{1}{3}$″) present on Rt. lower chest 9″ below and 7″ Rt. from suprastarnal notch ē corresponding exit wound of fire arm ($\frac{1}{2}$″X$\frac{1}{3}$″) present on Post. chest wall 10″ below and $\frac{1}{2}$″ Rt. from C 7 spine.

(4) Bruise on both lower chest wall (5″X4″-each).

(5) Abrasions on both elbow ($1\frac{1}{2}$″ X 1″-each).

Dissection note: Liver, jejunum and ileum were perforated. Rt. Kidney was bruised. 8th rib on Lt. side was fractured. Lt. Shoulder joint was dislocated stomach contained semidigested food. Death certificate of CMH, Dt. 7/5/04 enclosed here with. On my opinion death was due to haemorrhage and shock as a result of above mentioned fire arm injuries which was ante mortem and homicidal in nature.

আহতদের ইনজুরি রিপোর্ট এবং চিকিৎসা বিবরণ ঃ

P.W-24 ডাঃ মাহবুব মোরশেদ ইং ০৭/০৫/২০০৪ তারিখে টঙ্গী ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে কর্মরত থাকাবস্থায় দুপুর ১২.৪৫ মিনিটের সময় সংসদ সদস্য আহসান উল্লাহ মাষ্টার, মাহফুজুর রহমান মহল, শরিফুদ্দিন আকাশকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে পান। এছাড়াও ১.১০ মিনিটে খোরশেদ আলমকে, ১২.৫০ মিনিটে বাবুল ও জামালকে আহত অবস্থায় প্রাপ্ত হন। এই সাক্ষী কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট প্রদর্শনী- ১৯ নিম্নরুপঃ

(1)

This is to Certify that Mr. Mahfuzur Rahman Mahal, age about 36 years S/O. Majibur Rahman Sikder of Aouchpara, Tongi, Gazipur was brought at emergency Deptt. of Tongi 50 Beded Hospital, Tongi, Gazipur at 12-45 P.M. on 07.05.04 ē Bullet Injury over Front & Back of the chest wall ē

external bleeding. Patient was Conscious during his arrival & stay in the Emergency Deptt. (E.Reg No. 2192/26)

Following Treatment were given in the emergency Deptt. of Tongi 50 Beded Hospital, Tongi, Gazipur.

Cleaning, Dressing of wound.

5% DNS 1000 CC i.v. stat at a mate of 30d/m.

Oradem- 2ap i.v. stat was given

Neotack- 1ap i.v. stat was given

Immediately patient was referred to Chest Disease Hospital, Mohakhali/ DMCH Dhaka Medical College Hospital for Proper management.

Nature of Injury- Grievous in nature.

Cause of Injury-Bullet injury.

(2)

This to Certify that Mr. Sharifuddin, age about 35 years of Arichpur, Tongi, was broughgt in the emergency Deptt. of Tongi, 50 beded Hospital, Tongi, Gazipur on 07.05.04 at 12-45 P.M. (E.Reg No. 2193/27 Date 7.5.04) ē History of Bullet injury causing open # Humerus (E Reg. No. 2193/27)

Following Treatment were given in the emergency Deppartment.

1. Cleaning, Dressing & Bandaging of wound.
2. 5% DNS 1000 CC i.v. stat was given.

Immediately patient was referred to Dhaka Medical College Hospital/Pangu Hospital Dhaka for proper management.

Patient was conscious & General condition was normal.

(3)

This is to Certify that Mr. Khorshed Alam age about 30 years S/O. Jahur Ali of Masimpur, Tongi, Gazipur was brought in the emergency Deptt. of Tongi, 50 Beded Hospital Tongi, Gazipur at 1-10 P.M. on 07.05.04 H/O Bullet injury causing abrasion over (L) thigh. Patient was Conscious & general Condition were normal.

following Treatment were given in the emergency Deptt. (E Reg. No. 2196/30)

Dressing, Cleaning, Bandaging of wound.

5% DNS 1000 CC i.v. stat was given

Oradexon 2ap i.v. stat.

Nature of injury- Simple in nature.

Cause of injury-Bullet injury.

(4)

This is to Certify that Bablu age about 12 years S/O. Abdur Rouf of Noagaon, Tongi, Gazipur was Brought at emergency Deptt. of Tongi 50 Beded Hospital Tongi, Gazipur at 12-50 P.M on 07.05.04 ē Bullet injury over head ē head injury ē Unconsciousness. (E Reg. No. 2195/29)

Following Treatment were given in the emergency Deptt. of Tongi, 50 Beded hospital, Tongi, Gazipur.

Cleaning, Dressing & Bandaging of wound.

5% DNS 1000 CC i.v. stat was given

Oradexon- 2ap i.v. stat.

0/2 Inhalation stat was given.

Immediately patient was refered to Dhaka Medical College Hospital, Dhaka for proper management of head injury.

Nature of injury-Greivious in nature.

Cause of injury-Bullet Injury.

(5)

This is to Certify that Mr. Jamal age about 30 years S/O. A Karim of Amtali, Tongi, Gazipur was brought in the emergency Deptt. of Tangi, 50 Beded Hospital, Tange,

Gazipur at 12-50 P.M on 7.5.04 e History of Bullet Injury over Scalp ē No sign of Head Injury. Patient was conscious & his general condition was normal.

Following Treatment were given in the emergency Deptt. (E Reg. No. 2194/28)

Dressing, Cleaning & Bandaging of wound.

Oradexon 2ap i.v. stat was given

5% DNS 1000 CC i.v stat was given

Immediately patient was refered to DMCH Emergency for proper management & Investigation (X-Ray skull, CT Scan of Brain).

ফরেনসিক ব্যালেষ্টিক রিপোর্ট ঃ

P.W-33 তদন্তকারী কর্মকর্তা মোঃ খালেকুজ্জামান কর্তৃক প্রদর্শনী-৩৮ চিহ্নিত ফরেনসিক ব্যালেষ্টিক রিপোর্টে প্রাপ্ত আলামত সমূহ ও প্রদত্ত মতামত নিম্নরুপ ঃ

আলামত সমূহঃ

১) অনুমান ৯.১০ মিটার লম্বা এবং ২.১৫ মিটার প্রস্থ এক খন্ড পলেষ্টার কাপড়ের পর্দা-যাহার অর্ধেক অংশ সাদা বাকী অর্ধেক নীল রং, মাঝ খানে সেলাই করা। সাদা অংশের প্রায় মধ্যভাগে উপরি অংশে (৩০×১৩ সেঃমিঃ) আয়তনের মধ্যে পর পর ১২(বার) টি ছিদ্র রহিয়াছে। ছিদ্রগুলি একত্রে ‘‘ক’’ চিহ্নিত।

২) ৪(চার)টি সবুজ রংয়ের ষ্টিলের ব্লেডযুক্ত একটি প্যাডস্টাল ফ্যান-যাহার একটি ব্লেডে প্রায় ১/৩×১/২ ইঞ্চি ছিদ্র আছে। উক্ত ছিদ্রের পাশেই অন্য একটি

আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। ফ্যানটি পাকিস্তানের তৈরী, ১৪ ইঞ্চি, কাজী প্যাডেস্টাল ক্যাপাসিটর ফ্যান। ব্লেডের ছিদ্রটিকে ‘‘খ’’ ও আঘাতের চিহ্নটিকে ‘খ-১’ চিহ্নিত করা।

আমি উপরোক্ত আলামতসমূহ পরীক্ষা করিয়াছি। আমার পরীক্ষা ভিত্তিক কার্যক্রম নিম্নরুপঃ-

ক্রমিক নং-১ এর আলামতটি একটি পর্দার কাপড়। ‘ক’ চিহ্নিত স্থানে ১২টি ছিদ্রের প্রত্যেকটির কিনারা, ধার, ব্লাকেনিং ও টুইষ্টিং পরীক্ষায় দেখা যায় যে ছিদ্র গুলি আগ্নেয়াস্ত্রের গুলির দ্বারা সৃষ্ট।

ক্রমিক নং ২ এর আলামতটি একটি ৪ ব্লেডযুক্ত স্টান্ড ফ্যান। যাহার একটি ব্লেডে একটি ছিদ্র ও অপর আঘাতটি আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি দ্বারা সৃষ্ট।

ক্রমিক নং-১ এর আলামতের গায়ে আগ্নেয়াস্ত্র সৃষ্ট গুলির ছিদ্রসমূহ প্রয়োজনীয় টার্গেট পরীক্ষা ও অনুবীক্ষন যন্ত্রের সাহায্যে তুলনামূলক পরীক্ষা করি। ক্রমিক নং-২ এর আলামতের গায়ে আগ্নেয়াস্ত্র সৃষ্ট গুলির ছিদ্র ও দাগ প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করি। ‘ক’ চিহ্নিত স্থানে ১২টি ছিদ্রের প্রত্যেকটির কিনারা, ধার, ব্লাকেনিং ও টুইষ্টিং পরীক্ষা মোতাবেক প্রাপ্ত মতামত নিম্নরুপঃ-

মতামত ঃ

18 A#gK bs 1 Gi Avjvg‡Zi oKn #%#zZ 0v‡bi 1j x`By #: #2` .T9kq.pg GgGg K5vj #i l jevikপিস্তল <‡Z নিক্ষিপ্ত e‡j‡:i Av?v‡Z mN8

98 A#gK bs 1 Gi Avjvg‡Zi oKn #%#zZ 0v‡bi 9 x`<y #: #2` .99 K5vj #i l jevikপিস্তলkAv‡M+v0 <‡Z নিক্ষিপ্ত e‡j‡:i Av?v‡Z mN 6v v Av#g oMn " oMH1n #%#zZ K#i8

T8 A#gK bs 9 Gi oLn " oLH1n #%#zZ #2` `vM .T9kq.pg GgGg K5vj Av‡M+v‡0i r#j i Av?v‡Z mN8

]8 A#gK bs 1 Gi oKn #%#zZ 0v‡bi T#: r#j j.1 #gF <‡Z j.g #gF দুরত্ব <‡Z dv+vi Kiv <+v‡28 .T9 K5vj dv+vW e‡j:#: A#gK bs 1 Gi .T9 †ev‡ii #ilj lvi#: <‡Z dv+vi Kiv <+v‡2 6v v Av#g o?n! o?H1n " o?H9n #%#zZ K#i8

g8 A#gK bsH1 Gi oKn #%#zZ 0v‡bi 1#: r#j j.jj #gF <‡Z j.jg #gF দুরত্ব <‡Z dv+vi Kiv <+v‡2 6v v o<n #%#zZ K#i8

p8 A#gK bH1 Gi oKn #%#zZ 0v‡bi v#: r#j 1.j #gF <‡Z g.jj #gF দুরত্ব <‡Z dv+vi Kiv <+v‡28

q8 A#gK bsH9 Gi oLn #%#zZ #2`#: cv+ j.g #gF Gi oLH1n #%#zZ #2`#: 1.j #gF Gi †eBx দুরত্ব <‡Z dv+vi Kivi d‡j <+v‡28

ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র ঃ

P.W-32 নুর আহমেদ ঘটনাস্থল নোয়াগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের খসড়া মানচিত্র সূচী প্রদর্শনী-৩২ হিসেবে এবং P.W-33 মোঃ খালেকুজ্জামান ষড়যন্ত্রস্থল আসামী নুরুল আমিনের বাড়ীর খসড়া মানচিত্রসূচী প্রদর্শনী-৩৪ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

উপরোক্ত বস্তু প্রদর্শনী, সুরতহাল রিপোর্ট, ময়নাতদন্ত রিপোর্ট, ব্যালেষ্টিক রিপোর্ট, ইনজুরি রিপোর্ট ও অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করা হয় এবং এই গুলিবর্ষণের কারণে গুলিবিদ্ধ হয়ে গাজীপুরের অবিসংবাদিত নেতা এম,পি জনাব আহসান উল্লাহ মাষ্টার এবং হতভাগ্য

১৭ বছর বয়স্ক তরুণ ওমর ফারুক রতন মৃত্যুবরণ করে। সর্বোপরি মাহফুজুর রহমান মহল, মোঃ খোরশেদসহ উল্লেখিত ব্যক্তিগণ গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়।

অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে ঘটনার তারিখে ঘটনাস্থলে নির্বিচারে গুলিবর্ষণে গুলিবিদ্ধ হয়ে গাজীপুরের এম,পি আহসান উল্লাহ মাষ্টার, ওমর ফারুক রতন মৃত্যুবরণ করে এ বিষয়ে কোন বিরোধিতা করা হয়নি।

এ অবস্থায় একমাত্র বিবেচ্য যে, দন্ডিত আসামীগণ ঘটনার সময়ে, স্থানে, বর্ণিত প্রকারে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে এই হত্যাকান্ড ঘটায় কিনা এবং অভিযুক্তগণ এই ঘটনা ঘটানোর জন্য পূর্ব পরিকল্পিত মতে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করেছিল কিনা?

উপরে উল্লিখিত সাক্ষ্য প্রমাণাদি পর্যালোচনায় বিজ্ঞ নিম্ন আদালত নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি এবং নিহত ওমর ফারুক রতনকে পরিকল্পনা ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যার অভিযোগে দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় ১) নুরুল ইসলাম সরকার, ২) নুরুল ইসলাম দিপু, ৩) মোহাম্মদ আলী, ৪) মাহবুবুর রহমান মাহবুব, ৫) আমির, ৬) সৈয়দ আহমেদ মজনু, ৭) জাহাঙ্গীর ওরফে বড় জাহাঙ্গীর, পিতা- নূর হোসেন গণকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেন।

অপরদিকে, আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি এবং ওমর ফারুক রতনকে হত্যা করার অভিযোগে দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্তে আসামী ৮) শহিদুল ইসলাম শিপু, ৯) হাফিজ ওরফে কানা হাফিজ, ১০) আনোয়ার হোসেন ওরফে আনু, ১১) ফয়সাল, ১২) সোহাগ ওরফে সরু, ১৩) লোকমান হোসেন ওরফে বুলু, ১৪) আল-আমিন, ১৫) রতন মিয়া ওরফে বড় মিয়া, ১৬) রণি মিয়া ওরফে রণি ফকির, ১৭) জাহাঙ্গীর, পিতা- কাশেম মাদবর, ১৮) রতন ওরফে ছোট রতন, ১৯) আবু সালাম

ওরফে সালাম, ২০) মশিউর রহমান ওরফে মশু, ২১) খোকন এবং ২২) দুলাল মিয়াগণকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেন।

এছাড়াও, আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি এবং নিহত ওমর ফারুক ওরফে রতনকে হত্যার অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে দোষী সাব্যস্তপূর্বক আসামী ২৩) রাকিব উদ্দিন সরকার ওরফে পাপ্পু সরকার, ২৪) আয়ুব আলী, ২৫) জাহাঙ্গীর, পিতা-মেহের আলী, ২৬) নুরুল আমিন গণকে দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করেন। এবং নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি ও রতনকে হত্যা করার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আসামী ২৭) মনির ও ২৮) অহিদুল ইসলাম টিপু গণকে দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করেন।

কার্যবিধির ৩৭৪ ধারার বিধান মতে, দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী ১) নুরুল ইসলাম সরকার, ২) নুরুল ইসলাম দিপু, ৩) মোহাম্মদ আলী, ৪) মাহবুবুর রহমান মাহবুব, ৫) আমির, ৬) সৈয়দ আহমেদ মজনু, ৭) জাহাঙ্গীর ওরফে বড় জাহাঙ্গীর, পিতা- নূর হোসেন এবং দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী ৮) শহিদুল ইসলাম শিপু, ৯) হাফিজ ওরফে কানা হাফিজ, ১০) আনোয়ার হোসেন ওরফে আনু, ১১) ফয়সাল, ১২) সোহাগ ওরফে সরু, ১৩) লোকমান হোসেন ওরফে বুলু, ১৪) আল-আমিন, ১৫) রতন মিয়া ওরফে বড় মিয়া, ১৬) রণি মিয়া ওরফে রণি ফকির, ১৭) জাহাঙ্গীর, পিতা- কাশেম মাদবর, ১৮) রতন ওরফে ছোট রতন, ১৯) আবু সালাম ওরফে সালাম, ২০) মশিউর রহমান ওরফে মশু, ২১) খোকন এবং ২২)

দুলাল মিয়া গণের মৃত্যুদন্ডাদেশ চূড়ান্তকরণের জন্য এই ডেথ রেফারেন্সটি উপস্থাপিত হয়।

অপরদিকে দন্ডিত আসামী দুলাল মিয়া ওরফে দুলাল ফৌজদারী আপীল নং ১৪৫২/২০০৫ সাথে জেল আপীল ৪১৫/২০০৫,

মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব ফৌজদারী আপীল নং ১৫১৩/২০০৫ সাথে জেল আপীল নং ৪১০/২০০৫,

১) আইয়ুব আলী, ২) রাকিব উদ্দিন সরকার ওরফে পাপ্পু সরকার এবং ৩) নুরুল আমিন ওরফে আমিন ফৌজদারী আপীল নং ১৫১৫/২০০৫,

মোহাম্মদ আলী ফৌজদারী আপীল নং ১৫৭২/২০০৫ সাথে জেল আপীল নং ৪১২/২০০৫,

সোহাগ ওরফে সরু ফৌজদারী আপীল নং ১৭০৩/২০০৫ সাথে জেল আপীল নং ৪১১/২০০৫,

নুরুল ইসলাম সরকার ফৌজদারী আপীল নং ১৭৩৯/২০০৫ সাথে জেল আপীল নং ৪০৯/২০০৫,

মনির ফৌজদারী আপীল নং ১৮০৮/২০০৫,

জাহাঙ্গীর ওরফে বড় জাহাঙ্গীর ওরফে ময়মনসিংহা জাহাঙ্গীর ফৌজদারী আপীল নং ১৮১৩/২০০৫ সাথে জেল আপীল নং ৪১৩/২০০৫,

আমির ওরফে আমির হোসেন ফৌজদারী আপীল নং ১৮৪৪/২০০৫ সাথে জেল আপীল নং ৪১৪/২০০৫,

জাহাঙ্গীর ওরফে মোঃ জাহাঙ্গীর আলম পিতা- মেহের আলী ফৌজদারী আপীল নং ১৮৪৫/২০০৫,

রতন ওরফে ছোট রতন জেল আপীল নং ১১৮৯/২০০৬ থেকে উদ্ভুত ফৌজদারী আপীল নং ২৮৬২/২০০৭,

রতন ওরফে বড় রতন ওরফে বড় মিয়া ওরফে রতন মিয়া জেল আপীল নং ১৩৯/২০১০ হতে উদ্ভুত ফৌজদারী আপীল নং ৮৩৩০/২০১০,

আবু সালাম ওরফে সালাম ফৌজদারী বিবিধ নং ১৪২২২/২০০৫ সঙ্গে জেল আপীল নং ১৩২২/২০০৫,

শহিদুল ইসলাম শিপু ফৌজদারী বিবিধ নং ১০৮৪২/২০০৬,

লোকমান হোসেন ফৌজদারী বিবিধ নং ৪১৪১১/২০১৪,

হাফিজ ওরফে কানা হাফিজ জেল আপীল নং ২৯৫/২০০৭,

এবং আল-আমিন জেল আপীল নং ৯৫৯/২০০৭ দায়ের করে।

নিষ্পত্তির সুবিধার্থে ডেথ রেফারেন্সের সাথে এ সকল ফৌজদারী আপীল, জেল আপীল, ফৌজদারী বিবিধ মামলাগুলি একত্রে শুনানী ও রায় প্রদানের জন্য গ্রহণ করা হয়।

রাষ্ট্রপক্ষ থেকে ডেথ রেফারেন্সটি বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল মিস রুনা নাহরিন এ্যানী উপস্থাপন করেন। তাকে সহযোগিতা করেন বিজ্ঞ সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল জনাব বশির আহমেদ, বিজ্ঞ সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল মিস মঞ্জু নাজনিন, বিজ্ঞ সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল মিস ইয়াসমিন বেগম বিথি । বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল মিস রুনা নাহরিন এ্যানী ডেথ রেফারেন্সটি উপস্থাপনের সময় সমগ্র বিষয়বস্তু নিয়ে একটি সার সংক্ষেপ আদালতে দাখিল করেন।

ডেথ রেফারেন্সটি উপস্থাপনের পর দন্ডিত আসামীগণের পক্ষ থেকে যুক্তিতর্ক শুনানী শুরু হয়।

দন্ডিত আসামীগণের পক্ষে যুক্তিতর্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরুপঃ

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী **নুরুল ইসলাম সরকার** ফৌজদারী আপীল নং ১৭৩৯/২০০৫ এবং জেল আপীল নং ৪০৯/২০০৫ দায়ের করে। এই আসামীকে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেন।

এই আসামীপক্ষে আদালতের সামনে সর্বজ্যেষ্ঠ সিনিয়র বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব টি.এইচ.খান, বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব এ. জে মোহাম্মদ আলী, বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব খুরশিদ আলম খান এবং বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ মঈনুদ্দিন যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

এই যুক্তিতর্কের সারসংক্ষেপ হলঃ

প্রথমতঃ ঘটনার প্রায় ৩৫ ঘন্টা পর ইং ০৮/০৫/২০০৪ তারিখে এজাহারকারী P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান যে এজাহার দায়ের করেছে সেখানে ১৭ জন আসামীর নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকলেও এই আসামীর নাম উল্লেখ ছিল না। এজাহারের গর্ভে এই আসামীর পূর্ব পরিকল্পনা মতে এই হত্যাকান্ডটি ঘটানো হয়েছে মর্মে এক কাল্পনিক অনুমান নির্ভর বক্তব্য দেয়া হয়েছে, যা গ্রহণ যোগ্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ অপর দন্ডিত আসামী মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় যে কথিত স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে তা স্বেচছাপ্রণোদিত, সঠিক (voluntarily and true) নয়। সর্বোপরি এই কথিত স্বীকারোক্তি যেহেতু অন্যান্য সুস্পষ্ট ও পারিপার্শ্বিক সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত নয় সেহেতু দন্ডিত আসামী নুরুল ইসলাম সরকার এর উপর এই স্বীকারোক্তি প্রযোজ্য নয়।

তৃতীয়তঃ দন্ডিত আসামী নুরুল ইসলাম সরকার স্বীকৃত মতে কথিত সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলনা।

চতুর্থতঃ দন্ডবিধির ১২০খ ধারার সাথে ৩৪ ধারা সংযোজনে যে দন্ডাদেশ প্রদান করা হয়েছে তা আইনসিদ্ধ নয়।

পঞ্চমতঃ দন্ডিত আসামী মাহবুবুর রহমান ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক কথিত স্বীকারোক্তি পর্যালোচনায় পাওয়া যাবে নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার ও ওমর ফারুক রতনকে খুন করার কোন পূর্ব পরিকল্পনা বা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের বিষয় সেখানে উল্লেখ নেই।

ষষ্ঠতঃ P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম, P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব, P.W-11 মোঃ জামাল এবং P.W-12 মোঃ ফরিদ উদ্দিন **পরবর্তীতে সৃষ্ট সাক্ষী (after thought created witness.)**

সপ্তমত ঃ সর্বজ্যেষ্ঠ সিনিয়র বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব টি.এইচ.খান বলেন যে, মৃত্যুদন্ডের ক্ষেত্রে প্রতিটি দিন বিবেচনাযোগ্য, সেখানে সূদীর্ঘ ১১ বছরকাল দন্ডিত আসামী ডেথসেল এ অবস্থান করছে।

সর্বশেষঃ দন্ডিত আসামী নুরুল ইসলাম সরকারকে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত যে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন তা উপরোক্ত কারণে রদরহিত যোগ্য।

দন্ডিত আসামী নুরুল ইসলাম সরকার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীগণ তাঁদের যুক্তিতর্কের সমর্থনে বেশকিছু নজীর উপস্থাপন করেন। এ সকল নজীর হলঃ

অপরাধমুলক পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে (Criminal conspiracy) 59 DLR (HC), page 345-378, para 144 The State Vs. Kajal Ahmed Jalali মামলার নজীরঃ-

"Criminal conspiracy as defined in section 120A of the Penal Code is an agreement between two or more persons to commit a criminal offence. So, prosectution is to prove by preponderance of evidence that there was a meeting of minds amongst the accused persons having common programme to work together in furtherance of such common design. It is some sort of integrated united effort to achieve the common offensive purpose."

কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী রেকর্ড প্রসঙ্গে ঃ

2 Exp (AD) Page 149-155 The State Vs. Jahedul Islam Moulavi Banu মামলার নজীরঃ-

"Section 164 of the Code of Criminal Procedure: Confessional statement under Section 164 of the Code of Criminal Procedure not acceptable when the said confession recorded extracted by force or under any intimidation by any police torture."

20 BLC (HC) 120-150 The State Vs. Peto Lasker alias Liakat Ali Lasker and others মামলার নজীরঃ-

"Magistrate accordingly recorded his confessional statement under Section 164 of the Code and on the other hand, the Investigating Officer, the P.W-29 took the other accused Peto Lasker on remand twice for six days and thereafter produced him before the learned Magistrate for recording his confession and the Magistrate duly recorded his confession under Section 164 of the Code but subsequently the Peto Lasker and Sumon Munshi retracted their confession and filed retraction petitions before the Court concerned stating that the Investigating Officer, the P.W-29 forced them to make confessions by torturing them physically though the Investigating Officer in his cross-examination denied the suggestion of torturing the accused physically and on the other hand the confession recording Magistrate, the P.W-30 in cross examination also denied the suggestion of seeing any injury on the person of the accused. The confessions made by the accused Sumon Munshi and Peto Lasker were not voluntary."

45 DLR (HC) page 142-147 Nazrul Islam and others Vs. The State মামলার নজীরঃ-

"When an accused is under threat of being sent back to the police remand he is likely to make confession out of fear. His statement in such a position should not be considered as voluntary."

59 DLR (HC) page 73-97 para 74 The State Vs. Md. Roushan Mondal alias Hashem মামলার নজীরঃ-

"The confessional statement could not be said to be voluntary since it was recorded three days after the accused was arrested and certainly after illegal detention in police custody."

সাক্ষ্য আইনের ৩০ ধারা সম্পর্কে ঃ

63 DLR (HC) page 242-252 Nuru Miah and others Vs. The State মামলার নজীরঃ-

"Confession of a co-accused cannot be the sole basis to convict the other of the co-accused in absence of other corroborative evidence."

18 BLD (AD) page 43-46 para 6 Ustar Ali Vs. The State এর নজীরঃ-

"Section 30 of the Evidence Act provides that the confession of a co-accused can be taken into consideration to lend assurance to other substantive evidence on record but it never says that such confession amounts to proof. In the instant case there being no substantive evidence either direct or circumstantial implicating the appellant in the alleged murder or in the abatement of the same except as to some evidence about the motive or the offence the High Court Division was wrong in treating the confessional statement of the co-accused as substantive evidence and treating the evidence of P.Ws-4 and 7 as corroboration thereof."

8 MLR (HC) 409-419, para 31 Khokon Vs. The State মামলার নজীরঃ-

"Confessional statement of an accused is no evidence and cannot be used against co-accused without independent corroborative evidence."

সাক্ষ্য আইনের ৩ ও ৩০ ধারা প্রসঙ্গেঃ

6 MLR (HC) 237-242, para 15 Abu Sayed Vs. The State মামলার নজীরঃ-

"Evidentiary value of confessional statement of an accused recorded under Section 30 of the Evidence Act, 1872 is not an evidence within the meaning of Section 3 of the Evidence Act. Confessional statement of an accused cannot be used against another co-accused without independent corroborative evidence."

কার্যবিধির ১৬১ ধারা সম্পর্কেঃ

6 BCR (AD) page 225-230 Bangladesh (State) Vs. Paran Chandra Baroi মামলার নজীরঃ-

"The long delay in examining the material witnesses cast a doubt on the whole prosecution case."

61 DLR (HC) page 54-71 para 64 Shahabuddin Vs. The State মামলার নজীরঃ-

"Investigating Officer did not assign any reason for the long delay in examining the P.Ws. Delay in examining the witnesses under Section 161 of the Code is fatal to prosecution case and statements of witnesses are required to be left out of consideration."

59 DLR (HC) page 653-683 para 61 State Vs. Al-Hasib Bin Zamal alias Hasib and five others মামলার নজীরঃ-

"Inordinate delay in examining the important prosecution witnesses cast a serious doubt as to the truth of the prosecution case and in the circumstances their evidence cannot be relied on and are to be left out of consideration."

সাক্ষ্য আইনের ১১৪ জি ধারা সম্পর্কে ঃ

57 DLR (HC) page 289-298, para 20 The State Vs. Nazrul Islam alias Nazrul মামলার নজীরঃ-

"If the defence version lends support from the prosecution witnesses in course of their cross examination or any indication is inferred in the course of their cross examination the accused is entitled to get the benefit of doubt."

57 DLR (HC) page 513-546 para 82 Kazi Mahbubuddin Ahmed alias Mahbub Vs. The State মামলার নজীরঃ-

"Witnesses, as Bentham said, are eyes and ears of Justice. Non examination of material witnesses shall give rise to a strong presumption against prosecution case."

13 BLC (2008) page 354-364 para 56 Isahaque Ali (Md) and others Vs. The State মামলার নজীরঃ-

"It was desirable for the prosecution to examine the independent and distinterested neighbours. In the face of clear admission that 100/150 persons reside around the alleged place of occurrenc, none of them were made witnesses and whereas the enemies of the accused and the relatives of the informant were only made witnesses. There is no other alternative but to hold that had the independent and disinterested neighbours been examined, they would not have supported the prosecution case and the actual facts of the case would come out. In view of this matter the benefit of Section 114(g) of the Evidence Act shall go in favour of the defence."

দন্ডবিধির ৩৪ ধারা সম্পর্কেঃ

36 DLR (1984) page 22-27 para 11 Nazimuddin and another Vs. The State মামলার নজীরঃ-

"Common object as envisaged under Section 34 can develop even at the time of occurrence-It is at the same time essential that the acused person must be physically present when the crime was being committed and the incriminating

acts and circumstances lead to the conclusion about their common intention to commit the crime."

29 DLR (SC) page 246-250 Md. Abdur Rahim Mondal Vs. The State মামলার নজীরঃ-

"In furtherance of a common intention "indicates pre-arranged plan-Such plan in the sense of previous distinct plan need not be proved-A common intention may develop on the spot between the participants. To apply S. 34 the person must be physically present at the actual commission of the crime."

PLD (1961) (W.P) Lah. page 348-360 Muhammad Akbar Vs. The State মামলার নজীরঃ-

"Common intention can be formed on spur of moment and can be inferred from surrounding circumstances-person killed by one of the shots fired by gunmen simultaneously-Each of them guilty under Section 302/34-mere presence of person at time of commission of offence-not sufficient to prove common intention."

দন্ডিত আসামী মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব খুরশিদ আলম খান যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। তাঁর যুক্তি তর্কের সার সংক্ষেপ নিম্নরুপঃ-

প্রথমতঃ বিজ্ঞ আইনজীবী দন্ডিত আসামী নুরুল ইসলাম সরকার পক্ষের যুক্তিতর্ক এ্যাডোপ্ট করেন।

দ্বিতীয়তঃ ইং ১৪/০৫/২০০৪ তারিখে দন্ডিত আসামী মোঃ মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবকে গ্রেফতারের পর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে জীবননাশের হুমকি দিয়ে ইং ২৩/০৫/২০০৪ তারিখে কথিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি রেকর্ড করা হয় যা স্বতঃপ্রণোদিত এবং সত্য (valuntarily and true) নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি **63 DLR (AD) page 10** এর নজীর উপস্থাপন করেন।

তৃতীয়তঃ কথিত স্বীকারোক্তি মতে, কথিত ষড়যন্ত্র সভায় এই আসামীর সক্রিয় অংশ গ্রহণ ছিলনা।

চতুর্থতঃ কথিত স্বীকারোক্তি মতে, ঘটনার সময়ে ‘‘আমরা সকলে গুলি করি’’ উল্লেখ করেন অর্থাৎ কার গুলিতে এই হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে তা সুস্পষ্ট নয়, যার **সুবিধা (benefit)** আসামী পাবে।

সর্বশেষঃ মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদানকৃত কথিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি তিনি পরবর্তীতে প্রত্যাহার করেন এবং D.W-3 রিনা সুলতানা এর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এই স্বীকারোক্তিটি **স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও সত্য (valuntarily and true)** নয় এবং এই

স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি নিরপেক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত না হওয়ায় দন্ডিত আসামীর দন্ডাদেশ রদরহিত যোগ্য।

দন্ডিত আসামী দুলাল মিয়া ওরফে দুলাল পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব সাইফুদ্দিন মাহমুদ তাঁর যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন, যার সারসংক্ষেপ নিম্নরুপঃ

প্রথমতঃ দন্ডিত আসামী দুলাল মিয়া ওরফে দুলাল এর নাম এজাহারে উল্লেখ থাকলেও তার বিরুদ্ধে এজাহারে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ দন্ডিত আসামীর বিরুদ্ধে P.W- 4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার,P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, এবং P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ সাক্ষ্য প্রদান করেছে কিন্তু বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, এই সকল সাক্ষীগণ আদালতে এসে দুলাল পিস্তল ও রিভলবার নিয়ে মঞ্চের দিকে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি ও মহলকে উদ্দেশ্য করে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করতে করতে এগিয়ে যায় এই ধরণের বক্তব্য তদন্তকারী কর্মকর্তা P.W-33 মোঃ খালেকুজ্জামান এর নিকট বলেনি। বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, এই দন্ডিত আসামীর বিরুদ্ধে কথিত সাক্ষীদের বক্তব্য **পরবর্তী চিন্তাপ্রসূত এবং সৃজিত (after thought and embellishment)**।

তৃতীয়তঃ P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল একটি মৃত্যুকালীন ঘোষণা দিয়েছিল যা পরবর্তীতে ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়। সেই জবানবন্দীতে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু আসামীর নাম উল্লেখ থাকলেও এই আসামীর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

চতুর্থতঃ এই মোকদ্দমার অন্যতম সাক্ষী P.W-2 মোঃ রজব আলী মঞ্চে উপস্থিত থাকলেও এই আসামী সম্পর্কে কিছু বলেনি।

সর্বশেষঃ P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান এজাহারে গয়রহ (lumb allegation) ভাবে এই আসামীর নাম উল্লেখ করেছে কিন্তু এ বক্তব্যটি কোন নিরপেক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে সমর্থিত হয়নি। এই অবস্থায় দন্ডিত আসামীর দন্ডাদেশ রদরহিত যোগ্য।

দন্ডিত আসামী আইয়ুব আলী এবং নুরুল আমীন ওরফে আমিন পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব খন্দকার মাহবুব হোসেন এবং জনাব শেখ মোহাম্মদ আলী যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। এই যুক্তিতর্কের সারসংক্ষেপ নিম্নরুপঃ

প্রথমতঃ দন্ডবিধির ১২০ক ধারায় অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের সংজ্ঞা আদালতে উপস্থাপন করেন। সংজ্ঞাটি নিম্নরুপঃ

120A. Definition of criminal conspiracy-When two or more persons agree to do, or cause to be done

(1) an illegal act, or

(2) an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy:

Provided that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof.

Explanation- It is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement, or is merely incidental to that object.

বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, এই ধারায় অপরাধ সংঘটনের জন্য উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে সকলকে একমত পোষন করতে হবে কিন্তু কথিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে দেখা যায় যে, দন্ডিত আসামী আইয়ুব আলী কেবলমাত্র কথিত ষড়যন্ত্রমূলক বৈঠকে বসা ছিল, যা দেখে P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম অনুভব করতে পারে যে, দন্ডিত আইয়ুব আলী এই ষড়যন্ত্রে একমত পোষনকারী একজন ষড়যন্ত্রকারী। কেবলমাত্র এই সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া দন্ডিত আসামীর বিরুদ্ধে আর কোন সমর্থনযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণাদি না থাকায় বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দন্ডিত আসামীকে যে দন্ডাদেশ প্রদান করা হয়েছে তা রদরহিত যোগ্য।

দ্বিতীয়ত ঃ এই দুজন আসামীর নাম এজাহারে উল্লেখ নেই।

তৃতীয়তঃ বিজ্ঞ আইনজীবীগণ দন্ডিত আসামী নুরুল আমীন ওরফে আমীন সম্পর্কেও একই বক্তব্য উল্লেখে কেবলমাত্র দন্ডিত আসামী নুরুল আমীন ওরফে আমিনের বাড়িতে কথিত ষড়যন্ত্রমূলক বৈঠকটি সংঘটিত হওয়া ছাড়া এই দন্ডিত আসামীর বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ থেকে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় এই আসামীর দন্ডাদেশ রদরহিত যোগ্য মর্মে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

দন্ডিত আসামী রাকিবউদ্দিন সরকার ওরফে পাপ্পু সরকার পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব মওদুদ আহমদ ও বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আনোয়ারুল ইসলাম। যার সারসংক্ষেপ নিম্নরুপঃ

প্রথমতঃ রাকিবুদ্দিন সরকার ওরফে পাপ্পু সরকারের নাম এজাহারে উল্লেখ নেই বা ঘটনাস্থলে এই আসামীর উপস্থিতির কথা উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র কথিত স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দীতে মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুঁইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক কথিত ষড়যন্ত্র সভায় ‘‘এই আসামী বসে আছে’’ কথাটি উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয়তঃ P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম তার জবানবন্দীতে বলেছেন যে, ‘‘এই বসে থাকা’’ দেখে তিনি অনুভব করেন দন্ডিত আসামী কথিত ষড়যন্ত্র সভায় একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব এই আসামীর নাম উল্লেখ করেনি । এই অবস্থায় বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দন্ডিত আসামীর দন্ডাদেশ রদরহিত যোগ্য।

দন্ডিত আসামী সোহাগ ওরফে সরু পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব এস.এম শাহজাহান ও জনাব এস এম জাহিদুর রহমান তাঁদের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। যার সার সংক্ষেপ নিম্নরুপ ঃ

প্রথমতঃ কথিত হত্যাকান্ডটি দূর্ঘটনাজনিত। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, তর্কিত এজাহার, স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দী, মৃত্যুকালীন জবানবন্দী (যা পরবর্তীকালে ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) পর্যালোচনায় পাওয়া যায় যে, এজাহারে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে দুজন অর্থাৎ দিপু ও শিপু আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পিকে সরাসরি গুলিবিদ্ধ করেছে। অপরদিকে কথিত ষড়যন্ত্রমূলক বৈঠকে মাহফুজুর রহমান ওরফে মহলকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয় কিন্তু পরবর্তীতে এলোপাথাড়ি গুলিতে হতভাগ্য আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি ও ওমর ফারুক রতন মৃত্যুবরণ করে। বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, এই প্রেক্ষাপটে দন্ডাদেশটি দন্ডবিধির ৩০৪ ধারায় পরিবর্তন যোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ এই দন্ডিত আসামীর নাম এজাহারে এবং অন্যান্য পরিসরে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকার কারণে এই দন্ডিত আসামীর দন্ডাদেশ রদরহিত যোগ্য।

দন্ডিত আসামী মনির এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ আলাল উদ্দিন তার যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। যার সার সংক্ষেপ নিম্নরুপঃ

প্রথমতঃ এই আসামীর নাম এজাহারে উল্লেখ থাকলেও সুনির্দিষ্টভাবে এজাহারে এই আসামীর নামে কোন অভিযোগ নেই।

দ্বিতীয়তঃ P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-20 আজমত উল্লাহ খান এই আসামীকে পিস্তল ও রিভলবার নিয়ে মঞ্চের দিকে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি ও মহলকে উদ্দেশ্য করে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করতে করতে এগিয়ে যায় উল্লেখ করলেও এ সকল বক্তব্য P.W-33 মোঃ খালেকুজ্জামান, তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে বলেনি। যা **পরবর্তী চিন্তাপ্রসূত এবং সৃজিত (after thought and embellishment)**।

সর্বশেষঃ দন্ডিত আসামীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না থাকার কারণে তার দন্ডাদেশ রদরহিতযোগ্য।

দন্ডিত আসামী মোহাম্মাদ আলী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আবুল কালাম পাটোয়ারী তাঁর যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। যার সার সংক্ষেপ নিম্নরুপ ঃ

প্রথমতঃ এই আসামীর নাম এজাহারে নেই। সহ দন্ডিত আসামী মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে এই আসামীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-20 আজমত উল্লাহ খান এবং P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল ঘটনাস্থলে এই আসামীকে পিস্তল ও রিভলবার হাতে মঞ্চের দিকে নিহত এম,পি ও মহলকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করতে দেখে মর্মে বক্তব্য

রাখলেও P.W-33 মোঃ খালেকুজ্জামান এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, এই সাক্ষীগণ তার কাছে দেয় জবানবন্দীতে ঘটনাস্থলে এই আসামীকে দেখেছে মর্মে কোন বক্তব্য রাখেনি। উপরন্তু দন্ডিত আসামী মোহাম্মদ আলী ঘটনাস্থলে এসেছিল তদন্তে এই তথ্য তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাপ্ত হয়নি মর্মে চার্জশীটেও উল্লেখ আছে ।

তৃতীয়তঃ কথিত ষড়যন্ত্রটি ঘরের ভিতর হয়েছে। P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম এই আসামীকে ষড়যন্ত্রস্থল থেকে চলে যেতে দেখে মাত্র। এই অবস্থায় একথা প্রমাণিত হয় না যে, দন্ডিত আসামী কথিত ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেছিল।

চতুর্থতঃ দন্ডিত আসামীকে দন্ডবিধির ১২০খ/৩০২/৩৪ ধারায় দন্ডাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, ১২০খ এর সাথে দন্ডবিধির ৩৪ ধারা নয়, দন্ডবিধির ১৪৯ ধারা যুক্ত হওয়া উচিত ছিল।

সর্বশেষঃ যেহেতু সাক্ষ্য প্রমাণে পাওয়া যায় যে, দন্ডিত আসামী ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না এবং কথিত ষড়যন্ত্রে দন্ডিত আসামীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে কোন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতে উপস্থাপিত হয়নি সেহেতু দন্ডিত আসামীর দন্ডাদেশ রদরহিত যোগ্য।

জাহাঙ্গীর ওরফে বড় জাহাঙ্গীর ওরফে ময়মনসিংহা জাহাঙ্গীর পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব এস.এম. শাহজাহান এবং জনাব মোঃ কলিমুল্লাহ মজুমদার তাঁদের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। যার সার সংক্ষেপ নিম্নরুপঃ

প্রথমতঃ দন্ডিত আসামীর নাম এজাহারে নেই। এজাহারকারী P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান এজাহারে ১৭ জনের নাম উল্লেখ করলেও এই আসামীর নাম এজাহারে উল্লেখ করেনি।

দ্বিতীয়তঃ P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান ডকে দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম এই আসামীকে ঘটনাস্থলে ছিল মর্মে উল্লেখ করে যদিও ঘটনার ৩৫ ঘন্টা পর দেয় এজাহারে এ আসামীর নাম উল্লেখ করেনি অথচ P.W-2 রজব আলী বলেন যে, তিনি এই আসামীকে নিহত এম,পি সাহেব ও মহলকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গুলি করতে দেখেছেন। P.W-20 আজমত উল্লাহ খান এই আসামীকে গুলি করতে দেখেছে উল্লেখ করলেও তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে একথা বলেনি।

তৃতীয়তঃ P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল তার মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে (যা পরবর্তীকালে ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম উল্লেখ করেনি।

চতুর্থতঃ এই অবস্থায় P.W-2 মোঃ রজব আলী এই আসামীকে কথিত গুলি করতে দেখেছে মর্মে যে বক্তব্য রাখে সেই বক্তব্যটি বিশ্বাসযোগ্য কোন সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়নি।

পঞ্চমতঃ মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবের কথিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কথিত ষড়যন্ত্র সভায় এই আসামী উপস্থিত ছিল না। সেখানে কেবল উল্লেখ করা হয়েছে এই আসামীকে ‘‘হাত করা হয়েছে।’’ বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যের পোষকতায় **21 DLR(AD) 104, 44 DLR 10, 15 BLD 449** এবং **15 BLD 281** পাতার নজীর দাখিলে উল্লেখ করেন যে, দন্ডিত আসামী জাহাঙ্গীর ওরফে বড় জাহাঙ্গীর ওরফে ময়মনসিংহা জাহাঙ্গীর স্বীকৃত মতে কথিত ষড়যন্ত্র সভায় উপস্থিত ছিল না এবং এই দন্ডিত আসামী ঘটনাস্থলে নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি এবং ওমর ফারুক রতনকে

এলোপাথাড়ি গুলি করে হত্যা করেছে মর্মে পরস্পর সমর্থিত কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকায় দন্ডিত আসামীর দন্ডাদেশ রদ রহিত যোগ্য।

দন্ডিত আসামী আমির ওরফে আমীর হোসেন পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এস এম শাহজাহান এবং জনাব মাসুদ আহমেদ সাঈদ তাঁদের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। যার সার সংক্ষেপ নিম্নরুপঃ

প্রথমতঃ এজাহারকারী এজাহারে ১৭ জন আসামীর নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও এই আসামীর নাম এজাহারে নেই।

দ্বিতীয়তঃ P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-7 জাকির হোসেন, P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন, P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-28 জাবিদ আহসান সোহেল তাদের সাক্ষ্যে ঘটনাস্থলে এবং ঘটনার পরপর এই আসামীকে সম্পৃক্ত করে যে জবানবন্দী প্রদান করেছে তদন্তকারী কর্মকর্তা P.W-33 মোঃ খালেকুজ্জামান এর জেরায় পাওয়া যায় যে, উল্লেখিত সাক্ষীরা তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে কার্যবিধির ১৬১ ধারার জবানবন্দীতে এই দন্ডিত আসামীর ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততা সম্পর্কে কোন বক্তব্য রাখেনি।

তৃতীয়তঃ মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক কথিত স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দীটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এই দন্ডিত আসামী কথিত ষড়যন্ত্রসভায় উপস্থিত ছিল না। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই দন্ডিত আসামীকে ‘‘হাত করা হয়েছে।’’ বিজ্ঞ আইনজীবী এ প্রসঙ্গে **সাক্ষ্য আইনের ৩০ ধারা** উপস্থাপন করেন।

চতুর্থতঃ এই আসামী ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল সে কথাটি সমর্থনযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়নি, দন্ডিত আসামীর ঘটনাস্থলে থাকার বিষয়টি **পরবর্তী চিন্তাপ্রসূত ও সৃজিত (after thought and embellishment)**।

সর্বশেষঃ দন্ডিত আসামী কথিত ষড়যন্ত্র সভায় উপস্থিত ছিলনা এবং ঘটনাস্থলে কথিত গুলি করার অভিযোগ পরস্পর সমর্থিত সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত নয়। এই অবস্থায় বিজ্ঞ আইনজীবী দন্ডিত আসামীর দন্ডাদেশ রদ রহিতযোগ্য মর্মে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

দন্ডিত আসামী জাহাঙ্গীর আলম, পিতা-মেহের আলী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মাসুদ আহমেদ সাঈদ এবং বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ রাশেদুজ্জামান বসুনিয়া তাঁদের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। যার সার সংক্ষেপ নিম্নরুপঃ

প্রথমতঃ এই আসামীর নাম এজাহারে নেই, কথিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে নেই, মহল কর্তৃক মৃত্যুকালীন ষোঘণায় (যা পরবর্তীকালে ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয়তঃ P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল ঘটনাস্থলে এই আসামীকে গুলি করতে দেখেছে মর্মে উল্লেখ করলেও এবং P.W-7 জাকির হোসেন, P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন, P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W- 28 জাবিদ আহসান সোহেল ঘটনার পরপর এই আসামীকে অস্ত্র হাতে চলে যেতে দেখেছে মর্মে উল্লেখ করলেও তদন্তকারী কর্মকর্তা P.W-33 মোঃ খালেকুজ্জামানের কাছে কার্যবিধির ১৬১ ধারায় দেয় জবানবন্দীতে দন্ডিত আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষীরা এ সকল বক্তব্য উল্লেখ করেনি।

বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, উপরোক্ত অবস্থায় একথা সুস্পষ্ট যে, দন্ডিত আসামীর দন্ডাদেশটি বিজ্ঞ নিম্ন আদালত বর্ণিত সাক্ষীদের **পরবর্তী চিন্তাপ্রসূত ও সৃজিত (after thought and embellishment)** বক্তব্যকে বিশ্বাস করে প্রদান করেছেন যা রদরহিতযোগ্য।

রতন ওরফে বড় রতন ওরফে বড় মিয়া ওরফে রতন মিয়া পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব শেখ মোহাম্মদ আলী তাঁর যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। যার সার সংক্ষেপ নিম্নরুপঃ

প্রথমতঃ এই আসামীর নাম এজাহারে উল্লেখ আছে। মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে কথিত ষড়যন্ত্র সভায় এই আসামীর উপস্থিতির কথা উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয়তঃ মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক মৃত্যুকালীন ষোঘণায় (যা পরবর্তীকালে ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম উল্লেখ থাকলেও বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন, দন্ডিত আসামীর সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ নেই।

তৃতীয়তঃ মাহফুজুর রহমান মহলকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন কালে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি এবং ওমর ফারুক রতন মৃত্যুবরণ করে। এই অবস্থায় যেহেতু নিহত ব্যক্তিদ্বয়কে হত্যা করার কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না এবং কথিত হত্যাযজ্ঞে এই আসামীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল না, সাক্ষীদের বক্তব্য মতে, তার গয়রহ উপস্থিতি পাওয়া যায় মাত্র, সেহেতু এই দন্ডিত আসামীর দন্ডাদেশ রদরহিত যোগ্য।

দন্ডিত আসামী আবু সালাম ওরফে সালাম পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব খন্দকার মাহবুব হোসেন তাঁর যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। যার সারসংক্ষেপ নিম্নরুপঃ

প্রথমতঃ এজাহারে ১৭ জন আসামীর নাম উল্লেখ থাকলেও এই আসামীর নাম এজাহারে নেই। মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক কথিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে এই আসামীর নাম হত্যাকান্ডে অংশগ্রহণ পর্বে উল্লেখ আছে মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-2 মোঃ রজব আলী, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল এই আসামীকে ঘটনার সময় গুলি করতে দেখেছে মর্মে উল্লেখ করলেও P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান এজাহারে তার নাম উল্লেখ করেনি, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল তার মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে তার নাম উল্লেখ করেনি।

তৃতীয়তঃ উপরোক্ত সাক্ষী ছাড়াও P.W-7 জাকির হোসেন, P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন ঘটনার পূর্বে এবং P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ ঘটনার পরপর এই আসামীকে দেখেছে মর্মে উল্লেখ করলেও এই সকল সাক্ষীদের বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তারা **"তোতা পাখির শেখানো বুলি" (Parrot like evidence)** বলেছেন মাত্র।

চতুর্থতঃ ঘটনার সময় এরুপ একটি আকস্মিকতায় দন্ডিত আসামীকে সাক্ষীদের চেনার বিষয়টি সম্পর্কে একটি সন্দেহ থেকে যায়। আর এই সন্দেহের সুফলটি দন্ডিত আসামী প্রাপ্ত হবে মর্মে উল্লেখ করে দন্ডিত আসামীর দন্ডাদেশ রদ রহিতযোগ্য মর্মে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

শহিদুল ইসলাম শিপু পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব খন্দকার মাহবুব হোসেন তাঁর যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। যার সারসংক্ষেপ নিম্নরুপঃ

প্রথমতঃ এই আসামীর নাম এজাহারে এবং মোঃ মাহফুজুর রহমান মহলের মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে(যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) উল্লেখ থাকলেও P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-2 মোঃ রজব আলী, P.W- মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-11 মোঃ জামাল, P.W-18 মোঃ আহসান উল্লাহ, P.W-20 আজমত উল্লাহ খান, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল ঘটনার সময়ে এবং P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন, P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার, P.W-11 মোঃ জামাল, P.W-12 মোঃ ফরিদ উদ্দিন, P.W-15 সুকোমল দেবনাথ ঘটনার পরপরই এই আসামীর সম্পৃক্ততার কথা আদালতে যেভাবে উল্লেখ করেছে তা **"তোতা পাখির শেখানো বুলি " (parrot like evidence)** ছাড়া আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয়তঃ কথিত ঘটনার আকস্মিকতায় এবং ভয়াবহতায় সুনির্দিষ্টভাবে সাক্ষীদের পক্ষে কোন আসামীকে চেনা সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ বর্ণিত অভিযোগে আসামী নুরুল ইসলাম দিপু, অহিদুল ইসলাম টিপু এবং এই দন্ডিত আসামী শহিদুল ইসলাম শিপুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ একই footing ভুক্ত হওয়ার পরও বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই তিন সহোদর ভ্রাতার মধ্যে শহিদুল ইসলাম শিপু এবং নুরুল ইসলাম দিপুকে মৃত্যুদন্ডাদেশ এবং কোন গ্রহণযোগ্য কারণ উল্লেখ ব্যতিরেকে অহিদুল ইসলাম টিপুকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন। বিজ্ঞ আইনজীবী এ বিষয়টি কোন প্রার্থনা ব্যতিরেকে আদালতের দৃষ্টিগোচর

করেন মাত্র। বিজ্ঞ আইনজীবী সর্বশেষে এই দন্ডিত আসামীর দন্ডাদেশ রদরহিত যোগ্য মর্মে উল্লেখ করেন।

দন্ডিত আসামী লোকমান হোসেন বুলু পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এ এম মাহবুবুদ্দিন তাঁর যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। যার সার সংক্ষেপ নিম্নরুপঃ

প্রথমতঃ এজাহারে বুলু মিয়া, পিতা-অজ্ঞাত, সাং-গোপালপুর হিসেবে যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তিনি এই আসামী নন। এই আসামীর নাম কামাল হোসেন বুলু, পিতা- আব্দুল গণি এবং তিনি নোয়াখালীর বাসিন্দা। চার্জশীটে লোকমান হোসেন বুলু মিয়া, পিতা- গণি মিয়া, গ্রাম- গোপালপুর, টংগী মর্মে যে আসামীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তিনি এই আসামী নন। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞ আইনজীবী দন্ডিত আসামীর ভোটার লিষ্ট ও নিকাহ নামা আদালতে দাখিল করেন। বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, এই দন্ডিত আসামী ঘটনার কথা, এজাহারে তার নাম থাকার কথা বা চার্জশীটে তার নাম থাকার কথা সর্বোপরি বিচারে তার কথিত দন্ডাদেশ হবার বিষয়টি কখনো জ্ঞাত ছিল না। ইং ০৭/১০/২০১৪ তারিখ নোয়াখালী থেকে এই আসামীকে ভুল পরিচয়ে গ্রেফতার করা হয়।

সর্বশেষঃ বিজ্ঞ আইনজীবী ভুল ব্যক্তিকে দন্ডাদেশ প্রদান করার কারণে গ্রেফতারকৃত আসামীকে মুক্তিদানের প্রার্থনা করেন।

দন্ডিত আসামী হাফিজ ওরফে কানা হাফিজ এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব হেলালুদ্দিন মোল্লা তাঁর যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। যার সার সংক্ষেপ নিম্নরুপঃ

প্রথমতঃ এই আসামীর নাম এজাহারে, মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে (যা পরবর্তীতে ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয়তঃ P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-2 মোঃ রজব আলী, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-20 আজমত উল্লাহ খান, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল ঘটনাস্থলে আসামীকে গুলি করতে দেখা সম্পর্কে, P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন, P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার ঘটনার পূর্বে এবং P.W-7 জাকির হোসেন, P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন, P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ ঘটনার পরে এই আসামীকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে সংঘটিত ঘটনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছে তা বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সঠিকভাবে পর্যালোচনায় ব্যর্থ হন এবং দন্ডিত আসামীকে যে দন্ডাদেশ প্রদান করেছেন তা রদরহিতযোগ্য মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

পলাতক আসামী নুরুল ইসলাম দিপু, আনোয়ার হোসেন ওরফে আনু, ফয়সাল, রনি মিয়া ওরফে রনি ফকির, সৈয়দ আহমেদ মজনু, জাহাঙ্গীর পিতা- কাশেম মাদবর, মশিউর রহমান ওরফে মশু এবং খোকন পক্ষে রাষ্ট্রপক্ষে নিযুক্তিয় বিজ্ঞ স্টেট ডিফেন্স আইনজীবী এ.এম. মোঃ আজিজুল হক এর যুক্তিতর্কের সার সংক্ষেপঃ

কথিত মতে, সময়ে, ঘটনাস্থলে যে ঘটনা সংঘটিত হয় তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ তবে এই আসামীগণ কথিত মতে, সময়ে, প্রকারে ঘটনাস্থলে মৃত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি এবং ওমর ফারুক রতনকে হত্যা করেছে মর্মে রাষ্ট্রপক্ষের আনীত অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ এই দন্ডিত আসামীদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ কারণে বিজ্ঞ আইনজীবী উপরোক্ত দন্ডিত আসামীদের দন্ডাদেশ রদ রহিত যোগ্য মর্মে উল্লেখ করেছেন।

অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন বিজ্ঞ এ্যাটর্নী জেনারেল জনাব মাহবুবে আলম, বিজ্ঞ সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল জনাব বশির আহমেদ, বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব এম. আমিরুল ইসলাম, বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব আব্দুল মতিন খসরু, বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব ফজলে নূর তাপস, বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব সাজোয়ার হোসেন।

রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের যুক্তিতর্কের সারসংক্ষেপ নিম্নরুপঃ

প্রথমতঃ স্বীকৃতমতে, ঘটনাটি ঘটেছে প্রকাশ্য দিবালোকে একটি জনসভার মঞ্চে উপবিষ্টদের এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণের মাধ্যমে।

দ্বিতীয়তঃ এজাহারের গর্ভে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় নেতা মোঃ নুরুল ইসলাম সরকার এর পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক তারই পালিত সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ এই ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে মরকুনের আসামী আমিনের বাড়িতে দন্ডিত আসামী নুরুল ইসলাম সরকারের নেতৃত্বে মাহফুজুর রহমান মহলকে হত্যার উদ্দেশ্যে একটি ষড়যন্ত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চতুর্থতঃ P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম এবং P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব এর সাক্ষ্যে পাওয়া যায় ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে মরকুনের আমীনের বাড়িতে দন্ডিত আসামীসহ বেশ কিছু আসামী নুরুল ইসলাম সরকারের নেতৃত্বে ষড়যন্ত্র সভা করে। যার সমর্থন মেলে দন্ডিত আসামী মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব এর স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দীতে। ঐ সভায় মাহফুজুর রহমান মহলকে হত্যার ষড়যন্ত্র ছাড়াও দন্ডিত আসামী নুরুল ইসলাম সরকার এর আচরনে প্রকাশ পায় যে, ঘটনার দিন সকাল ১১.০০ টার দিকে নুরুল ইসলাম সরকার অপর

আসামী নুরুল ইসলাম দীপু, শহিদুল ইসলাম শিপুকে ‘পিঠ চাপড়িয়ে’ কিছু ইংগিত করে এবং এর পরপরই নুরুল ইসলাম দীপু ও শহিদুল ইসলাম শিপু মঞ্চে উপবিষ্ট আহসান উল্লাহ মাষ্টারকে সরাসরি গুলি করে যা P.W-11 মোঃ জামাল ও P.W-12 মোঃ ফরিদ উদ্দিন এর সাক্ষ্যে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়।

পঞ্চমতঃ P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল এর মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে আসামী দিপু, শিপু, টিপু, কানা হাফিজ, সোহাগ ও রতন এর নাম উল্লেখ আছে, যা ঘটনার সাথে আসামীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ।

সর্বশেষ উল্লেখ করা হয় যে, মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় দেয় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে মাহফুজুর রহমান মহলকে খুন করার যে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করা হয় তা বাস্তবায়নের জন্য একটি জনসভার মঞ্চ টার্গেট করা এবং সেখানে এলোপাথাড়ি গুলি করার এবং এজাহার বর্ণিত নুরুল ইসলাম দীপু ও শহিদুল ইসলাম শিপু কর্তৃক আহসান উল্লাহ মাষ্টারকে তাক করে গুলি করার সাথে ঘটনার কিছু পূর্বে P.W-11 মোঃ জামাল ও P.W-12 মোঃ ফরিদ উদ্দিনের সাক্ষ্য অনুযায়ী নুরুল ইসলাম সরকার কর্তৃক ‘পিঠ চাপড়িয়ে’ ইংগিত বাহী আচরণ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মরকুনের আমিনের বাড়িতে মাহফুজুর রহমান মহলকে হত্যার পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে আসামী নুরুল ইসলাম সরকার তার রাজনৈতিক চির প্রতিদ্বন্দ্বী আহসান উল্লাহ মাষ্টারকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার জন্য ঘটনার কিছু পূর্বে নুরুল ইসলাম দীপু ও শহিদুল ইসলাম শিপুকে ‘পিঠ চাপড়িয়ে’ নির্দেশনা দেয় যার ফলশ্রুতিতে এজাহার বর্ণিত মতে এই দুজনের

নেতৃত্বে অন্যান্য আসামীরা ঘটনাস্থলে এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করে যার ফলশ্রুতিতে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি ও ওমর ফারুক রতন নিহত হয়।

রাষ্ট্রপক্ষ থেকে উপস্থাপিত যুক্তিতর্কের সমর্থনে দিল্লী হাইকোর্ট এর VISHAL YADAV VS STATE OF U.P. ON 2 APRIL, 2014 এর সাথে নিম্নবর্ণিত নজীরাদি উপস্থাপন করা হয়ঃ-

(1) Tapinder Singh Vs. State of Panjab (1971) SCR 599

"The telephone message was received by Hari Singh, A.S.I., Police Station, City Kotwali at 5-35 p.m. on September 8, 1969. The person conveying the information did not disclose his identity, nor did he give any other particulars and all that is said to have been conveyed was that firing had taken place at the taxi stand, Ludhiana. This was, of course, recorded in the daily diary of the police station by the police officer responding to the telephone call. But *prima facie* this cryptic and anonymous oral message which did not in terms clearly specify a cognizable offence cannot be treated as first information report."

(2) Radha Mohan Singh Vs. State of UP (2006) 2 SCC 450

"The details of the overt acts are not necessary to be recorded in the inquest report. The question regarding the details as to how the deceased was assaulted or who assaulted him or under what circumstances he was assaulted or who are the witnesses of the assault is foreign to the ambit and scope of proceedings under Section 174. Neither in practice nor in law is it necessary for the person holding the inquest to mention all these details."

(3) Firozuddin Basheruddin Vs. State of Kerala (2001) 7 SCC 596

"Criminal conspiracy is not easy to prove. The conspirators invariably deliberate, plan and act in secret over a period of time. It is not necessary that each one of them must have actively participated in the commission of the offence or was involved in it from start to finish. What is important is that they were involved in the conspiracy or in other words, there is a 'combination by agreement, which may be express or implied and in part implied. The conspiracy arises and the offence is committed as soon as the agreement is made and the offence continues to be committed so long as the combination persists, that is until the conspiratorial agreement is terminated

by completion of its performance or by abandonment or frustration'. The court has to be satisfied that there is a reasonable ground to believe the existence of the cinspiracy and that is a matter for judicial inference from proved facts and circumstances Once the existence of conspiracy is proved or held to exist, no doubt or relevant evidence, every act, declaration and writing of any one of the conspirators referable to the common intention will be relevant."

(4) Yakub A.R. Memom Vs. State of Moharashtra (2013) 13 SCC

(Conspiracy)

125. Chapter 5-A of the Penal Code speaks about criminal conspiracy. Section 120-A defines criminal conspiracy which is as under.

"120-A Definition of criminal conspiracy.-

When two.....object.

126. Section 120-B speaks about punishment of criminal conspiracy which is as under:

"120-B. Punishment of criminal conspiracy.- (1) Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life or

regorous imprisonment for a term of two years or upwards, shall, where no express provision is made in this Code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such offence.

(2) Whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offence punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding six months, or with fine or with both."

Statement of Objects and Reasons of the 1913 Amendment

127. The abovementioned sections of the Penal Code were introduced by the amendment of 1913. It is improtant to notice the Statement of Objects and Reasons of the said amendment to understand that the underlying purpose of introducing Section 120-A was to make a mere agreement to do an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, punishable. The Statement of Objects and Reasons are as follows:

"The Sections of the Indian Penal Code which deal directly with the subject of conspiracy are those contained in Chapter V and Section 121-A of the Code. Under the latter provision,

it is an offence to conspire to commit any of the offences punishable by Section 121 of the Indian Penal Code or to conspire to deprive the king of sovereignty of British India or any part thereof or to overawe by means of criminal force or show of criminal force the Government of India or any Local Government and to constitute a conspiracy under this section. It is not necessary that any act or illegal omission should take place in pursuance thereof. Under Section 107, abetment includes engaging with one or more person or persons in any conspiracy for the doing of a thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy, and in order to the doing of that thing. It other words, except in respect of the offences particularised in Section 121-A conspiracy per se is not an offence under the Indian Penal Code.

On the other hand, by the common law of England, if two or more persons agree together to do anything contrary to law, or to use unlawful means in the carrying out of an object not otherwise unlawful, the persons, who so agree, commit the offence of conspiracy. In other words, conspiracy in England may be defined as an agreement of two or more persons to do

an unlawful act or to do a lawful act by unlawful means, and the parties to such a conspiracy are liable to indictment."

"(6) It is not necessary that all conspirators should agree to the common purpose at the same time. They may join with other conspirators at any time before the consummation of the intended objective, and all are equally responsible....."

(5) Dhananjoy Chatterjee Vs. State of West Bengal (1994) 2 SCC 220

"15. In our opinion, the measure of punishment in a given case must depend upon the atrocity of the crime; the conduct of the criminal and the defenceless and unprotected state of the victim. Imposition of appropriate punishment is the manner in which the courts respond to the society's cry for justice against the criminals. Justice demands that court should impose punishment befitting the crime so that the courts reflect public abhorrence of the crime. The courts must not only keep in view the rights of the criminal but also the rights of the victim of crime and the society at large while considering imposition or appropriate punishment."

(6) State of Punjub Vs. Bawa Singh (2015) 3 SCC 441

"16. We again reiterate in this case that undue sympathy to impose inadequate sentence would do more harm to the justice system to undermine the public confidence in the efficacy of law. It is the duty of every court to award proper sentence having regard to the nature of the offence and the manner in which it was executed or committed. The sentencing courts are expected to consider all relevant facts and circumstances bearing on the question of sentence and proceed to impose a sentence commensurate with the gravity of the offence. The court must not only keep in view the rights of the victim of the crime but also the society at large while considering the imposition of appropriate punishment. Meagre sentence imposed solely on account of lapse of time without considering the degree of the offence will be counterproductive in the long run and against the interest of the society."

উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণাদি, নজীরসমূহ ও যুক্তিতর্কের প্রেক্ষিতে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

স্বীকৃতমতে, ইং ০৭/০৫/২০০৪ তারিখ রোজ শুক্রবার বেলা অনুমান ১২.৩৫ মিনিটের সময় নোয়াগাঁও এম.এ মজিদ মিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে টংগী থানা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ ১০ নং ওয়ার্ডের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন শেষ হবার মুহূর্তে অকুস্থলে এলোপাথাড়ি গুলিতে সর্বজনবিদিত নেতা আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি এবং ১৭ বছর বয়স্ক তরুণ হতভাগ্য ওমর ফারুক রতন নিহত হয়। স্বীকৃতমতে, অকুস্থলে এলোপাথাড়ি গুলিতে মাহফুজুর রহমান মহল গুরুতর আহত হয় এবং তার সাথে আরো বেশ কিছু ব্যক্তি আহত হয়। **রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণে এবং দন্ডিত আসামীপক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীগণের যুক্তিতর্কেও একথা সুস্পষ্ট এবং স্বীকৃত যে, নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এলাকার একজন অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন।**

দন্ডিত আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ থেকে যে সকল সাক্ষ্য প্রমাণাদি উপস্থাপিত হয়েছে তন্মধ্যে **৩ টি বিষয় মুল স্তম্ভ (Pillar)** হিসেবে বিবেচ্য।

প্রথম স্তম্ভঃ প্রাথমিক তথ্য বিবরণী ঃ

প্রথমে দেখা যাক, এই প্রাথমিক তথ্য বিবরণীর বিবরণ কতটা গ্রহণযোগ্য। প্রাথমিক তথ্য বিবরণী প্রদর্শনী-১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান এই প্রাথমিক তথ্য বিবরণী ঘটনার প্রায় ৩৫ ঘন্টা পর ইং ০৮/০৫/২০০৪ তারিখ ২৩.৪৫ মিনিটে টংগী থানায় দাখিল করেছেন। এই তথ্য বিবরণীতে বলা হয়েছে সম্মেলনটি শেষ হবার সময়ে বেলা আনুমানিক ১২.৩৫ মিনিটে ১) নুরুল ইসলাম দিপু, ২) শহিদুল ইসলাম শিপু, ৩) অহিদুল ইসলাম টিপু, ৪) কানা হাফিজ, ৫) আনোয়ার হোসেন আনু, ৬) ফয়সাল, ৭) সোহাগ, ৮) বুলু মিয়া, ৯) আল আমিন, (১০) রতন

মিয়া, (১১) রনি, (১২) সোহেল, (১৩) সৈয়দ আহাম্মদ মজনু, (১৪) মাহাবুব, (১৫) মনির, (১৬) দুলাল, (১৭) জাহাঙ্গীর সহ আরো অজ্ঞাতনামা ১০/১২ জন লোক আসামী নুরুল ইসলাম দিপুর নেতৃত্বে আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গুলি করতে করতে সভাস্থলের দিকে উপস্থিত হয়। এজাহারে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে নুরুল ইসলাম দিপু ও শহিদুল ইসলাম শিপু নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি কে লক্ষ্য করে উপর্যূপরি গুলি করে এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে আহসান উল্লাহ মাষ্টার মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। অন্যান্য আসামীরা মাহফুজুর রহমান মহল, শরিফ উদ্দিন, রতন, খোরশেদ আলম, বাবুলসহ মোট ১০/১২ জনকে গুলিবিদ্ধ করে। প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে আরো একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘‘বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় নেতা মোঃ নুরুল ইসলাম সরকার এর পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক তারই পালিত উপরোক্ত সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে।’’ এজাহারে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, বড় ভাইয়ের মৃত্যুর আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার কারণে এই মামলা দায়েরে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে।

এজাহার পর্যালোচনায় দেখা যায়, এজাহারে **প্রথমতঃ** ১৭ জন আসামীর নাম উল্লেখ আছে, **দ্বিতীয়তঃ** আসামী নুরুল ইসলাম দিপু ও শহিদুল ইসলাম শিপু আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পিকে উপর্যূপরি গুলি করে মর্মে উল্লেখ আছে, **তৃতীয়তঃ** দন্ডিত আসামী নুরুল ইসলাম সরকার এর পূর্ব পরিকল্পনা মতে তারই পালিত উপরোক্ত সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে মর্মে উল্লেখ আছে। সার্বিক বিবেচনায় এই এজাহারটি ঘটনা এবং ঘটনার সাথে দন্ডিত আসামীদের অবস্থান সম্পর্কিত বিবরণের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয় স্তম্ভঃ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী

তদন্তকালীন সময়ে দন্ডিত আসামী মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব একটি স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দী দিয়েছে। এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি প্রদর্শনী-২৭ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত জবানবন্দীটি গ্রহন করেছেন P.W-27 এ,কে, এম সোহেল, বিজ্ঞ প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট। তার সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি রেকর্ড করার পূর্বে মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবকে বুঝিয়ে বলেছেন যে, তিনি এই দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদানে বাধ্য নন, এই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তার শাস্তি হতে পারে, দোষ স্বীকার না করলেও তাকে আর পুলিশ হেফাজতে দেয়া হবে না, কেউ তাকে ভয়ভীতি, প্রলোভন দেখিয়েছে কিনা সর্বোপরি তিনি পুলিশ নন একজন ম্যাজিস্ট্রেট এ সম্পর্কে তাকে অবগত করানো হয়েছে। প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত দোষ স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দীটি পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবকে দোষ স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দী প্রদান করবেন কিনা সে সম্পর্কে মনস্থির করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। এছাড়াও অভিযুক্ত বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার উপর কোন পীড়ন/ জবরদস্তির অভিযোগ করেনি এবং মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের জিজ্ঞাসায় বলেছেন যে, তিনি তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি স্বেচ্ছায় দিয়েছেন। রেকর্ডকৃত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি অভিযুক্তকে পড়ে শুনানো হলে অভিযুক্ত এই স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দী শুদ্ধ স্বীকারে প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করেছেন দেখা যায়।

দন্ডিত আসামী নুরুল ইসলাম সরকার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন যে, কথিত ১৬৪ ধারায় দেয় মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি **স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও সঠিক (valuntarily and true)** নয়। এ প্রসঙ্গে দাখিলী নজীর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

দন্ডিত আসামী নুরুল ইসলাম সরকার ও মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ বলেন যে, দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব এর কাছ থেকে সুদীর্ঘ ৯ দিন পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনের পর আদায় করা হয়েছে, যে কারণে এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি পরবর্তীতে মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব প্রত্যাহার করেছে এবং এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞ আইনজীবীগণ মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব এর স্ত্রী রিনা সুলতানা D.W-3 হিসেবে যে সাক্ষ্য প্রদান করেছে তা উল্লেখ করেন। D.W-3 রিনা সুলতানা তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, ইং ২৩/০৫/২০০৪ তারিখ সকাল ৬.০০ ঘটিকার সময় এই সাক্ষীকে CID অফিসে নেয়া হয় এবং আসামী মাহবুবকে তার সামনে আনা হয় ১ ঘন্টা পর। এ সময় সাক্ষী দেখে মাহবুবের শরীর এত খারাপ যে সে হেঁটে আসতে পারছিল না। মাহবুব তাকে বলে যে, তার মাথায় কারেন্টের হিট দেয়া হয়েছে। মাহবুব আরো জানায় যে, স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী না দিলে তাকে ও তার বাচ্চাকে মেরে ফেলা হবে। D.W-3 রিনা সুলতানা তার স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে দেখে স্বামীর জ্বর এসেছে। প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট P.W-27 এ,কে,এম, সোহেল বিধি মোতাবেক এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী রেকর্ড করেন। D.W-3 মাহবুবুর রহমান

মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব এর স্ত্রী রিনা সুলতানা ইং ২৩/০৫/২০০৪ তারিখ তার সাক্ষ্য মতে সকাল ৭.০০ ঘটিকায় এই আসামীর সাথে কথা বলেছেন। তখন মাহবুব হেঁটে আসতে পারছিলনা বা জ্বর ছিল এ বিষয়গুলি ঐ দিনই বিকেলে এই জবানবন্দী রেকর্ড করার সময় স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নজরে আসার কথা ছিল। কিন্তু বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট জবানবন্দীটি লিপিবদ্ধ করার পর নিজ হাতে লিখেছেন যে, ‘‘অভিযুক্ত আমার কাছে তার উপর কোন পীড়ন/জবরদস্তির অভিযোগ করেনি।’’ অর্থ্যাৎ D.W-3 রিনা সুলতানা অভিযুক্ত মাহবুবকে সকালে তার বর্ণনামতে যেরুপ অবস্থায় দেখেছে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বিকেলে তাকে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ সুস্থ অবস্থায় দেখেছে। এই অবস্থায় সঙ্গত কারণে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত মাহবুবকে সুস্থ অবস্থায় বা স্বাভাবিক অবস্থায় পেয়েছেন এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত মাহবুবকে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদানের পূর্বে তাকে বলেছেন যে, দোষ স্বীকার না করলেও তাকে পুলিশ হেফাজতে দেয়া হবে না, এরুপ দৃষ্টি আর্কষণের পরও অভিযুক্ত মাহবুব বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার উপর অত্যাচার করে বা ভীতি/প্রলোভন দেখিয়ে পুলিশ দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করতে বলেছে এরুপ বক্তব্য রাখেনি বা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবকে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদানকালে অসুস্থ বা ভীত-বিহবল অবস্থায় পাননি। এ কথা স্বীকৃত যে, অভিযুক্ত মাহবুবুর রহমান মাহবুব সূদীর্ঘ ৯ দিন পুলিশ হেফাজতে থাকার পর বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি প্রদান করেছে। নথী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী মাহবুবুর রহমান মাহবুবকে ইং ১৪/০৫/২০৪ তারিখে গ্রেফতার করা হয় এবং তাকে বিধিগত ভাবে আদালতে উপস্থাপন করা হয়, রিমান্ড চাওয়া হয় এবং বিধি অনুযায়ী তদন্তের পর অভিযুক্ত মাহবুবুর রহমান মাহবুব দোষ স্বীকারোক্তিমূলক

জবানবন্দী প্রদান করার ইচ্ছা পোষণ করায় তাকে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থাপন করা হয়। অতএব, এই ৯ দিনের হেফাজতটি **বেআইনি পুলিশ হেফাজত (illegal Police Custody)** ছিল না। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত মাহবুবুর রহমান মাহবুবকে পূর্বে উল্লেখিত দৃষ্টি আকর্ষণমূলক প্রশ্নগুলি করেন এবং তাকে চিন্তাভাবনা করার জন্য ৩ টি ঘন্টা সময় দেন। এরপর বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি রেকর্ড করেন। অভিযুক্ত মাহবুবুর রহমান মাহবুব ইং ২৩/০৫/২০০৪ তারিখে দেয় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি পরবর্তীতে প্রত্যাহার করেন। আসামী মাহবুবুর রহমান মাহবুব বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করার সময় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বর্ণিত দৃষ্টি আকর্ষণমুলক প্রশ্নগুলি বুঝেই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করেন। ইং ০৩/০৪/২০০৫ তারিখ D.W-3 অভিযুক্ত মাহবুবের স্ত্রী রিনা সুলতানা আদালতে দাঁড়িয়ে যে সাক্ষ্য প্রদান করেন তা উপরোক্ত আলোচনার আলোকে গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে বিবেচিত হয়।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে সিদ্ধান্ত হয় যে, অভিযোগ প্রমাণের ৩টি মূল স্তম্ভ ((pillar) এর মধ্যে অন্যতম স্তম্ভ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি অভিযুক্ত মাহবুবুর রহমান মাহবুব **স্বেচ্ছায় এবং সঠিকভাবে (voluntarily and true)** দিয়েছেন।

তৃতীয় স্তম্ভঃ মৃত্যুকালীন জবানবন্দী (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে)

অভিযোগ প্রমানের জন্য অপর **মূল স্তম্ভ (pillar)** P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় দেয় জবানবন্দী। **প্রথমতঃ** প্রদর্শনী-২৯ চিহ্নিত এই জবানবন্দীটি মৃত্যুকালীন ঘোষণা (dying diclaration) হিসেবে

P.W-30 বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শফিক আনোয়ার রেকর্ড করেছেন। প্রদর্শনী-২৯ চিহ্নিত মৃত্যুকালীন ঘোষণাটি (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) রেকর্ড করার সময় রুগীর অবস্থা সম্পর্কে রেকর্ডকারী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উল্লেখ করেছেন যে, ‘‘রুগীর অবস্থা আশংকাজনক। ব্যথায় কাতরাচ্ছে। তার নাকে অক্সিজেন পাইপ দেয়া। তাকে ICU Bed No. 1 এ উত্তর দিকে পাঁ দক্ষিণ দিকে মাথা করে চিকিৎসাধীন রাখা হয়েছে। রুগী ব্যাথায় এপাশ ওপাশ করছে।’’ বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট। সাক্ষী এই ঘোষণা দিতে বাধ্য নন, ঘোষণাটি দিতে কেউ প্রভাবিত করেছে কিনা? স্বেচ্ছায় ঘোষণা দিবেন কি না? বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নে ঘোষণাকারী বলেছেন যে, তার পরিণতির জন্য যারা দায়ী তিনি তাদের কথা বলবেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এই ঘোষণাটি লিপিবদ্ধ করার পর ঘোষণা প্রদানকারীকে বক্তব্য পড়ে শুনানো ও বুঝানো হলে ঘোষণাকারী সত্য স্বীকারে স্বাক্ষর করেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট রুগী স্বেচ্ছায় এই বক্তব্য দেন উল্লেখে তার দস্তখত প্রদান করেন।

P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল ঘটনার সময় মারাত্নভাবে আহত হন এবং তার অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ঘটনার পরপরই অর্থাৎ ইং ১০/০৫/২০০৪ তারিখে এই মৃত্যুকালীন ঘোষণা (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) প্রদান করেন। যেহেতু মাহফুজুর রহমান মহল বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক রেকর্ডকৃত মৃত্যুকালীন ঘোষণা প্রদানের পর মৃত্যুবরণ করেনি সেহেতু আইনের বিধান অনুযায়ী সঠিকভাবে এই মৃত্যুকালীন জবানবন্দীটি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় দেয় জবানবন্দী হিসেবে পরবর্তীতে গৃহীত হয়েছে। যেহেতু সাক্ষী মাহফুজুর রহমান মহল ঘটনার পরপরই মৃত্যুসম অবস্থায় থাকাকালে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে

এই জবানবন্দী প্রদান করে সেহেতু সঙ্গত কারণেই এই জবানবন্দীটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশ্বাসযোগ্য এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের জন্য ৩টি মূল স্তম্ভের(pillar) মধ্যে অন্যতম একটি স্তম্ভ(pillar)।

উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, এজাহার, আসামী মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক দেয় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী এবং P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহলের দেয় মৃত্যুকালীন ঘোষণাটি (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) পরস্পর সম্পর্কিত এবং একে অপরের পরিপূরক। যেহেতু উপরের আলোচনায় **এজাহার বর্ণিত বিবরণটি গ্রহণযোগ্য**, মাহবুবুর রহমান মাহবুব কর্তৃক দেয় **স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও সঠিক (valuntarily and true)**, সর্বোপরি P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহলের **মৃত্যুকালীন ঘোষণাটি (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) প্রনিধানযোগ্য** মর্মে আদালতের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে, **সেহেতু এ অবস্থায় আসামীদের বিরুদ্ধে দেয় সাক্ষীদের বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যাক যে, এই তিনটি মূল স্তম্ভের (pillar) সাথে সাক্ষীদের সমর্থনযোগ্য বক্তব্যের প্রেক্ষিতে দন্ডিত আসামীগণের দন্ডাদেশ বহাল যোগ্য কিনা?**

দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী আমির সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

ডেথ রেফারেন্স এর সাথে এই আসামীর দায়ের করা ১৮৪৪/২০০৫ নং ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল নং ৪১৪/২০০৫ একত্রে আলোচনা করা হলো।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী আমিরের নাম এজাহারে নেই। প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃত দেয় স্বীকারোক্তিমূলক

জবানবন্দীটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দন্ডিত আমির ষড়যন্ত্রসভায় উপস্থিত ছিলনা। স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে বলা হয়েছে যে, ‘‘তার দলের মরকুন, টেকপাড়ার মজনু, গোপালপুরের আমির ও বড় জাহাঙ্গীরকে হাত করা হয়েছে’’। অর্থাৎ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতেই দেখা যায় যে, আসামী আমির ষড়যন্ত্র সভায় উপস্থিত ছিলনা। P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল ঘটনার সময়ে দন্ডিত আমিরকে মঞ্চের পিছন দিক থেকে পিস্তল ও রিভলবার হাতে মঞ্চের দিকে নিহত এম,পি সাহেব ও মোঃ মাহফুজুর রহমান মহলকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করতে দেখে মর্মে যে বক্তব্য রেখেছে P.W-33 মোঃ খালেকুজ্জামানের (মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা) কাছে কার্যবিধির ১৬১ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দীতে সাক্ষীরা এরুপ বক্তব্য রাখেনি দেখা যায়। অপরদিকে P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন, P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-28 জাবিদ আহসান সোহেল তাদের জবানবন্দীতে বলেছে যে, তারা দেখতে পায় দন্ডিত আসামী আমিরসহ অন্যান্য আসামীরা ঘটনার পর অস্ত্র হাতে রেলক্রসিং পার হয়ে যাচ্ছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা P.W-33 খালেকুজ্জামানের সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, এই সাক্ষীরা কার্যবিধির ১৬১ ধারার জবানবন্দীতে আমীর সম্পর্কে একথা বলেনি। P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল তার মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসাবে গৃহীত হয়েছে) ঘটনার পরপরই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ৬ জন আসামীর নাম উল্লেখ করলেও দন্ডিত আমিরের নাম উল্লেখ করেনি। অর্থাৎ দেখা যায় যে, এই মোকদ্দমায় পূর্বে উল্লেখিত ৩ টি মুল স্তম্ভের(pillar) মধ্যে ঃ-

প্রথমতঃ সুনির্দিষ্টভাবে ১৭ জনের নাম এজাহারে থাকলেও এই আসামীর নাম P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান এজাহারে উল্লেখ করেনি,

দ্বিতীয়তঃ মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ষড়যন্ত্রসভায় এই দন্ডিত আসামী উপস্থিত ছিলনা। এই আসামীকে ‘‘হাত করা হয়েছে’’ উল্লেখ করা হয় কিন্তু এই ‘‘হাত’’ করা সম্পর্কে কোন সাক্ষ্য বা পারিপার্শ্বিক প্রমাণ আদালতের সামনে উপস্থাপিত হয়নি,

তৃতীয়তঃ P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক মৃত্যুকালীন ষোঘনায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম উল্লেখ করা হয়নি যদিও সেখানে সুস্পষ্টভাবে বেশ কিছু আসামীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে,

চতুর্থতঃ P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল, P.W-7 জাকির হোসেন, P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন, P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-28 জাবিদ আহসান সোহেল আদালতে এই আসামী সম্পর্কে যে বক্তব্য প্রদান করেছে তা তদন্তকারী কর্মকর্তা P.W-33 মোঃ খালেকুজামানের কাছে কার্যবিধির ১৬১ ধারার জবানবন্দীতে বলেনি।

সঙ্গতকারণে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে সিদ্ধান্তে আসি যে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ থেকে সে সকল সাক্ষ্য প্রমাণাদি উপস্থাপিত হয়েছে তন্মধ্যে মূল স্তম্ভ হিসেবে বিবেচ্য **প্রাথমিক তথ্য বিবরণী, স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী এবং P.W-**

26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসাবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম নেই। এছাড়াও বর্ণিত সাক্ষীগণ আদালতে এসে এই আসামীর বিরুদ্ধে যে বক্তব্য রেখেছে সে সকল বক্তব্য কার্যবিধির ১৬১ ধারায় তদন্তকারী কর্মকর্তা P.W-33 মোঃ খালেকুজ্জামানের কাছে না রাখায় সিদ্ধান্তে আসি যে এ সকল বক্তব্য **পরবর্তী চিন্তাপ্রসূত ও সৃজিত (after thought and embellishment)।** এ অবস্থায় বিজ্ঞ নিম্ন আদালত দন্ডিত আসামী আমিরকে আনীত অভিযোগে যে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেছে তা রদরহিত যোগ্য।

দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী জাহাঙ্গীর ওরফে বড় জাহাঙ্গীর ওরফে ময়মনসিংহা জাহাঙ্গীর পিতা-নুর হোসেন সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

ডেথ রেফারেন্সের সাথে এই আসামীর দায়ের করা ফৌজদারী আপীল নং ১৮১৩/২০০৫ ও জেল আপীল নং ৪১৩/২০০৫ একত্রে আলোচনা করা হলো।

দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী জাহাঙ্গীর ওরফে বড় জাহাঙ্গীর ওরফে ময়মনসিংহা জাহাঙ্গীর পিতা-নুর হোসেন এর নাম এজাহারে নেই। মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক দেয় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে পাওয়া যায় যে, ‘‘তার দলের মরকুন, টেকপাড়ার মজনু, গোপালপুরের আমির ও বড় জাহাঙ্গীরকে হাত করা হয়েছে’’ অর্থাৎ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতেই দেখা যায় যে, আসামী জাহাঙ্গীর এই ষড়যন্ত্র সভায় উপস্থিত ছিলনা। ‘‘হাত’’ করা সম্পর্কে কোন সাক্ষ্য বা অবস্থাগত প্রমাণ উপস্থাপিত হয়নি। P.W-26 মোঃ মাহফুজুর রহমান মহলের মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে

কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসাবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম উল্লেখ নেই। P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-2 মোঃ রজব আলী, P.W-20 আজমত উল্লাহ খান, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল এই আসামীকে ঘটনার সময় গুলি করতে দেখেছে মর্মে উল্লেখ করলেও P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান ১৭ জন আসামীর নাম উল্লেখে এজাহার দায়ের করে অথচ এই আসামীর নাম এজাহারে উল্লেখ করেনি। P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুকালীন ঘোষণাতেও (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসাবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম উল্লেখ নেই। P.W-20 আজমত উল্লাহ খান এবং P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল তদন্তকারী কর্মকর্তা P.W-33 মোঃ খালেকুজ্জামানের কাছে কার্যবিধির ১৬১ ধারায় দেয় জবানবন্দীতে এই আসামীর নাম উল্লেখ করেনি। P.W-2 মোঃ রজব আলী তার জেরায় উল্লেখ করেছে যে, আসামী বড় জাহাঙ্গীর ঘটনার পূর্বে স্টেজে তার পিছনে বসা ছিল। তিনি আরো উল্লেখ করেন, সম্মেলন শুরু হওয়া থেকে শেষ পর্যন্ত আসামী বড় জাহাঙ্গীর সভাস্থলে থাকতে পারে। অর্থাৎ দেখা যায় যে, এই মামলায় পূর্বে উল্লেখিত ৩ টি মুল স্তম্ভের(pillar) মধ্যে ঃ-

প্রথমতঃ এজাহারে সুনির্দিষ্টভাবে ১৭ জনের নাম উল্লেখ থাকলেও বড় জাহাঙ্গীরের নাম উল্লেখ নেই। পরবর্তীতে এজাহার কারী P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান আদালতে এসে এই আসামীর নাম উল্লেখ করেছে মাত্র,

দ্বিতীয়তঃ দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ষড়যন্ত্রসভায় এই আসামী উপস্থিত ছিল না এবং তাকে কথিত ‘‘হাত করা হয়েছে’’ বক্তব্যটি প্রমাণিত হয়নি,

তৃতীয়তঃ ঘটনার পরপরই P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক দেয় মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) বেশ কিছু আসামীর নাম উল্লেখ থাকলেও এই আসামীর নাম উল্লেখ নেই,

চতুর্থতঃ P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল, P.W-20 আজমত উল্লাহ খান কার্যবিধির ১৬১ ধারায় দেয় জবানবন্দীতে P.W-33 তদন্তকারী কর্মকর্তা মোঃ খালেকুজ্জামানের কাছে এই আসামীর নাম উল্লেখ করেনি,

সর্বোপরি, P.W-2 মোঃ রজব আলীর সাক্ষ্যে পাওয়া যায় যে, এই আসামী সভার শুরু থেকেই মঞ্চে P.W-2 মোঃ রজব আলীর পিছনে বসা অবস্থায় ছিল।

সঙ্গত কারণেই উপরোক্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি পর্যালোচনায় সিদ্ধান্তে আসি যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত জাহাঙ্গীর ওরফে বড় জাহাঙ্গীর পিতা-নুর হোসেনকে দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় যে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেছে তা রদরহিতযোগ্য।

দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় যাবজ্জীবন কারাদন্ডপ্রাপ্ত আসামী রাকিবুদ্দিন সরকার ওরফে পাপ্পু সরকার সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

এই আসামীর দায়ের করা ফৌজদারী আপীল নং ১৫১৫/২০০৫ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত।

যাবজ্জীবন কারাদন্ডপ্রাপ্ত আসামী রাকিবুদ্দিন সরকার ওরফে পাপ্পু সরকারের নাম এজাহারে নেই। আসামী মাহবুবুর রহমান মাহবুব কর্তৃক দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদর্শনী-২৭ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এই জবানবন্দীতে বলা হয়েছে, "আমিন এর ড্রইং রুমে ঢুকে দেখি সেখানে নুরুল ইসলাম সরকার, পাপ্পু সরকার, নুরুল ইসলাম দীপু, আমিন, তার ভাতিজা আইয়ুব বসা।" স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে পাপ্পু সরকার সম্পর্কে আর কোন বক্তব্য নেই। অর্থাৎ ষড়যন্ত্রমূলক সভায় পাপ্পু সরকারের সক্রিয় অংশগ্রহণের কোন বিবরণ নেই। P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম

ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে আসামী আমিরের বাড়ির পূর্ব দিকে ১টি সাদা প্রাইভেট গাড়ীর ভিতর ড্রাইভিং সিটে অপর আসামী নুরুল ইসলাম সরকারের পাশে পাপ্পু সরকারকে বসে থাকতে দেখে। কিন্তু P.W-33 তদন্তকারী কর্মকর্তা মোঃ খালেকুজ্জামান তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম কার্যবিধির ১৬১ ধারায় দেয় জবানবন্দীতে তার কাছে বলে নাই যে, আসামী পাপ্পু সরকার গাড়ীর ভিতরে বসে, ড্রাইভিং সিটে আসামী নুরুল ইসলাম সরকার, আসামী নুর ইসলাম দীপু, আয়ূব ও আমিন গাড়ীর দরজা খুলে আসামী নুরুল ইসলাম সরকারের সাথে কথা বলেছে দেখতে পায়। P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে রাত ১০.০০ টার দিকে মরকুনের আমিন নেতার বাড়িতে তার বৈঠকখানার ভিতরে অন্যান্য আসামীগণকে দেখতে পেলেও এই আসামীকে দেখেছে তা উল্লেখ করেনি।

এই আসামী ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল একথা কোন সাক্ষী উল্লেখ করেনি। সার্বিক বিবেচনায় দেখা যায় যে,

প্রথমতঃ এজাহারে এই আসামীর নাম নেই,

দ্বিতীয়তঃ মাহবুবুর রহমান মাহবুব এর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে এই আসামী কেবল ‘‘বসা’’ উল্লেখ আছে। অপরদিকে P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব অন্যান্য আসামীদের মরকুনের আমিনের বাড়ীতে ষড়যন্ত্রমূলক সভায় দেখতে পেলেও এই আসামীকে দেখেনি। উপরন্তু P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম এই আসামীকে মরকুনের আমিনের বাড়ীর সামনের সাদা প্রাইভেট কারে আসামী নুরুল ইসলাম সরকারের ড্রাইভিং সীটের পাশে এ আসামীকে বসে থাকতে দেখলেও P.W-33 তদন্তকারী কর্মকর্তা মোঃ খালেকুজ্জামানের কাছে কার্যবিধির ১৬১ ধারার জবানবন্দীতে একথা উল্লেখ করেনি,

এ অবস্থায় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে সিদ্ধান্তে আসি যে, যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত রাকিবুদ্দিন সরকার ওরফে পাপ্পু সরকারকে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় যে দন্ডাদেশ প্রদান করেছেন তা রদরহিত যোগ্য।

দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় যাবজ্জীবন কারাদন্ডপ্রাপ্ত আসামী আইয়ুব আলী সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

এই আসামীর দায়ের করা ফৌজদারী আপীল নং ১৫১৫/২০০৫ আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত।

দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় যাবজ্জীবন কারাদন্ডপ্রাপ্ত আসামী আইয়ুব আলীর দন্ডাদেশ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্রথমতঃ আইয়ুব আলীর নাম এজাহারে নেই।

দ্বিতীয়তঃ মাহবুবুর রহমান মাহবুব কর্তৃক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে উল্লেখ আছে যে, ‘‘আমিন এর ড্রইং রুমে ঢুকে দেখি সেখানে নুরুল ইসলাম সরকার, পাপ্পু সরকার, নুরুল ইসলাম দীপু, আমিন, তার ভাতিজা আইয়ুব বসা।’’

তৃতীয়তঃ P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম তার জবানবন্দীতে বলে যে, ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে আমিনের বাড়ীর পাশে নুরুল ইসলাম দিপু, আইয়ুব ও আমিন গাড়ীর দরজা খুলে আসামী নুরুল ইসলাম সরকারের সাথে কথা বলছে দেখতে পায়। ১০/১২ দিন পর ঘটনা ঘটায় তিনি ‘‘অনুভব’’ করেন এরাই ঘটনা ঘটিয়েছে। P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব ঘটনার ১০/১২ দিন আগে রাত ১০.০০ টার দিকে মরকুনের আমিন নেতার বাড়িতে এই আসামী আইয়ুবকে দেখতে পান। এই দেখার বিষয়টি সত্য নয় মর্মে সাজেশন দেয়া হয়।

অর্থাৎ দেখা যায় যে, মাহবুবুর রহমান মাহবুবের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী মতে, ষড়যন্ত্র সভায় এই দন্ডিত আসামী আইয়ুবের কোন সক্রিয় অংশগ্রহণ নেই, সে তার চাচা আমিনের বাড়িতে উপস্থিত ছিল মাত্র। P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে এই আসামীকে অন্যান্য আসামীদের সাথে কথা বলতে দেখে এবং P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে ষড়যন্ত্রসভায় এই আসামীকে উপস্থিত থাকতে দেখে।

যেহেতু এই আসামী ঘটনার সময়ে উপস্থিত ছিলনা, ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে এই আসামীকে P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম মরকুনের আমিনের বাড়ির পাশে অন্যান্য আসামীদের সাথে দেখে, P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব এই আাসামীকে ষড়যন্ত্র সভায় দেখে, সর্বোপরি মাহবুবুর রহমান মাহবুবের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে দেখা যায় যে, এই আসামী ষড়যন্ত্রসভায় কেবলমাত্র ‘‘বসা’’ অবস্থায় ছিল, তার কোন সক্রিয় অংশগ্রহণের কোন চিত্র সার্বিক পর্যালোচনায় পাওয়া যায় না, সেহেতু বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক বর্ণিত ধারায় দন্ডিত আসামীকে দেয় যাবজ্জীবন কারাদন্ডাদেশটি **সন্দেহের অবকাশে (benefit of doubt)** রদরহিত যোগ্য মর্মে সিদ্ধান্তে আসি।

দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় যাবজ্জীবন দন্ডপ্রাপ্ত আসামী জাহাঙ্গীর ওরফে মোঃ জাহাঙ্গীর আলম পিতা- মেহের আলী সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

এ আসামীর দায়ের করা ১৮৪৫/২০০৫ নং ফৌজদারী আপীলটি আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় আসামী জাহাঙ্গীর ওরফে মোঃ জাহাঙ্গীর আলম পিতা মেহের আলীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্রথমতঃ এই আসামীর নাম এজাহারে নেই।

দ্বিতীয়তঃ প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক দেয় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে এই আসামীর নাম নেই।

তৃতীয়তঃ প্রদর্শনী- ২৩ চিহ্নিত P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক দেয় মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম নেই।

P.W- 1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-4 মোঃ আমিন উদ্দিন সরকার, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ এবং P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল ঘটনার সময় এই আসামীকে গুলি করতে দেখেছে মর্মে যে সাক্ষ্য প্রদান করে P.W- 33 তদন্তকারী কর্মকর্তা মোঃ খালেকুজ্জামানের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বর্ণিত সাক্ষীরা কার্যবিধির ১৬১ ধারায় এই আসামীকে বর্ণিত মতে ঘটনাস্থলে অংশগ্রহণের কথা তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে বলেনি।

P.W-7 জাকির হোসেন, P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন, P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ এবং P.W-28 জাবিদ আহসান রাসেল এই আসামীকে অন্যান্য আসামীদের সাথে ঘটনার সময় পশ্চিম দিকের গলি থেকে ছোট ছোট অস্ত্র হাতে দক্ষিণ দিকে এসে আসামী মোহাম্মদ আলীর বাড়ির দিকে চলে যেতে দেখে মর্মে যে বক্তব্য রাখে P.W-33 তদন্ত কর্মকর্তা মোঃ খালেকুজ্জামানের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কার্যবিধির ১৬১ ধারায় বর্ণিত সাক্ষীগণ তদন্ত কর্মকর্তার কাছে একথা উল্লেখ করেনি।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত দন্ডিত আসামী জাহাঙ্গীর ওরফে মোঃ জাহাঙ্গীর আলম পিতা-মেহের আলী-কে দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত পূর্বক যাবজ্জীবন

কারাদন্ডে দন্ডিত করেছেন। কিন্তু উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, দন্ডিত আসামী জাহাঙ্গীর ওরফে মোঃ জাহাঙ্গীর আলম পিতা- মেহের আলীর নাম এজাহারে নেই, মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে নেই, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহলের মৃত্যুকালীন ঘোষণাতে (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) নেই, সর্বোপরি যে সকল সাক্ষীরা এই আসামীকে ঘটনার সময়ে ঘটনাস্থলে বা ঘটনাস্থল থেকে চলে যেতে দেখেছে সে সকল সাক্ষীগণ তদন্ত কর্মকর্তার কাছে কার্যবিধির ১৬১ ধারায় দেয় জবানবন্দী প্রদানের সময় তা উল্লেখ করেনি। সঙ্গত কারণেই কার্যবিধির ১৬১ ধারায় দেয় জবানবন্দী বর্হিভূত পরবর্তীকালে আদালতে এসে এই আসামীর বিরুদ্ধে দেয় বক্তব্য **পরবর্তী চিন্তাপ্রসূত এবং সৃজিত (after thought and embellishment)** মর্মে আদালত বিশ্বাস করে। এ অবস্থায় বর্ণিত সাক্ষীগণ পরবর্তীতে আদালতে এসে যে বক্তব্য রেখেছে সে সম্পর্কে কোন পরিপুরক বা বিশ্বাসযোগ্য অবস্থাগত প্রমাণ আদালতের সামনে না থাকায় বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক দেয় এ আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডাদেশটি রদরহিত যোগ্য মর্মে সিদ্ধান্তে আসি।

দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী দুলাল মিয়া সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

ডেথ রেফারেন্সের সাথে এ আসামীর দায়ের করা ফৌজদারী আপীল নং ১৪৫২/২০০৫ ও জেল আপীল নং ৪১৫/২০০৫ একসাথে আলোচনায় নেয়া হলো।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই আসামীকে দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্তপূর্বক মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেছে। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্রথমতঃ এই আসামীর নাম এজাহারে আছে,

দ্বিতীয়তঃ মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক দেয় প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে এই আসামীর নাম নেই,

তৃতীয়তঃ P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম উল্লেখ নেই,

চতুর্থতঃ P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ এবং P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল তাদের সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছে যে, ঘটনার দিন দুলাল মিয়াসহ অন্যান্য আসামীদের মঞ্চে উপবিষ্ট এম,পি সাহেবকে ও মহলকে উদ্দেশ্য করে পিস্তল ও রিভলবার দিয়ে গুলি করতে দেখেছে কিন্তু P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম এবং P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ P.W-33 তদন্তকারী কর্মকর্তা মোঃ খালেকুজ্জামানের কাছে কার্যবিধির ১৬১ ধারায় দেয় জবানবন্দীতে এই বক্তব্য দেয়নি। P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল আদালতে এসে আসামী দুলাল মিয়াকে গুলি করতে দেখে মর্মে উল্লেখ করলেও তার দেয় প্রদর্শনী-২৩ চিহ্নিত মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম উল্লেখ করেনি। তদুপরি তদন্ত কর্মকর্তার কাছে কার্যবিধির ১৬১ ধারায় দেয় জবানবন্দীতেও এই আসামীর নাম উল্লেখ করেনি। মঞ্চে উপবিষ্ট P.W-1 এজাহারকারী মোঃ মতিউর রহমান এজাহারে এই আসামীর নাম উল্লেখ করলেও মঞ্চে উপবিষ্ট P.W-2 মোঃ রজব আলী বা মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যান্য সাক্ষীরা এই আসামীর নাম উল্লেখ করেনি। অর্থাৎ দেখা যায় যে, কেবলমাত্র এজাহারে এ

আসামীর নাম উল্লেখ ব্যতিত এই আসামীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ প্রমাণের জন্য আর কোন গ্রহণযোগ্য সমর্থিত সাক্ষ্য প্রমাণ বা অবস্থাগত প্রমাণাদি আদালতের সামনে উপস্থাপন করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সঙ্গত কারণে সিদ্ধান্তে আসি যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী দুলাল মিয়ার মৃত্যুদন্ডাদেশ রদরহিত যোগ্য।

দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী লোকমান হোসেন ওরফে বুলু সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

ডেথ রেফারেন্স ছাড়াও এই আসামীর দায়ের করা ফৌজদারী বিবিধ নং ৪১৪১১/২০১৪ আলোচনায় নেয়া হলো।

দন্ডিত আসামী লোকমান হোসেন ওরফে বুলু সম্পর্কে নিযুক্তিয় বিজ্ঞ আইনজীবী এ,এম, মাহবুব উদ্দিন বলেন যে, এজাহারে উল্লেখিত বুলু মিয়া, পিতা-অজ্ঞাত, সর্বসাং-গোপালপুর, এই দন্ডিত আসামী লোকমান হোসেন বুলু নয়। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কথিত লোকমান হোসেন বুলু এই মামলায় সর্বপ্রথম ইং ০৭/১০/২০১৪ তারিখে নোয়াখালী থেকে গ্রেফতার হয়। বিজ্ঞ আইনজীবী লোকমান হোসেন বুলুর ভোটার লিষ্ট এবং নিকাহনামা আদালতে দাখিল করেন। সেখানে দেখা যায় যে, লোকমান হোসেন বুলুর নাম অর্থাৎ উপস্থিত আসামীর নাম কামাল হোসেন বুলু, পিতা-আঃ গণি উল্লেখ আছে। এজাহার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এজাহারে বুলু মিয়া, পিতা-অজ্ঞাত, সর্বসাং-গোপালপুর এবং চার্জশীটে লোকমান হোসেন বুলু মিয়া, পিতা-গণি মিয়া, টংগী উল্লেখ আছে। বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, উপস্থিত আসামীকে ভুলক্রমে ইং ০৭/১০/২০১৪ তারিখে নোয়াখালী থেকে গ্রেফতার করে এই মামলায় দন্ডিত আসামী লোকমান হোসেন বুলু হিসেবে দেখানো হয়েছে। বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এই ভোটার লিষ্ট বা নিকাহনামা সঠিক নয় বা দন্ডিত আসামী

লোকমান হোসেন বুলু ইং ০৭/১০/২০১৪ তারিখে নোয়াখালী থেকে গ্রেফতারকৃত উপস্থিত কামাল হোসেন বুলু, পিতা- আঃ গণি একই ব্যক্তি বা বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক উত্থাপিত "wrong identification" সম্পর্কে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে কোন বিরোধিতা করা হয়নি।

P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-18 মোঃ আহসান উল্লাহ, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল এ আসামীকে অন্যান্য আসামীদের সাথে ঘটনাস্থলে গুলি করতে দেখেছে মর্মে যে বক্তব্য রেখেছে তা উপরোক্ত আলোচনার আলোকে "wrong identification" এর সন্দেহের অবকাশে গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে সিদ্ধান্তে আসি।

এই অবস্থায় যেহেতু এই আসামীর নাম এজাহারে আছে (ধরে নিলেও) কিন্তু মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবের প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে বা P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহলের মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম উল্লেখ নেই, সর্বোপরি সাক্ষীদের বক্তব্যে এই আসামীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে কোন সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা নেই এবং আসামীপক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর wrong identification সম্পর্কে রাষ্ট্রপক্ষে কোন বিরোধিতা নেই সেহেতু **সন্দেহের অবকাশে (benefit of doubt)** এই আসামীকে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক দেয় মৃত্যুদন্ডাদেশ রদরহিদ যোগ্য মর্মে সিদ্ধান্তে আসি।

দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী ফয়সাল ও রনি মিয়া ওরফে রনি ফকির সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এই আসামীদ্বয় একই ফুটিংভূক্ত (footing) এবং কেবলমাত্র ডেথ রেফারেন্স থাকায় একসাথে আলোচনায় নেয়া হলো।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই আসামীদেরকে দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্তপূর্বক মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্রথমত ঃ এই আসামীদের নাম এজাহারে উল্লেখ আছে,

দ্বিতীয়তঃ প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবের দেয় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে এই আসামীদের নাম নেই,

তৃতীয়তঃ P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীদের নাম উল্লেখ নেই,

চতুর্থতঃ P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-18 মোঃ আহসান উল্লাহ, এবং P.W-20 আজমত উল্লাহ খান এর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এই আসামীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে অন্যান্য আসামীদের সাথে এই আসামীরা এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করেছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা P.W-33 মোঃ কামরুজ্জামান এর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এই আসামীদের পক্ষে স্টেট ডিফেন্স নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জেরা adopt করেছেন মাত্র। সুনির্দিষ্টভাবে এই আসামীদের পক্ষে কোন জেরা করা হয়নি। **স্টেট ডিফেন্স কর্তৃক নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর এরুপ নির্লিপ্ততা বাঞ্চনীয় নয়।**

এই আদালতে ডেফ রেফারেন্স শুনানীকালে এই আসামীদের পক্ষে স্টেট ডিফেন্স নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এ. এম. মোঃ আজিজুল হক বলেন যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই আসামীদেরকে যে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন তা সঠিক নয়।

এজাহার, উপরে বর্ণিত সাক্ষীদের বক্তব্য, বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের স্টেট ডিফেন্স নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর জেরার ধরণ, সর্বোপরি এই আদালতে স্টেট ডিফেন্স নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী ফয়সাল ও রনি মিয়া ওরফে রনি ফকিরের বিরুদ্ধে এজাহারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকলেও অন্যান্য ১৭ জন আসামীর সাথে কেবলমাত্র তাদের নামটি যেভাবে উল্লেখিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই উপরে উল্লেখিত সাক্ষীগণ অন্যান্য আসামীদের সাথে তাদের নামটি উচ্চারণ করেছে মাত্র। একইভাবে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক স্টেট ডিফেন্স নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী এবং এই আদালতে স্টেট ডিফেন্স নিযুক্তিয় বিজ্ঞ আইনজীবী এই আসামীদের বিরুদ্ধে একটি ‘গয়রহ’ আচরণে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং আনীত অভিযোগ সরকার পক্ষ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে কতটা প্রমাণ করতে পেরেছে সে সম্পর্কে আদালতকে সাহায্য করা থেকে উদাসীন থাকেন। **এ ক্ষেত্রে এই আদালত অভিমত পোষণ করে যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এবং সলিসিটর উইং স্টেট ডিফেন্স আইনজীবী নিয়োগে পরবর্তীতে অত্যন্ত সচেতন হবে যেন কোন আসামী পলাতক থাকলে বা আইনজীবী নিয়োগে ব্যর্থ হলে এ সকল আসামীগণ সঠিক, আন্তরিক এবং যথাযথ আইনী সহায়তা প্রাপ্ত হয়।**

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই আসামীদের নাম এজাহারে থাকলেও প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব

কর্তৃক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে পাওয়া যায় যে, ষড়যন্ত্র সভা বা ঘটনার দিন অপর আসামী মোহাম্মদ আলীর বাড়িতে অন্যান্য বেশ কিছু আসামীদের একত্রিত হবার সময়ও এই আসামীরা উপস্থিত ছিলনা। P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল তার মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীদের নাম উল্লেখ করেনি। এই মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল ৬ জন আসামীর নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ পূর্বক বলেছেন যে, "এই ৬ জন ছাড়াও আরও সন্ত্রাসী ছিল। তাদের কথা এখন Memory-তে আনতে পারছি না।" এই P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল আদালতে এসে তার জবানবন্দীতে যে ৬ জন আসামীর নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন তার বাইরে আরো বেশকিছু আসামীর নাম উল্লেখ করলেও এই আসামীদের নাম উল্লেখ করেনি। P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান এবং P.W-2 মোঃ রজব আলী একই মঞ্চে ঘটনার সময় উপস্থিত থাকা অবস্থায়, P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান এই আসামীদেরকে ঘটনাস্থলে গুলি করতে দেখেছে মর্মে উল্লেখ করে, অথচ P.W-2 মোঃ রজব আলী এই আসামীদের বিরুদ্ধে কিছুই বলে না। সর্বোপরি এই মামলার অন্যতম সাক্ষী P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল এই আসামীদের উপস্থিতির কথা বলে না।

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এজাহারে এই আসামীদের নাম উল্লেখ থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। বর্ণিত সাক্ষীরা এই আসামীদের নামটি আর ১৫/২০ জন আসামীর সাথে উচ্চারণ করেছে মাত্র। সর্বোপরি P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল যিনি এই মামলার অন্যতম সাক্ষী তিনি এই আসামীদের নাম উল্লেখ করেন নি এবং মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া

ওরফে মাহবুব কর্তৃক দেয় প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী মতে ঘটনার দিন যেখানে বেশ কিছু আসামী একত্রিত হয়েছিল সেখানেও এই আসামীদের নাম নেই। অর্থাৎ দেখা যায় যে, এই আসামীদের নাম এজাহারে এবং কিছু কিছু সাক্ষীর বক্তব্যে যেভাবে এসেছে তা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়। সর্বোপরি ঘটনাস্থলের অন্যতম সাক্ষীরা এই আসামীদের নাম উল্লেখ করেনি। যেমন P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল, P.W-2 মোঃ রজব আলী। পূর্বে উল্লেখিত আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের ভিত্তি হিসেবে ৩টি মূল স্তম্ভের (pillar) মধ্যে মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুর কর্তৃক প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে এবং P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীদের নাম উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র এজাহারে অন্যান্য আসামীদের সাথে এই আসামীদের নামটি উল্লেখ আছে মাত্র। এই অবস্থায় এই আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত 'অনির্দিষ্ট' অভিযোগটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে বলে আমাদের কাছে বিবেচিত হয়নি।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী ফয়সাল এবং রনি মিয়া ওরফে রনি ফকিরকে যে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করা হয় তা রদরহিত যোগ্য মর্মে সিদ্ধান্তে আসি।

দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী খোকন সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এই আসামীর বিরুদ্ধে কেবলমাত্র ডেথ রেফারেন্স শুনানীর জন্য নেয়া হয়।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই আসামীকে দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্তপূর্বক মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্রথমত ঃ এই আসামীর নাম এজাহারে উল্লেখ নেই,

দ্বিতীয়তঃ প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবের দেয় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে এই আসামীর নাম নেই,

তৃতীয়তঃ P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম উল্লেখ নেই,

চতুর্থতঃ P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-2 মোঃ রজব আলী, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-18 মোঃ আহসান উল্লাহ, এবং P.W-20 আজমত উল্লাহ খান, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল তাদের সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছে যে, অন্যান্য আসামীদের সাথে এই আসামীকে ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে অস্ত্রহাতে গুলিবর্ষণ করতে দেখেছে।

P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান এজাহারকারী হিসেবে ১৭ জনের নাম এজাহারে উল্লেখ করলেও এই আসামীর নাম এজাহারে উল্লেখ করেনি। ঘটনার ৩৫ ঘন্টা পরে দায়েরকৃত এজাহারে যেখানে ১৭ জন আসামীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যাদেরকে তিনি ঘটনাস্থলে দেখেছিলেন, সেখানে এই আসামীর নাম উল্লেখ না থাকায় সঙ্গত কারণেই P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান আদালতে এসে যখন এই আসামীর নাম ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল মর্মে উল্লেখ করে সে বিষয়টি সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য নয়। P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল তার মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা

পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম বলেনি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের মূল ভিত্তি হিসাবে ৩টি স্তম্ভকে (pillar) বিবেচনায় আনা হয়েছে। **প্রথমতঃ** এজাহার, **দ্বিতীয়তঃ** মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক দেয় প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী, **তৃতীয়তঃ** P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক মৃত্যুকালীন ঘোষনা (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে)। এই তিনটি মূল স্তম্ভের একটিতেও এই আসামীর নাম উল্লেখ নেই। উল্লেখিত সাক্ষীরা পরবর্তীতে আদালতে এসে অন্যান্য সকল আসামীদের সাথে এই আসামীর নামটি 'অনির্দিষ্টভাবে' উল্লেখ করেছে মাত্র।

অপর আসামী ফয়সাল ও রনি মিয়া ওরফে রনি ফকির এর ন্যায় এই আসামীর পক্ষেও বিজ্ঞ নিম্ন আদালত থেকে স্টেট ডিফেন্স নিয়োগ দেয়া হয় এবং বর্তমান আদালতেও এই আসামীর পক্ষে স্টেট ডিফেন্স আইনজীবী নিয়োগ দেয়া হয়। অত্যন্ত দুঃখজনক ভাবে লক্ষণীয় যে, এই স্টেট ডিফেন্স নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীগণ তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। আদালত মনে করে, স্টেট ডিফেন্স নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীগণ যদি সঠিকভাবে এই আসামীর পক্ষে তাদের দায়িত্ব পালন করতেন তাহলে বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের কাছে একথা সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হত যে, যেখানে এজাহারে ১৭ জন আসামীর নাম উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও এই আসামীর নাম নেই, মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে এই আসামীর নাম উল্লেখ করেনি, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে

কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম না থাকার পরও সাক্ষীগণ আদালতে এসে এই আসামীর বিরুদ্ধে অন্যান্য সকল আসামীদের সাথে জড়িয়ে অনির্দিষ্টভাবে যে বক্তব্য রেখেছে তা সম্পূর্ণই এই আসামীর বিরুদ্ধে পরবর্তী চিন্তাপ্রসূত ও সৃজিত (after thought and embellishment)।

পূর্বের আলোচনার আলোকে আবারও উল্লেখ করা হচ্ছে যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এবং সলিসিটর উইং স্টেট ডিফেন্স আইনজীবী নিয়োগকালে পরবর্তীতে আরো সতর্ক হবেন।

সার্বিক পর্যালোচনায় সিদ্ধান্তে আসি যে, যেহেতু এই আসামীর নাম এজাহারে ছিল না, যেহেতু মাহবুবুর রহমান মাহবুব কর্তৃক প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতেও এই আসামীর নাম ছিল না, যেহেতু P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক দেয় মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম উল্লেখ করা হয়নি, কেবলমাত্র পরবর্তীতে অন্যান্য আসামীদের সাথে 'অনির্দিষ্টভাবে' কিছু বক্তব্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই আসামীকে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন সেহেতু তা সঠিক নয়।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী খোকনকে যে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করা হয় তা রদরহিত যোগ্য মর্মে সিদ্ধান্তে আসি।

দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় যাবজ্জীবন কারাদন্ডপ্রাপ্ত আসামী মনির সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এই আসামীর দায়ের করা ১৮০৮/২০০৫ নং ফৌজদারী আপীল সম্পর্কিত আলোচনা।

দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় যাবজ্জীবন কারাদন্ডপ্রাপ্ত আসামী মনিরের দন্ডাদেশ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্রথমতঃ আসামী মনিরের নাম এজাহারে আছে,

দ্বিতীয়ত ঃ মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক দেয় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে এই আসামীর নাম উল্লেখ নেই,

তৃতীয়ত ঃ P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহলের মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসাবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম উল্লেখ নেই।

P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-20 আজমত উল্লাহ খান এবং P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল তাদের সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, আসামী মনির ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে পিস্তল, রিভলবার দিয়ে অন্যান্য আসামীদের সাথে নিহত এম,পি আহসান উল্লাহ মাষ্টার এবং মহলকে লক্ষ্য করে উপর্যূপরি গুলিবর্ষণ করে। এ প্রসঙ্গে তদন্তকারী কর্মকর্তা P.W-33 মোঃ খালেকুজ্জামানের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, কার্যবিধির ১৬১ ধারায় তদন্ত কর্মকর্তার কাছে দেয় জবানবন্দীতে P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম,

P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম এবং P.W-20 আজমত উল্লাহ খান বলেনি যে, ঘটনার সময় তারা আসামী মনিরকে ঘটনাস্থলে গুলি করতে দেখেছে।

P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল আদালতে এসে আসামী মনিরকে ঘটনাস্থলে গুলি করতে দেখে মর্মে উল্লেখ করলেও প্রদর্শনী-২৩ চিহ্নিত মৃত্যুকালীন ঘোষণা (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সেখানে এই আসামীর নাম উল্লেখ নেই। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই আসামীর বিরুদ্ধে কেবলমাত্র এজাহারে আসামীর নাম এবং P.W-1 এজাহারকারী মোঃ মতিউর রহমানের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে যাবজ্জীবন কারাদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন । যেহেতু P.W-1 এজাহারকারী মোঃ মতিউর রহমানের বক্তব্য আর কোন সাক্ষীর বক্তব্য দ্বারা সমর্থিত নয় এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনা প্রবাহ অথবা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের অপর দুই মূল স্তম্ভ (pillar) মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবের স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দী এবং মাহফুজুর রহমান মহলের মৃত্যুকালীন ঘোষনায় এই আসামীর নাম নেই, সেহেতু সিদ্ধান্তে আসি যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক আসামী মনিরকে দেয় যাবজ্জীবন কারাদন্ডাদেশ রদ রহিদ যোগ্য।

দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী সৈয়দ আহমেদ মজনু সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এই আসামীর কেবলমাত্র ডেথ রেফারেন্স শুনানী হয়।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই আসামীকে দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্রথমতঃ এই আসামীর নাম এজাহারে উল্লেখ আছে,

দ্বিতীয়তঃ মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক দেয় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদর্শনী-২৭ পর্যালোচনা দেখা যায় যে, ষড়যন্ত্র সভায় এই দন্ডিত আসামী উপস্থিত ছিল না। এই আসামীকে ‘‘হাত’’ করা হয়েছে উল্লেখ করা হয় মাত্র,

তৃতীয়তঃ P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক দেয় মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম উল্লেখ করা হয়নি, যদিও সেখানে সুস্পষ্টভাবে বেশ কিছু আসামীর নাম উল্লেখ আছে,

চতুর্থতঃ P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-7 জাকির হোসেন, P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ এবং P.W-20 মোঃ আজমত উল্লাহ খান তাদের সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছে যে, আসামী মজনুকে ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে পিস্তল ও রিভলবার নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত এম,পি আহসান উল্লাহ মাষ্টার এবং মহলকে গুলি করতে দেখেছে এবং P.W-7 জাকির হোসেন, P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ তাদেরকে ঘটনাস্থল থেকে পিস্তল হাতে চলে যেতে দেখেছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা P.W-33 মোঃ খালেকুজ্জামানের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, P.W-7 জাকির হোসেন, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ এবং P.W-20 আজমত উল্লাহ খান কার্যবিধির ১৬১ ধারায় দেয় জবানবন্দীতে আসামী সৈয়দ আহমেদ মজনুকে পিস্তল বা রিভলবার হাতে ঘটনাস্থলে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি, মহল বা কাউকে গুলি করতে দেখেছে মর্মে বা চলে যেতে দেখেছে মর্মে উল্লেখ করেনি।

যেহেতু এই আসামীর নাম এজাহারে উল্লেখ আছে, এজাহারকারী P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান এজাহারে বর্ণিত ঘটনা সবিস্তারে আদালতে উপস্থাপন করেছে এবং এই আসামীকে ঘটনাস্থলে পিস্তল, রিভলবার হাতে গুলি করতে দেখেছে এবং P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার, এজাহারকারী P.W-1 মোঃ মতিউর রহমানের বক্তব্যকে সমর্থন করেছে সেহেতু উপরে উল্লেখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে এই আসামীর ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততার বিষয় এবং সমর্থিত সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিবেচনায় আসামী সৈয়দ আহমেদ মজনুকে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক দেয় মৃত্যুদন্ডাদেশের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ডাদেশ প্রদান সমীচীন বলে আমরা মনে করি।

অতএব, দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী সৈয়দ আহমেদ মজনুকে মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করার সিদ্ধান্ত হয়।

দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী মোহাম্মদ আলী সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

ডেথ রেফারেন্সের সাথে ১৫৭২/২০০৫ নং ফৌজদারী আপীল ও ৪১২/২০০৫ নং জেল আপীল একত্রে আলোচনায় নেয়া হলো।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই আসামীকে দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্রথমতঃ এই আসামীর নাম এজাহারে নেই,

দ্বিতীয়তঃ মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক দেয় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদর্শনী-২৭ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ষড়যন্ত্র সভায় এই মোহম্মদ আলী উপস্থিত ছিল এবং এই ষড়যন্ত্রে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে আরো পাওয়া যায় ঘটনার দিন ইং ০৭/০৫/২০০৪

তারিখ সকাল ১১.০০ টার দিকে আসামীর বাসভবনে অন্যান্য বেশ কিছু আসামীকে এই আসামী তৈরী হতে বলে,

তৃতীয়তঃ P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম নেই,

P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম এর সাক্ষ্যে পাওয়া যায় যে, ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে আনুমানিক রাত ১১.০০ ঘটিকার দিকে আসামী আমিনের বাড়ির পূর্ব দিকে একটি মটর সাইকেল ও একটি সাদা রংয়ের প্রাইভেট গাড়ী তিনি দেখতে পান। সাক্ষী আরো জানান যে, আসামী মোহাম্মদ আলী ও মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবকে মটর সাইকেল করে চলে যেতে দেখেন। P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব জানান যে, ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে তিনি মরকুনের আমিন নেতার বাড়িতে যান এবং সেখানে রাত ১০.০০ টার দিকে একটি প্রাইভেট কার ও মটর সাইকেল দাঁড়ানো দেখতে পান। এ সময় সাক্ষী আসামী আমিনের ঘরের ভিতর মোহাম্মদ আলী সহ অন্যান্যদের বসে থাকতে দেখেন। মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবের প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বেই আসামী মোহাম্মদ আলী, আসামী মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবকে হোন্ডায় করে মরকুনের আমিনের বাড়ীতে যায় এবং সেখানে পূর্বে উল্লেখিত ষড়যন্ত্র বৈঠকটি হয়। প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর সমর্থন মেলে P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম এবং P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব এর সাক্ষ্যে। পক্ষান্তরে বলা যায়, P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম এবং

P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব এর প্রদত্ত সাক্ষীকে সমর্থন করে প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর উপরোক্ত বক্তব্য।

P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-20 আজমত উল্লাহ খান, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল ঘটনার সময় আসামী মোহাম্মদ আলীকে ঘটনাস্থলে পিস্তল, রিভলবার দিয়ে গুলি করতে দেখে মর্মে যে বক্তব্য আদালতে উপস্থাপন করে P.W-33 তদন্তকারী কর্মকর্তা মোঃ খালেকুজ্জামানের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কার্যবিধির ১৬১ ধারায় গৃহীত জবানবন্দীতে এই সাক্ষীগণ মোহাম্মদ আলীকে ঘটনাস্থলে দেখেছে মর্মে উল্লেখ করেনি।

P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-7 জাকির হোসেন, P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-20 আজমত উল্লাহ খান, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল এবং P.W-28 জাবিদ আহসান সোহেল আদালতে এসে তাদের সাক্ষ্যে উল্লেখ করে যে, ঘটনার পূর্বে, ঘটনার সময় এবং ঘটনার পর পর এই আসামীকে অন্যান্য আসামীদের সাথে অস্ত্রসহ গুলি করতে দেখেছে এবং পালিয়ে যেতে দেখেছে কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা P.W-33 মোঃ খালেকুজ্জামানের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, কার্যবিধির ১৬১ ধারায় তদন্ত কর্মকর্তার কাছে দেয় জবানবন্দীতে তারা একথা বলেনি। উপরন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলী চার্জশীট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, **মোহাম্মদ আলী ঘটনাস্থলে এসেছিল তা তিনি তদন্তে প্রাপ্ত হননি।**

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সংঘটিত ঘটনার পূর্বেই যে পরিকল্পনা ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র সভা হয়েছিল সেখানে দন্ডিত আসামী মোহাম্মদ আলীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল, যদিও ঘটনাস্থলে এই আসামী উপস্থিত ছিল না। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দন্ডিত আসামী মোহাম্মদ আলী ঘটনার পর পর গ্রেফতার হয় এবং ইং ১৬/০৪/২০০৫ তারিখে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের দিন থেকে অদ্যাবধি অর্থাৎ সুদীর্ঘ ১১ বছরের উর্দ্ধকাল অবধি কনডেম সেলে আবদ্ধ আছে।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে যেহেতু এই দন্ডিত আসামীর নাম এজাহারে নেই, তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্তকারী কর্মকর্তা P.W-33 মোঃ কামরুজ্জামান তার প্রদত্ত অভিযোগপত্রে আসামীর উপস্থিতি ঘটনাস্থলে পাননি, আদালতে এসে যে সকল সাক্ষীরা এই আসামী ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল মর্মে বক্তব্য রেখেছে তদন্তকারী কর্মকর্তা P.W-33 মোঃ কামরুজ্জামানের কাছে কার্যবিধির ১৬১ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দীতে তারা আসামীর উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেনি, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে আদালতে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম নেই, তবে এই আসামী ষড়যন্ত্রসভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে মর্মে সহ আসামী মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় এবং P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম, P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব এর সাক্ষ্য দ্বারা এই বক্তব্য সমর্থিত হয়, সেহেতু উপরোক্ত সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনায় বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক মোহম্মদ আলীকে যে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করা হয়েছে সেই

মৃত্যুদন্ডাদেশের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা সমীচীন বলে আমরা মনে করি।

অতএব, দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী মোহাম্মদ আলীকে মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করার সিদ্ধান্ত হয়।

দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী আনোয়ার হোসেন আনু সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এই আসামীর কেবলমাত্র ডেথ রেফারেন্স শুনানী হয়।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই আসামী আনোয়ার হোসেন আনুকে দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্তপূর্বক মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন। নর্থি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্রথমতঃ এই আসামীর নাম এজাহারে উল্লেখ আছে,

দ্বিতীয়তঃ মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে এই আসামী ষড়যন্ত্র সভায় উপস্থিত না থাকলেও ঘটনার দিন মোহম্মদ আলীর ঘরে এই আসামী উপস্থিত ছিল এবং এই আসামী লম্বা বিধায় ঘটনাস্থলে সে পর্দার উপরভাগ একটু টান দিয়ে মাহফুজুর রহমান মহলের অবস্থান লক্ষ্য করে এবং এই আসামী মাহফুজুর রহমান মহলকে লক্ষ্য করে গুলি করে মর্মে উল্লেখ আছে,

তৃতীয়তঃ P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক দেয় মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম নেই,

চতুর্থতঃ P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-2 মোঃ রজব আলী, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-20 আজমত উল্লাহ খান, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল তাদের সাক্ষ্যে উল্লেখ করে যে, আসামী আনোয়ার হোসেন আনুসহ অন্যান্য আসামীরা মঞ্চের পিছন দিক থেকে পিস্তল ও রিভলবার নিয়ে নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি ও মোঃ মাহফুজুর রহমান মহলকে উদ্দেশ্য করে গুলি করতে থাকে। P.W-7 জাকির হোসেন, P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন, P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ তাদের সাক্ষ্যে উল্লেখ করে যে, এই আসামীসহ অন্যান্য আসামীদের অস্ত্র হাতে রেল ক্রসিং পার হয়ে আসামী মোহাম্মদ আলীর বাড়ির দিকে চলে যেতে দেখে। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, বর্তমান ঘটনার সাথে দন্ডিত আসামীদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ৩ টি মূল স্তম্ভ (pillar) বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে এজাহার, মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহলের মৃত্যুকালীন ঘোষণা (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে)।

দন্ডিত আসামী আনোয়ার হোসেন আনু সম্পর্কে এজাহারে অন্যান্য সকল আসামীদের সাথে তার নাম উল্লেখ আছে দেখা যায়। মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক দেয় প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এই আসামী মাহফুজুর রহমান মহলকে উদ্দেশ্য করে গুলি করেছিল, যেই মাহফুজুর রহমান মহল ঘটনাস্থলে মারাত্নক আহত হয়ে একটি

মৃত্যুকালীন ঘোষণা (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে আদালতে গৃহীত হয়েছে) দিয়েছিল এবং পরবর্তীতে তিনি বেঁচে যান। এই মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) মাহফুজুর রহমান মহল সুস্পষ্টভাবে ৬ জনের নাম উল্লেখ করলেও এই আসামীর নাম উল্লেখ করেনি। P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-2 মোঃ রজব আলী, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-7 জাকির হোসেন, P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন, P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-20 আজমত উল্লাহ খান, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল ঘটনাস্থলে এই আসামীর উপস্থিতির বিষয়টি উল্লেখ করেছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, এজাহারে আসামী নূরুল ইসলাম দীপু ও শহিদুল ইসলাম শিপু এজাহারকারীর বড় ভাই আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পিকে লক্ষ্য করে গুলি করে এবং অন্যান্যরাও সভাস্থলে গুলি করে মর্মে উল্লেখ আছে। অপরদিকে মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে পাওয়া যায় যে, আসামী আনোয়ার হোসেন আনু মহলকে উদ্দেশ্য করে গুলি করে, যদিও মহল নিহত হয়নি। এছাড়াও উপরে উল্লেখিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী আনোয়ার হোসেন আনু ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে গুলি করেছিল। এই অবস্থায় উপরোক্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি পর্যালোচনায় এবং বর্ণিত ঘটনার সাথে আসামীর সম্পৃক্ততার বিষয়টি বিবেচনায় এনে আসামী আনোয়ার হোসেন আনুকে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক দেয় মৃত্যুদন্ডাদেশের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান সমীচীন বলে আমরা মনে করি।

অতএব, দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী আনোয়ার হোসেন আনুকে মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করার সিদ্ধান্ত হয়।

দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী রতন মিয়া ওরফে বড় মিয়া ওরফে রতন ওরফে বড় রতন সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

ডেথ রেফারেন্স এর সাথে এই আসামীর দায়ের করা ৮৩৩০/২০১০ নং ফৌজদারী আপীলটি আলোচনা করা হলো।

দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্তপূর্বক মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামী রতন মিয়া ওরফে বড় মিয়া ওরফে রতন ওরফে বড় রতনের দন্ডাদেশ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্রথমতঃ এই আসামীর নাম এজাহারে আছে,

দ্বিতীয়তঃ মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ষড়যন্ত্র সভায় এই আসামীর উপস্থিতির কথা বলা না হলেও অপর আসামী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে ঘটনার দিন উপস্থিতির কথা বলা আছে,

তৃতীয়তঃ P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম উল্লেখ আছে,

চতুর্থতঃ P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-2 মোঃ রজব আলী, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W- 20 আজমত উল্লাহ খান, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল ঘটনার দিন এবং P.W-7 জাকির হোসেন,

P.W-8, মোঃ আক্তার হোসেন, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ ঘটনার পরপরই এই আসামীকে ঘটনাস্থলে অন্যান্য আসামীদের সাথে এই আসামীকে এলোপাথাড়ি গুলি করতে এবং চলে যেতে দেখেছে মর্মে উল্লেখ করেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের মূল ভিত্তি হিসেবে ৩টি স্তম্ভকে (pillar) বিবেচনায় আনা হয়েছে। এ অবস্থায় এজাহার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এজাহারে আসামীর নাম এজাহারকারী রতন মিয়া, পিতা-অজ্ঞাত, সাং-গোপালপুর হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছে। অপরদিকে মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে বড় রতন, সাং-গোপালপুর উল্লেখ করা হলেও চার্জশীটে দেখা যায় যে, চার্জশীটে এই আসামীর নাম বড় রতন ওরফে রতন মিয়া, সাং-সফিপুর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এজাহারে অপর মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী ছোট রতন (যে বর্তমানে মৃত) এর নাম উল্লেখ না থাকলেও P.W-1 এজাহারকারী মোঃ মতিউর রহমান সহ সকল সাক্ষীগণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, আসামী ছোট রতনের হাতে একটি কাটা বন্দুক ছিল। অপরদিকে অন্যান্য সাক্ষীরা দন্ডিত আসামী রতন মিয়া ওরফে বড় রতন সম্পর্কে অন্যান্য আসামীদের সাথে পিস্তল হাতে দেখেছে মর্মে উল্লেখ করেছে। এ অবস্থায় P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুকালীন ঘোষণা (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সেখানে মাহফুজুর রহমান মহল তার জবানবন্দীতে যে ৬ জন আসামীর নাম সুস্পষ্ট ও সুনির্দিস্টভাবে উল্লেখ করেছে সেখানে ‘‘রতন’’ নামটি উল্লেখ আছে। যেহেতু অপর আসামী ছোট রতনকে একটি কাটা বন্দুক হাতে ঘটনাস্থলে গুলি করতে দেখেছে মর্মে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে সকল সাক্ষী উল্লেখ করেছে সেহেতু P.W-26 মাহফুজুর

রহমান মহল কর্তৃক মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) উল্লেখিত রতন অপর আসামী ‘‘ছোট রতন’’ না এই দন্ডিত আসামী রতন মিয়া সে সম্পর্কে একটি সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে এই সন্দেহের অবকাশ ব্যতিরেকে এজাহার, স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী এবং সাক্ষীদের বক্তব্য পর্যালোচনায় একথা প্রমাণিত যে ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে দন্ডিত আসামী ‘‘রতন মিয়া’’ ওরফে বড় রতন অন্যান্য আসামীদের সাথে ঘটনাস্থলে অস্ত্র সহ উপস্থিত ছিল। এজাহারে উল্লেখ আছে যে, এজাহারকারী নূরুল ইসলাম দিপু ও শহিদুল ইসলাম শিপুকে নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পিকে লক্ষ্য করে গুলি করতে দেখেছে। অন্যান্য আসামীদের গুলিতে সভাস্থলে মোঃ মাহফুজুর রহমান মহলসহ অন্যান্যরা আহত হয় (পরবর্তীতে আহত ওমর ফারুক রতন মৃত্যুবরণ করে)। সামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যদিও পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) উল্লেখিত ‘রতন’ এই দন্ডিত আসামী ‘রতন’ কিনা সে সম্পর্কে একটি সন্দেহ রয়েছে এবং এজাহারে উল্লেখিত মতে P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান এই আসামীকে সরাসরি নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি কে গুলি করতে দেখেছেন মর্মে উল্লেখ নেই, তবে অন্যান্য আহতদের অন্যান্য আসামীদের সাথে গুলি করতে দেখেছে এবং সাক্ষীরা এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছে। এই অবস্থায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী রতন মিয়া ওরফে বড় রতনকে উল্লেখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততার বিষয়টি বিবেচনায় এনে মৃত্যুদন্ডাদেশের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান সমীচীন বলে আমরা মনে করি।

অতএব, দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী রতন মিয়া ওরফে বড় মিয়া ওরফে রতন ওরফে বড় রতনকে মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করার সিদ্ধান্ত হয়।

দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী জাহাঙ্গীর পিতা-কাশেম মাদবর সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এই আসামীর কেবলমাত্র ডেথ রেফারেন্সটি শুনানীর জন্য নেয়া হয়।

দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্তপূর্বক মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামী জাহাঙ্গীর পিতা-কাশেম মাতবর এর দন্ডাদেশ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্রথমতঃ এই আসামীর নাম এজাহারে আছে,

দ্বিতীয়তঃ মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ষড়যন্ত্র সভায় এই আসামীর উপস্থিতির কথা বলা না হলেও পরবর্তীতে ঘটনার দিন অপর আসামী মোহাম্মদ আলীর বাড়িতে অন্যান্য আসামীদের সাথে এই আসামীর উপস্থিতির কথা বলা আছে,

তৃতীয়তঃ P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) ৬ জন আসামীর নাম উল্লেখ থাকলেও এই আসামীর নাম উল্লেখ নেই,

P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W- 20 আজমত উল্লাহ খান ঘটনার দিন এই আসামীকে ঘটনাস্থলে অন্যান্য আসামীদের সাথে এলোপাথাড়ি গুলি করতে দেখেছে এবং P.W-9 দ্বীজেন্দ্র

সরকার, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ ঘটনার পরপর এই আসামীকে পিস্তল হাতে অন্যান্য আসামীদের সাথে চলে যেতে দেখেছে।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই আসামীকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন। কিন্তু পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান এজাহারে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, আসামী নুরুল ইসলাম দিপু ও শহিদুল ইসলাম শিপুকে তিনি নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পিকে গুলি করতে দেখেছেন। অপরদিকে P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) ৬ জন আসামীর নাম উল্লেখ করলেও এই আসামীর নাম উল্লেখ করেনি। তবে এজাহারে অন্যান্য আসামীদের সাথে এই আসামীর নাম ঘটনাস্থলে ঘটনার সময় এলোপাথাড়ি গুলি করতে দেখেছে মর্মে এজাহারকারী উল্লেখ করেছে এবং এজাহার বর্ণিত এই ঘটনাটি ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাক্ষী P.W-1 এজাহারকারী মোঃ মতিউর রহমান, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W- 20 আজমত উল্লাহ খান তাদের সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছে।

এ অবস্থায় আসামী ঘটনাস্থলে ঘটনার দিন এজাহার বর্ণিত মতে অন্যান্য সকল আসামীদের সাথে এলোপাথাড়ি গুলিতে অংশগ্রহণ করেছিল এবং সেদিন ঘটনাস্থলে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি ও ওমর ফারুক রতন নিহত হয় তবে এজাহারে সুস্পষ্টভাবে নুরুল ইসলাম দিপু ও শহিদুল ইসলাম শিপুকে P.W-1 এজাহাকারী মোঃ মতিউর রহমান আহসান উল্লাহ মাস্টার এম,পি কে গুলি করতে দেখেছে মর্মে উল্লেখ করায় এবং P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল তার মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা

পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) ৬ জন আসামীর নাম উল্লেখ করলেও এই আসামীর নাম উল্লেখ না করায়, পক্ষান্তরে উপরে উল্লেখিত সাক্ষীদের বক্তব্য, এজাহার বর্ণিত ঘটনার বিবরণ ও মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী জাহাঙ্গীর, পিতা- কাশেম মাদবর ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে এলোপাথাড়ি গুলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল যার ফলশ্রুতিতে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি এবং ওমর ফারুক রতন নিহত হয় এবং মাহফুজুর রহমান মহলসহ অনেকে আহত হয়। এই অবস্থায় উপরোক্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি পর্যালোচনায় এবং বর্ণিত ঘটনার সাথে এই আসামীর সম্পৃক্ততার বিষয়টি বিবেচনায় এনে মৃত্যুদন্ডাদেশের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান সমীচীন বলে আমরা মনে করি।

অতএব, দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামী জাহাঙ্গীর পিতা- কাশেম মাদবরকে মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করার সিদ্ধান্ত হয়।

দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী আবু সালাম ওরফে সালাম সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

ডেথ রেফারেন্সের সাথে এ আসামীর দায়ের করা ফৌজদারী বিবিধ নং ১৪২২২/২০০৫ ও জেল আপীল নং ১৩২২/২০০৫ শুনানীর জন্য নেয়া হয়।

দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্তপূর্বক মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামী আবু সালাম ওরফে সালাম এর দন্ডাদেশ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্রথমতঃ এজাহারে এই আসামীর নাম নেই,

দ্বিতীয়তঃ মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ষড়যন্ত্র সভায় এই আসামীর উপস্থিতির কথা বলা না হলেও পরবর্তীতে ঘটনার দিন আসামী মোহম্মদ আলীর বাড়িতে অন্যান্য আসামীসহ এই আসামী উপস্থিত ছিল,

তৃতীয়তঃ P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) ৬ জন আসামীর নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হলেও এই আসামীর নাম উল্লেখ নেই,

চতুর্থতঃ P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-2 মোঃ রজব আলী, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল ঘটনাস্থলে এই আসামীকে এলোপাথাড়ি গুলি করতে দেখেছে মর্মে উল্লেখ করেছে যদিও P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান এজাহারে এই আসামীর নাম উল্লেখ করেনি এবং P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল তার প্রদত্ত মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম উল্লেখ করেনি। P.W-7 জাকির হোসেন, P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন ঘটনার পূববর্তী সময়ে এই আসামীকে অস্ত্র হাতে অন্যান্য আসামীদের সাথে যেতে দেখেছে এবং P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ এই আসামীকে অন্যান্য আসামীদের সাথে অস্ত্র হাতে চলে যেতে দেখেছে মর্মে উল্লেখ আছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের মূল ভিত্তি হিসেবে ৩টি স্তম্ভকে (pillar) বিবেচনায় আনা হয়েছে। এ অবস্থায় এজাহার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এজাহারে আসামীর নাম না থাকলেও P.W-2 মোঃ রজব

আলী, P.W- 4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-7 জাকির হোসেন, P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন, P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার, P.W- 10 মোঃ শফি আহমেদ ঘটনাস্থলে আসার পূর্বেই, ঘটনার সময়, ঘটনার পরপরই এই আসামীকে অন্যান্য আসামীদের সাথে অস্ত্রসহ আসতে দেখেছে, অস্ত্রসহ এলোপাথাড়ি গুলি করতে এবং অস্ত্রসহ চলে যেতে দেখেছে। এই সাক্ষীদের বক্তব্যকে সমর্থন করে মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী, যেখানে দেখা যায় এই আসামী অপর আসামী মোহাম্মদ আলীর বাড়িতে ঘটনার দিন অন্যান্য আসামীদের সাথে জড়ো হয় ও অস্ত্রহাতে একসাথে ঘটনাস্থলে রওয়ানা হয়।

সার্বিক বিবেচনায় দেখা যায় যে, এজাহারে এবং P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম উল্লেখ না থাকলেও উপরোক্ত সাক্ষীদের বক্তব্য এবং মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদত্ত প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর বক্তব্য পর্যালোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই আসামী ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে উপর্যুপরি এলোপাথাড়ি গুলিতে অংশগ্রহণ করেছিল যার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি ও ওমর ফারুক রতন নিহত হয় এবং মাহফুজুর রহমান মহলসহ অনেকে আহত হয়। এই অবস্থায় মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামী আবু সালাম ওরফে সালামকে উল্লেখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততার বিষয়টি বিবেচনায় এনে মৃত্যুদন্ডাদেশের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান সমীচীন বলে আমরা মনে করি।

অতএব, দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী আবু সালাম ওরফে সালামকে মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করার সিদ্ধান্ত হয়।

দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী মশিউর রহমান মশু সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এই আসামীর কেবলমাত্র ডেথ রেফারেন্স শুনানীর জন্য নেয়া হয়।

দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্তপূর্বক মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামী মশিউর রহমান মশু এর দন্ডাদেশ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্রথমতঃ এজাহারে এই আসামীর নাম নেই,

দ্বিতীয়তঃ মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদর্শনী- ২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ষড়যন্ত্র সভায় এই আসামী উপস্থিত ছিল না। তবে, ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে যাবার পূর্বে অপর আসামী মোহম্মদ আলীর বাসভবনে অন্যান্য আসামীদের সাথে এই আসামীকে দেখা যায় এবং স্বীকারোক্তি প্রদানকারী আসামী মাহবুবুর রহমান মাহবুব তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে বলে যে, কথাবার্তার মাধ্যমে জানা যায় আনুর বন্ধু মশিউর রহমান মশু একজন পেশাদার খুনী,

তৃতীয়তঃ P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম উল্লেখ নেই,

চতুর্থত ঃ P.W-1 এজাহারকারী মোঃ মতিউর রহমান এই আসামীর নাম উল্লেখ না করলেও আদালতে দাঁড়িয়ে এই আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। P.W-2 মোঃ রজব আলী, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-6 মোঃ আজহারুল

ইসলাম মাসুম, P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W- 17 মোঃ আবু সাঈদ, P.W- 26 মাহফুজুর রহমান মহল, P.W-28 জাবিদ আহসান সোহেল তাদের সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, মশিউর রহমান মশুসহ অন্যান্য আসামীদের ঘটনাস্থলে ঘটনার দিন তারা এলোপাথাড়ি গুলি করতে করতে এবং ঘটনার পরপর অস্ত্র হাতে চলে যেতে দেখেছে যার ফলশ্রুতিতে আহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি ও ওমর ফারুক রতন নিহত হয়েছে এবং মাহফুজুর রহমান মহলসহ বেশ কিছু ব্যক্তি আহত হয়েছে।

পূর্বে উল্লেখিত মতে, আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের মূল ভিত্তি হিসেবে ৩টি স্তম্ভকে (pillar) বিবেচনায় আনা হয়েছে। তন্মধ্যে এজাহার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এজাহারে সুস্পষ্টভাবে ১৭ জন আসামীর নাম থাকলেও এই আসামীর নাম নেই, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম উল্লেখ নেই তবে প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে দেখা যায় যে, এই আসামী ঘটনার পূর্বে অন্যান্য আসামীদের সাথে অপর আসামী মোহাম্মদ আলীর বাসবভবনে মিলিত হয় এবং P.W-2 মোঃ রজব আলী, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ P.W-17 মোঃ আবু সাঈদ এবং P.W-28 জাবিদ আহসান রাসেলের সাক্ষ্যে পাওয়া যায় যে, এই আসামী অন্যান্য আসামীদের সাথে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে এলোপাথাড়ি গুলি করেছে।

সার্বিক বিবেচনায় দেখা যায় যে, এজাহার এবং মৃত্যুকালীন ঘোষণায় এই আসামীর নাম না থাকলেও উপরোক্ত সাক্ষীগণের বক্তব্য এবং মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদত্ত প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর বক্তব্য পর্যালোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই আসামী ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে উপর্যুপরি এলোপাথাড়ি গুলিতে অংশগ্রহণ করেছিল যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি ও ওমর ফারুক রতন নিহত হয় এবং মোঃ মাহফুজুর রহমান মহলসহ অনেকে আহত হয়। এই অবস্থায় মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামী মশিউর রহমান মশুকে উল্লেখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততার বিষয়টি বিবেচনায় এনে মৃত্যুদন্ডাদেশের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান সমীচীন বলে আমরা মনে করি।

অতএব, দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী মশিউর রহমান মশুকে মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করার সিদ্ধান্ত হয়।

দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামী নুরুল আমিন ওরফে আমিন সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এই আসামীর দায়ের করা ১৫১৫/২০০৫ নং ফৌজদারী আপীলটি শুনানীর জন্য নেয়া হয়।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই আসামীকে দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় যাবজ্জীবন কারাদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্রথমতঃ এই আসামীর নাম এজাহারে নেই,

দ্বিতীয়তঃ মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক দেয় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদর্শনী-২৭ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ষড়যন্ত্র সভাটি এই আসামী নূরুল আমিনের বাড়িতে বসে হয়েছে,

তৃতীয়তঃ ঘটনাস্থলে ঘটনার সময় এই আসামীর কোন অংশগ্রহণ ছিল না,

চতুর্থতঃ P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছে যে, ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে আনুমানিক রাত ১০.০০ টার দিকে সে এবং তার দুজন বন্ধু হেলাল কমিশনারের বাড়িতে যায়, সেখান থেকে ফিরে আসার পথে রাত ১১.০০ টার দিকে আসামী আমিনের বাড়ির পূর্ব দিকে একটি সাদা রংয়ের মটর সাইকেল ও একটি সাদা রংয়ের প্রাইভেট গাড়ী দেখতে পায়। এ সময় সাক্ষী দেখতে পায় নুরুল ইসলাম দীপু, আইয়ুব এবং আসামী নূরুল আমিন গাড়ীর দরজা খুলে আসামী নুরুল ইসলাম সরকারের সাথে কথা বলছে। এ প্রসঙ্গে P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করে যে, ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে সে কামরুল হাসানকে সাথে নিয়ে মরকুনের আমিনের বাড়িতে যায়। আসামী আমিন বের হয়ে এসে বলে, এখন মেহমান রয়েছে, পরে টেলিফোন করে আসতে। এ সময় সাক্ষী আসামী নুরুল ইসলাম সরকার, নুরুল ইসলাম দিপুসহ বেশ কয়েকজন আসামীকে আমিনের বাড়ির ভিতরে রুমে বসে থাকতে দেখে। আসামীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, এই আসামীর নাম এজাহারে নেই, মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে এই আসামীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নেই এবং স্বীকৃতমতে, এই আসামী ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। কেবলমাত্র P.W- 3 মোঃ আবুল কাশেম, P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব ঘটনার ১০/১২ দিন আগে এই আসামীর বাড়িতে বেশ কিছু আসামীকে দেখতে পায়। বিজ্ঞ আইনজীবী আরো বলেন যে, P.W-34 হাফিজুর

রহমান হাবিব চার্জশীট ভুক্ত সাক্ষী ছিল না পরবর্তীতে তাকে সাক্ষ্য মান্য করা হয়। নথি পর্যালোচনায় পাওয়া যায় P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব চার্জশীটভুক্ত সাক্ষী না থাকলেও তদন্তকারী কর্মকর্তা তার জবানবন্দী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত রাষ্ট্র পক্ষের প্রার্থনায় এই সাক্ষীকে সাক্ষী হিসেবে আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য যে আদেশ দিয়েছেন তা সঠিক ছিল। উপরন্তু নথী পর্যালোচনায় পাওয়া যায়, আসামীপক্ষ থেকেও এর বিরোধিতা করা হয়নি। আসামীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরো বলেন যে, P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম, P.W-34 হাবিবুর রহমান হাবিবের সাক্ষ্য প্রথমে বিশ্বাস করতে হবে এবং পরবর্তীতে এই সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবের exculpatory confession কে বিবেচনায় আনতে হবে।

রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, অপরাধ মূলক ষড়যন্ত্রের (criminal conspiracy) কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া কঠিন। অবস্থাগত প্রমাণাদি এবং এই প্রমাণাদির ধারাবাহিকতায় সংঘটিত ঘটনা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র প্রমাণের একমাত্র পথ। তিনি আরো বলেন যে, P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে দন্ডিত আল-আমিন এর সামনে অন্যান্য আসামীদের সাথে এই আসামীকে কথা বলতে দেখেছে এবং P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব এই আসামীকে ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে P.W-3 উল্লেখিত সময়ে অন্যান্য আসামীদের সাথে এই আসামীর বাড়িতে বৈঠকরত অবস্থায় দেখেছে।

পূর্বেই আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, আসামী মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত জবানবন্দীটি স্বতঃপ্রণোদিত ও সঠিক (valuntary and true) ছিল। এ অবস্থায় P.W-3 মোঃ

আবুল কাশেম ও P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিবের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করার মতো কোন গ্রহণযোগ্য কারণ আদালতের সামনে উপস্থাপিত হয়নি। এই সাক্ষীগণ কার্যবিধির ১৬১ ধারায় তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে যেভাবে সাক্ষ্য প্রদান করেছে ঠিক সেভাবে আদালতে দাঁড়িয়ে একই বক্তব্য রেখেছে। এই সাক্ষীদের বক্তব্য দ্বারা একথাটি সুস্পষ্টভাবে ও সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে যে ষড়যন্ত্রমূলক বৈঠকটি হয়েছিল তা এই আসামী নুরুল আমিনের বাড়িতে হয়েছিল। সর্বোপরি, প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনায়ও দেখা যায় যে, স্বীকারোক্তিকারী মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব বলেছে যে, ষড়যন্ত্রমূলক সভাটি এই আসামী আমিনের বাড়িতে হয়েছিল। অতএব, দেখা যায় যে, ষড়যন্ত্রমূলক বৈঠকটি এই আসামীর বাড়িতে সংঘটিত হওয়ায় এবং তার ধারাবাহিকতায় ঘটনাস্থলে সহ-আসামীদের এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি ও ওমর ফারুক রতন এর নিহত হওয়া ও মহলসহ অন্যান্যদের আহত হবার দায় থেকে এ আসামী অব্যাহতি পেতে পারেনা।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত দন্ডিত আসামী নুরুল আমিন ওরফে আমিনকে যে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করেছেন তা সঠিকভাবেই প্রদান করেছেন মর্মে সিদ্ধান্তে আসি।

অতএব, দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় যাবজ্জীবন দন্ডপ্রাপ্ত আসামী নুরুল আমিন ওরফে আমিনের যাবজ্জীবন দন্ডাদেশটি বহাল থাকে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।

দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী শহিদুল ইসলাম শিপু সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এই আসামীর কেবলমাত্র ডেথ রেফারেন্সটি শুনানী হয় ।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই আসামীকে দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্তপূর্বক মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্রথমতঃ এই আসামীর নাম এজাহারে উল্লেখ আছে। প্রদর্শনী-১ চিহ্নিত এজাহার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এজাহারকারী P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান তার এজাহারে উল্লেখ করেছে যে, নুরুল ইসলাম দিপু ও শহিদুল ইসলাম শিপু তার বড় ভাই আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পিকে লক্ষ্য করে উপর্যুপরি গুলি করে,

দ্বিতীয়তঃ P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহলের মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) যে ৬ জন আসামীর নাম উল্লেখ করেছে তন্মধ্যে এই শহিদুল ইসলাম শিপুর নাম উল্লেখ আছে,

তৃতীয়তঃ P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-2 মোঃ রজব আলী, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-11 মোঃ জামাল, P.W-18 মোঃ আহসান উল্লাহ, P.W-20 আজমত উল্লাহ খান, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল প্রত্যেকের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় পাওয়া যায় যে, এই আসামী ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি এবং মাহফুজুর রহমান মহলকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মঞ্চের সামনের দিক থেকে অন্যান্য আসামীসহ গুলি করে। P.W-11 মোঃ জামাল, P.W-12 মোঃ ফরিদ উদ্দিন P.W-15

সুকোমল দেবনাথ ঘটনার পরপর এই আসামীকে অন্যান্য আসামীসহ পিস্তল ও রিভলবার সহ চলে যেতে দেখে।

রাষ্ট্রপক্ষে স্টেট ডিফেন্স নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এ. এম. মোঃ আজিজুল হক উল্লেখ করেন যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই আসামীকে সঠিকভাবে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন নি।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের জন্য মূল ভিত্তি হিসেবে ৩টি স্তম্ভকে (pillar) বিবেচনায় আনা হয়েছে। এখানে প্রথম স্তম্ভ 'এজাহারে' সর্বমোট ১৭ জন আসামীর নাম উল্লেখ থাকলেও এই আসামীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ আনা হয়েছে যে, আসামী নুরুল ইসলাম দিপু ও শহিদুল ইসলাম শিপু এজাহাকারীর ভাই আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পিকে উপর্যুপরি গুলি করে এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে এজাহারকারীর ভাই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আমরা দেখতে পাই যে,পরবর্তীতে আহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনার অন্যতম স্বাক্ষী ঘটনাস্থলে আহত P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল মৃত্যুসম আহত অবস্থায় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে একটি জবানবন্দী প্রদান করেছে যা প্রদর্শনী-২৩ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এই জবানবন্দীটি মৃত্যুকালীন ঘোষণা হিসেবে রেকর্ড করলেও পরবর্তীতে P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল সুস্থ হয়ে উঠায় স্বাভাবিক ভাবেই এই মৃত্যুকালীন ঘোষণাটি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে P.W-30 বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট শফিক আনোয়ার এর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় প্রদর্শনী-২৩ চিহ্নিত বর্ণিত জবানবন্দীটি পর্যালোচনায় এই জবানবন্দীটি অবিশ্বাস করার

কোন কারণ বা অবস্থা আদালতের সামনে উপস্থাপিত হয়নি দেখা যায়। পূর্বেই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, প্রদর্শনী-২৩ চিহ্নিত জবানবন্দীটি বিশ্বাসযোগ্য।

সঙ্গত কারণেই সিদ্ধান্তে আসি যে, এজাহারে যেহেতু সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, এই আসামী ঘটনাস্থলে অপর আসামী নুরুল ইসলাম দিপুসহ আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পিকে গুলি করেছে, তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন এবং পরবর্তীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, সর্বোপির এই বিষয়টি P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল তার মৃত্যুসম আহত অবস্থায় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এই আসামীর নাম বলে গেছে এবং P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-2 মোঃ রজব আলী, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-11 মোঃ জামাল, P.W-18 মোঃ আহসান উল্লাহ, P.W-20 আজমত উল্লাহ খান, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল সকলে একবাক্যে উল্লেখ করেছে যে, এই আসামী ঘটনাস্থলে সরাসরি গুলি করেছে এবং P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার, P.W-11 মোঃ জামাল, P.W-12 মোঃ ফরিদ উদ্দিন, P.W-15 সুকোমল দেবনাথ বলেছে যে, তারা এই আসামীকে অন্যান্য আসামীসহ পিস্তল ও রিভলবারসহ পালিয়ে যেতে দেখেছে সেহেতু, সিদ্ধান্তে আসি যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সঠিকভাবেই এই আসামীকে টংগীর অবিসংবাদিত নেতা আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি এবং হতভাগ্য ওমর ফারুক রতনকে হত্যার জন্য মৃত্যুদন্ড প্রদান করেছেন এবং এই মৃত্যুদন্ডাদেশ বহালযোগ্য।

অতএব, দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী শহিদুল ইসলাম শিপুর মৃত্যুদন্ডাদেশটি বহাল থাকে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।

দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী হাফিজ ওরফে কানা হাফিজ সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

ডেথ রেফারেন্স এর সাথে এই আসামীর দায়ের করা ২৯৫/২০০৭ নং জেল আপীল একসাথে বিবেচনার জন্য নেয়া হলো।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই আসামীকে দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্তপূর্বক মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্রথমতঃ এই আসামীর নাম এজাহারে উল্লেখ আছে,

দ্বিতীয়তঃ মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে উল্লেখ আছে যে, এই আসামী ঘটনার দিন অপর আসামী মোহাম্মদ আলীর বাড়িতে অন্যান্য আসামীদের সাথে ঘটনাস্থলে যাবার জন্য একত্রিত হয়েছিল এবং সেখান থেকে অন্যান্য আসামীদের সাথে অস্ত্রসহ ঘটনাস্থলে রওয়ানা হয়,

তৃতীয়তঃ P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহলের মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) যে ৬ জন আসামীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে এই আসামীর নাম উল্লেখ আছে,

চতুর্থতঃ P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-2 মোঃ রজব আলী, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-20 আজমত উল্লাহ খান, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল তাদের সাক্ষ্যে উল্লেখ করে যে, এই আসামী ঘটনাস্থলে অন্যান্য আসামীদের সাথে নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি এবং মাহফুজুর রহমান মহলকে উদ্দেশ্য করে মঞ্চের দিকে ও সভাস্থলের দিকে এলোপাথাড়ি

গুলি করে এবং P.W-7 জাকির হোসেন এবং P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন এই আসামীকে ঘটনার পূর্বে ও ঘটনার পরপর অন্যান্য আসামীদের সাথে অস্ত্র হাতে মোহাম্মদ আলীর বাড়ির দিকে যেতে দেখেছে।

আসামীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সাক্ষীদের জেরার বক্তব্য পর্যালোচনা করেননি। এ প্রসঙ্গে দন্ডিত আসামী হাফিজ ওরফে কানা হাফিজের জেরা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জেরায় এমন কোন বক্তব্য আসেনি যে, যা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বর্ণিত সাক্ষীগণ যে বক্তব্য তাদের জবানবন্দীতে রেখেছে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

অতএব, উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, এই আসামীর নাম এজাহারে আছে, এই আসামীর নাম মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক দেয় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে উল্লেখ আছে, এই আসামীর নাম মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক দেয় মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) উল্লেখ আছে, সর্বোপরি P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-2 মোঃ রজব আলী, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-20 আজমত উল্লাহ খান সুস্পষ্টভাবে তাদের সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছে তারা এই আসামীসহ অন্যান্য আসামীদেরকে নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার ও মহলকে সরাসরি ঘটনাস্থলে গুলি করতে দেখেছে এবং P.W-7 জাকির হোসেন, P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন, P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ ঘটনার পরপরই এই আসামীকে অন্যান্য আসামীসহ চলে যেতে দেখেছে।

পূর্বেই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান কর্তৃক দাখিলকৃত এজাহারটি বিবেচনাযোগ্য, মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি স্বতঃপ্রণোদিত ও সঠিক (valuntarily and true), P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক মৃত্যুসম যন্ত্রণায় কাতর অবস্থায় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেয় মৃত্যুকালীন ঘোষণা (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) গ্রহণযোগ্য। যেহেতু আনীত অভিযোগটি প্রমাণের মূল ভিত্তি হিসেবে এই তিনটি মূল স্তম্ভের মধ্যে প্রত্যেকটিতেই সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে এই আসামীর নাম উল্লেখ আছে, সর্বোপরি ঘটনাস্থলে উপরোক্ত সাক্ষীগণ এই আসামীকে অন্যান্য আসামীদের সাথে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি ও অন্যান্যদের গুলি করতে দেখেছে যার ফলশ্রুতিতে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি এবং ওমর ফারুক রতন নিহত হয়েছে এবং মাহফুজুর রহমান মহলসহ অনেকে আহত হয়েছে, সেহেতু, সিদ্ধান্তে আসি যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত হাফিজ ওরফে কানা হাফিজকে যে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন তা বহালযোগ্য।

অতএব, দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী হাফিজ ওরফে কানা হাফিজ এর মৃত্যুদন্ডাদেশটি বহাল থাকে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।

দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী সোহাগ ওরফে সরু সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

ডেথ রেফারেন্স এর সাথে আসামীর দায়ের করা ১৭০৩/২০০৫ নং ফৌজদারী আপীল এবং ৪১১/২০০৫ নং জেল আপীলটি বিবেচনার জন্য নেয়া হলো।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই আসামীকে দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্তপূর্বক মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্রথমতঃ এই আসামীর নাম এজাহারে উল্লেখ আছে,

দ্বিতীয়তঃ মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ষড়যন্ত্র সভায় এই আসামীর উপস্থিতির কথা বলা না হলেও পরবর্তীতে ঘটনার দিন অপর আসামী মোহাম্মদ আলীর বাড়িতে ঘটনার পূর্বে উপস্থিত আসামীদের সাথে এই আসামী উপস্থিত ছিল এবং সেখান থেকে অন্যান্য আসামীসহ এই আসামী অস্ত্রসহ ঘটনাস্থলে যায় মর্মে উল্লেখ আছে,

তৃতীয়তঃ P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহলের মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) এই আসামীর নাম উল্লেখ আছে,

চতুর্থতঃ P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-2 মোঃ রজব আলী, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-20 আজমত উল্লাহ খান ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে এই আসামীকে অন্যান্য আসামীদের সাথে নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পিকে লক্ষ্য করে গুলি করতে দেখেছে এবং P.W-7 জাকির হোসেন এবং P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন, P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ ঘটনার পরপরই এই আসামীকে অন্যান্য আসামীদের সাথে অস্ত্র সহ চলে যেতে দেখেছে।

আসামীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, এই আসামী ইং ২৯/০৩/২০০৫ তারিখে বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পন করে এবং ইং ১৬/০৪/২০০৫ তারিখে মূল মামলার রায় ঘোষিত হয়। বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, এই আসামীর বয়স ঘটনার

সময় ২৬ বছর ছিল এবং স্টেট ডিফেন্স নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী সঠিকভাবে এই আসামীর পক্ষে জেরা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞ আইনজীবী আরো বলেন যে, এজাহারে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, অপর আসামী নুরুল ইসলাম দিপু ও শহিদুল ইসলাম শিপু নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পিকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে এবং অন্যান্যরা এলোপাথাড়ি গুলি করেছে। বিজ্ঞ আইনজীবী আরো বলেন যে, যেহেতু এই আসামীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই সেহেতু এই আসামীর মৃত্যুদন্ডাদেশ রদরহিত যোগ্য।

উপরের আলোচনার আলোকে এই আদালতের অভিমত এই যে, পূর্বের আলোচনার আলোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ভিত্তি হিসেবে ৩টি মূল স্তম্ভকে (pillar) বিবেচনায় আনা হয়েছে। এই আসামীর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রথম স্তম্ভ এজাহারে এই আসামীর নাম উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় স্তম্ভে মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে ঘটনার দিন ঘটনার পূর্বে এই আসামী অন্যান্য বেশ কিছু আসামীর সাথে মোহাম্মদ আলীর বাড়িতে একত্রিত হয়েছিল এবং সেখান থেকে বেশ কিছু আসামী অস্ত্রসহ ঘটনাস্থলে যায় মর্মে উল্লেখ আছে। তৃতীয় স্তম্ভ, মৃত্যুশয্যায় P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে ৬ জন আসামীর নাম উল্লেখ করে গেছে তার মধ্যে এই আসামীর নাম উল্লেখ আছে। এই তিনটি মূল স্তম্ভকে (pillar) সাক্ষী P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-2 মোঃ রজব আলী, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-20

আজমত উল্লাহ খান এবং P.W-7 জাকির হোসেন, P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন, P.W-9 দ্বীজেন্দ্র সরকার সমর্থন করে গেছে।

অতএব, সংগত কারণেই টংগীর অবিসংবাদিত নেতা আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি এবং ওমর ফারুক রতনের হত্যার ঘটনায় বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই দন্ডিত আসামী সোহাগ ওরফে সরুকে যে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন, বয়স বা অন্যান্য অবস্থাদি পর্যালোচনায় এই আসামী কোন অনুকম্পা পেতে অধিকারী নয় মর্মে সিদ্ধান্তে আসি।

অতএব, দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী সোহাগ ওরফে সরু এর মৃত্যুদন্ডাদেশটি বহাল থাকে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।

দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী নুরুল ইসলাম দিপু সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এই আসামীর কেবলমাত্র ডেথ রেফারেন্সটি বিবেচনার জন্য নেয়া হলো।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই আসামীকে দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্তপূর্বক মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্রথমতঃ এই আসামীর নাম এজাহারে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ আছে। এজাহারে বলা হয়েছে যে, আসামী নুরুল ইসলাম দিপু ও শহিদুল ইসলাম শিপু এজাহারকারী P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান এর বড় ভাই আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পিকে লক্ষ্য করে উপর্যুপরি গুলি করে এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন,

দ্বিতীয়তঃ মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে,

ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে আসামী আমিনের ঘরে এই আসামী নুরুল ইসলাম দিপুসহ অন্যান্যরা মাহফুজুর রহমান মহলকে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ওয়ার্ড কমিটির সম্মেলনে মেরে ফেলা হবে মর্মে এক ষড়যন্ত্রমূলক বৈঠক করে,

তৃতীয়তঃ P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহলের মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) যে ৬ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে এই আসামী নুরুল ইসলাম দিপুর নাম উল্লেখ আছে,

চতুর্থতঃ P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-2 মোঃ রজব আলী, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-11 মোঃ জামাল, P.W-18 মোঃ আহসান উল্লাহ, P.W-20 আজমত উল্লাহ খান, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল ঘটনাস্থলে এই আসামীকে অন্যান্য আসামীসহ আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পিকে লক্ষ্য করে গুলি করতে দেখেছে। P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম, P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে মরকুনের নূরুল আমিনের বাড়ীতে ষড়যন্ত্রমূলক সভায় এই আসামীকে উপস্থিত থাকতে দেখেছে এবং নুরুল আমিনের বাড়ির পাশে থাকা সাদা রংয়ের মোটর গাড়ী ও মোটর সাইকেলে এই আসামীসহ অন্যান্য আসামীকে দেখতে পেয়েছে। P.W-11 মোঃ জামাল, P.W-12 মোঃ ফরিদ উদ্দিন ঘটনার দিন বেলা অনুমান ৯.৪৫/১০.০০ টার সময় দেখতে পায় যে, সাহারা সুপার মার্কেটের সামনে বিসিক এলাকা থেকে একটি সাদা প্রাইভেট কার আসে এবং সাহারা সুপার মার্কেটের সামনে দাঁড়ায়। সাক্ষীরা আরো দেখতে পায় যে, গাড়ীর পিছনের দরজা খুলে আসামী দিপু ও শিপু নামে ও গাড়ির সামনের ড্রাইভিং সিটে বসা আসামী নুরুল ইসলাম সরকারের কাছে যায়।তখন আসামী নুরুল ইসলাম সরকার

গাড়ীর কাঁচ নামিয়ে আসামী দিপুর 'পিঠ চাপড়িয়ে' কি যেন বলে। আসামী দিপু ও শিপু সভাস্থলের দিকে চলে যায়। ঘটনাস্থলে সভাশেষে এই সাক্ষীদ্বয় স্টেজের পিছন দিক থেকে বোমার আওয়াজ পায় এবং দেখতে পায় দিপু ও শিপুগণ স্টেজের দিকে লক্ষ্য করে গুলি করছে।

এই আসামী পক্ষে নিযুক্তিয় বিজ্ঞ স্টেট ডিফেন্স আইনজীবী বলেন যে, এই আসামী নির্দোষ, তার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে এই অভিযোগ আনা হয়েছে এবং এই আসামীর মৃত্যুদন্ডাদেশ রদ রহিত যোগ্য।

উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের মূল ভিত্তি হিসেবে ৩টি মূল স্তম্ভকে (pillar) বিবেচনায় আনা হয়েছে তার সবকটি স্তম্ভতেই আসামীর নাম সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের উল্লেখ রয়েছে।

যেহেতু পূর্বের আলোচনায় প্রদর্শনী-১ চিহ্নিত এজাহারটি বিবেচনায় আনা হয়েছে, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল কর্তৃক প্রদর্শনী-২৩ চিহ্নিত মৃত্যুকালীন ঘোষণাটিকে (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) বিশ্বাসযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সর্বোপরি প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত মাহবুবুর রহমান মাহবুবের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি স্বতঃপ্রনোদিত ও সঠিক (valuntary and true) মর্মে বিবেচিত হয়েছে সেহেতু এই তিনটি পর্যায়ে এবং উপরোক্ত সাক্ষীদের বক্তব্যে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে প্রতীয়মাণ হয় যে, এই আসামীর সক্রিয় অংশগ্রহণে ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে মরকুনের আমিনের বাড়িতে এক অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র হয় এবং তারই ধারাবাহিকতায় এই আসামীর নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে অন্যান্য আসামীসহ এই

আসামীর গুলিতে টংগীর অবিসংবাদিত নেতা আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি ও ১৭ বছর বয়স্ক তরুণ হতভাগ্য ওমর ফারুক রতন নিহত হয়।

অতএব, সিদ্ধান্তে আসি যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সঠিকভাবেই এই আসামীকে বর্ণিত ধারায় মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন।

অতএব, দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী নুরুল ইসলাম দিপুর মৃত্যুদন্ডাদেশটি বহাল থাকে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।

দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

ডেথ রেফারেন্সের সাথে এই আসামীর দায়ের করা ১৫১৩/২০০৫ নং ফৌজদারী আপীল এবং ৪১০/২০০৫ নং জেল আপীলটি বিবেচনার জন্য নেয়া হলো।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই আসামীকে দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্তপূর্বক মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্রথমতঃ এই আসামীর নাম এজাহারে উল্লেখ আছে,

দ্বিতীয়তঃ এই আসামী ঘটনার সাথে এবং ঘটনার পূর্ববর্তী ষড়যন্ত্রের সাথে নিজেকে জড়িয়ে একটি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রদান করেছে। পূর্বের আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, দন্ডিত আসামী মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি **স্বেচ্ছা প্রণোদিত ও সঠিক (valuntarily and true)**। এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে অপর আসামী মোহম্মদ আলীর সাথে এই আসামী মরকুনের আমিনের বাড়িতে যায় এবং সেখানে

নুরুল ইসলাম সরকারসহ অন্যান্য আসামীদের সাথে মহলকে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ওয়ার্ড কমিটির সম্মেলনে শেষ করে দেবার জন্য এক ষড়যন্ত্র করে। ঘটনার দিন অর্থাৎ ০৭/০৫/২০০৪ তারিখে এই আসামী বেলা ১০.০০ টার দিকে অপর আসামী মোহাম্মদ আলীর ঘরে অন্যান্য আসামীসহ যায় এবং সেখান থেকে অস্ত্র নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এই আসামীসহ অন্যান্য আসামীরা মহলকে লক্ষ্য করে গুলি করে। পরবর্তীতে তারা পূর্বের পথ ধরে ফাঁকা গুলি করতে করতে চলে যায়,

তৃতীয়তঃ P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছে যে, ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে অপর আসামী নূরুল আমিনের বাড়ির পাশে রাত ১১.০০ টার দিকে একটি মটর সাইকেল এবং একটি সাদা প্রাইভেট গাড়ীতে আসামী মাহবুবসহ অন্যান্য আসামীদেরকে বসে থাকতে দেখেছে। P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছে যে, ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে রাত ১০.০০ টার দিকে মরকুনের আসামী আমিনের বাড়িতে গিয়ে সে আসামী আমিনের সাথে দেখা করতে চাইলে আমিন বলেছে, আরেকদিন টেলিফোন করে আসতে। এ সময় আমিনের ঘরের ভিতরে আসামী মাহবুবসহ অন্যান্য আসামীদের এই সাক্ষী দেখেছে।

P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-20 আজমত উল্লাহ খান, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল ঘটনাস্থলে এই আসামীকে অন্যান্য আসামীদের সাথে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পিকে লক্ষ্য করে গুলি করতে দেখেছে মর্মে সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছে। যদিও P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল তার মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (যা পরবর্তীতে কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী হিসেবে গৃহীত হয়েছে) সুস্পষ্টভাবে ৬ জন আসামীর মধ্যে এই

আসামীর নাম উল্লেখ করেনি। P.W-7 জাকির হোসেন, P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন ঘটনার পূববর্তী সময়ে এই আসামীসহ অন্যান্য আসামীদেরকে অপর আসামী মোহাম্মদ আলীর বাড়ির দিকে যেতে দেখেছে। P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ এবং P.W-28 জাবিদ আহসান সোহেল এই আসামীসহ অন্যান্য আসামীদেরকে ঘটনার পরপর অস্ত্রসহ চলে যেতে দেখেছে। এই সাক্ষীরা জবানবন্দীতে যে বক্তব্য রেখেছে জেরা পর্যালোচনায় তার কোন ব্যত্যয় পাওয়া যায় না।

আসামীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, এই আসামী ষড়যন্ত্রসভায় উপস্থিত থাকলেও তার কোন সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল না। স্বীকৃতমতে, ‘‘আমরা সকলে গুলি করেছি’’ উল্লেখ করেছে অর্থাৎ কার গুলিতে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি ও ওমর ফারুক রতন নিহত হয়েছে তা সুস্পষ্ট নয়। বিজ্ঞ আইনজীবী আরো উল্লেখ করেন যে, ইং ১৪/০৫/২০০৪ তারিখে এই আসামীকে গ্রেফতার করার পর অকথ্য নির্যাতন করে ইং ২৩/০৫/২০০৪ তারিখে কথিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি আদায় করা হয়েছে। বিজ্ঞ আইনজীবী আরো বলেছেন যে, আসামী মাহবুবের স্ত্রী D.W-3 রিনা সুলতানা তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছে যে, অকথ্য নির্যাতনের পর স্ত্রী সন্তানকে হত্যা করা হবে এ হুমকী দিয়ে তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি আদায় করা হয়েছে।

মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি **স্বতঃপ্রণোদিত ও সত্য (valuntarily and true)** মর্মে পূর্বেই বিশদ আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেহেতু এ সম্পর্কে আর আলোচনা করা হলো না।

উপরের আলোচনায় পাওয়া যায় যে, দন্ডপ্রাপ্ত আসামী মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবের নাম এজাহারে উল্লেখ আছে, মাহবুবুর রহমান

মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব নিজেকে জড়িয়ে ষড়যন্ত্রমূলক সভায় উপস্থিত থাকার কথা এবং ঘটনাস্থলে সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা স্বীকার করেছে যা **স্বতঃপ্রণোদিত ও সঠিক (valuntarily and true)**। এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর ষড়যন্ত্র বিষয়ে P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম এবং P.W-34 হাবিবুর রহমান হাবিব এর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য এ কারণে যে, ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে এই ষড়যন্ত্রমূলক সভাটি হয়েছে যা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে প্রকাশ পেয়েছে। এই ষড়যন্ত্রমূলক সভার সময়ে P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব অপর আসামী আমিনের বাড়িতে আসামীকে দেখতে পেয়েছিল ও P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম এই ষড়যন্ত্র সভাশেষে তাদেরকে একত্রে মটর সাইকেল ও একটি সাদা রংয়ের গাড়ীযোগে চলে যেতে দেখেছে। সাক্ষীদের জেরায় এই সাক্ষীদের বক্তব্যকে অবিশ্বাস করার মত কোন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়নি। অপর দিকে P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-20 আজমত উল্লাহ খান, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল ঘটনার সময় অন্যান্য আসামীদেরসহ এই আসামীকে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পিকে সহ অন্যান্যদের গুলি করতে দেখেছে মর্মে উল্লেখ করেছে। বিজ্ঞ আইনজীবী ‘‘আমরা সকলে গুলি করি’’ উদ্বৃত করে বলতে চেয়েছেন কার গুলিতে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি বা ওমর ফারুক রতন নিহত হয়েছে সে বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়ায় আসামী মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব এর **সুবিধা (benefit)** পেতে পারে।

উপরের আলোচনার আলোকে সিদ্ধান্তে আসি যে, এই আসামীর নাম এজাহারে ছিল, এই আসামী নিজেকে জড়িয়ে ষড়যন্ত্রমূলক সভা এবং ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে

গুলি করেছে মর্মে **স্বতঃপ্রণোদিত এবং সঠিক (valuntarily and true)** স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করেছে, P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম এবং P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব ষড়যন্ত্র সভা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেছে এবং P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান, P.W-4 মোঃ আমান উদ্দিন সরকার, P.W-5 মোঃ খোরশেদ আলম, P.W-6 মোঃ আজহারুল ইসলাম মাসুম, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-20 আজমত উল্লাহ খান, P.W-26 মাহফুজুর রহমান মহল ঘটনার সময় অন্যান্য আসামীদেরসহ এই আসামীকে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পিকে সহ অন্যান্যদের গুলি করতে দেখেছে, P.W- 7 জাকির হোসেন এবং P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন ঘটনার পূর্ববর্তী সময়ে এই আসামীসহ অন্যান্য আসামীদেরকে অপর আসামী মোহম্মদ আলীর বাড়ির দিকে যেতে দেখেছে এবং P.W- 7 জাকির হোসেন এবং P.W-8 মোঃ আক্তার হোসেন, P.W-10 মোঃ শফি আহমেদ, P.W-17 মোঃ আবু সাঈদ, P.W-28 জাবিদ আহসান সোহেল ঘটনার পর পর এই আসামীসহ অন্যান্য আসামীদেরকে অস্ত্রহাতে চলে যেতে দেখেছে, সর্বোপরি এই সাক্ষীদের জবানবন্দী, জেরা এবং P.W-33 তদন্ত কর্মকর্তা মোঃ খালেকুজ্জামানের কাছে দেয় কার্যবিধির ১৬১ ধারার জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপক্ষ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে যে এই আসামী ষড়যন্ত্রসভায় এবং ঘটনাস্থলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

অতএব, সিদ্ধান্তে আসি যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সঠিকভাবেই এই আসামীকে বর্ণিত ধারায় মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন।

অতএব, দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবের মৃত্যুদন্ডাদেশটি বহাল থাকে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।

দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী নুরুল ইসলাম সরকার সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

ডেথ রেফারেন্সের সাথে এই আসামীর দায়ের করা ফৌজদারী আপীল নং ১৭৩৯/২০০৫ এবং ৪০৯/২০০৫ নং জেল আপীলটি বিবেচনার জন্য নেয়া হলো।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই আসামীকে দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্তপূর্বক মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্রথমতঃ এই আসামীর নাম এজাহারের কলামে উল্লেখ নেই তবে এজাহারের বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘‘বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় নেতা মোঃ নুরুল ইসলাম সরকার ..... এর পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক তাহারই পালিত উপরোক্ত সশস্ত্র সন্ত্রাসীগণ দ্বারা উক্ত হত্যাকান্ড ঘটানো হইয়াছে। আমার ভাইয়ের জনপ্রিয়তার কারণে দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের উচ্চ মহলের টার্গেটে পরিণত হইয়াছিল, তজ্জন্য ইতিপূর্বেও তাকে ঢাকার রাজ পথে আন্দোলন সংগ্রামের সময় হত্যা করার চেষ্টা করা হইয়াছিল।’’

দ্বিতীয়তঃ মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সেখানে ৪টি পর্যায় রয়েছে। এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর ২য় পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, ২০০১ সালের অক্টোবরের নির্বাচনে সরকার পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে নুরুল ইসলাম সরকার, মহল কর্তৃক অবৈধ ব্যবসার পরিচালনার নিয়ন্ত্রন তার হাতে নিয়ে

নেয়। এ পর্যায়ে মহল টংগী ছেড়ে ঢাকায় বসবাস করতে বাধ্য হয়। কারণ নুরুল ইসলাম সরকার ও তার লোকজন মহলকে সুযোগমত পেলে প্রাণ নাশ করতে পারে। এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর ৩য় পর্যায় পর্যালোচনায় পাওয়া যায়, ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে মরকুনের আমিনের বাড়িতে একটি ষড়যন্ত্রমূলক সভায় আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ওয়ার্ড কমিটির সম্মেলনে মহলকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র হয় এবং এই ষড়যন্ত্রসভায় আসামী নুরুল ইসলাম সকলকে উদ্দেশ্য করে বলে যে, মহল তাদেরকে অনেক জ্বালিয়েছে তাকে আর বেঁচে থাকতে দেয়া যায় না। এ সময় সকলে একমত পোষণ করে। P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম ও P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব এদিন মরকুনের আমিনের বাড়িতে ও বাড়ির পাশে সাদা গাড়ী ও মটর সাইকেলে আসামী নুরুল ইসলাম সরকারসহ অন্যান্য আসামীদের দেখতে পায়। এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর শেষ পর্যায়ে উল্লেখ আছে, ঘটনার দিন অর্থাৎ ইং ০৭/০৫/২০০৪ তারিখে আসামী মোহম্মদ আলীর বাড়িতে ঘটনা ঘটানোর জন্য অন্যান্য আসামীরা জড়িত হয়। কিন্তু আসামী নুরুল ইসলাম সরকার সেখানে উপস্থিত ছিল না। P.W-11 মোঃ জামাল এর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় পাওয়া যায় যে, ঘটনার দিন সকাল ১০.০০ টার দিকে সাহারা সুপার মার্কেটের সামনে P.W-12 মেঃ ফরিদ উদ্দিনসহ তারা দাঁড়ায় এবং P.W-11 মোঃ জামাল, P.W-12 মোঃ ফরিদ উদ্দিন দেখতে পায় যে, বিসিক এলাকা থেকে একটি সাদা প্রাইভেট কার আসে ও সাহারা মার্কেটের সামনে দাঁড়ায়। এসময় গাড়ীর পিছনের দরজা খুলে আসামী দিপু ও শিপু নামে, গাড়ীর সামনের ড্রাইভিং সীটে বসা আসামী নুরুল ইসলাম সরকারের কাছে যায়। তখন আসামী নুরুল ইসলাম গাড়ীর কাঁচ নামিয়ে আসামী দিপুর **"পিঠ চাপড়িয়ে"** কি যেন বলে। P.W-11 মোঃ জামাল হোসেন এবং P.W-12 মোঃ ফরিদ উদ্দিন

সভাস্থলে যায়, সভাশেষে স্টেজের পিছন থেকে একটি বোমার আওয়াজ পায়, পিছন ফিরে দেখে আসামী দিপু ও শিপু গং স্টেজের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছে। P.W-33 তদন্ত কর্মকর্তা মোঃ খালেকুজ্জামানের জেরা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী নুরুল ইসলাম সরকার পক্ষে এই সাক্ষীকে যে জেরা করা হয়েছে সেখানে P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম, P.W-34 মোঃ হাফিজুর রহমান হাবিব এবং P.W-11 মোঃ জামাল ও P.W-12 মোঃ ফরিদ উদ্দিন উপরোক্ত যে সাক্ষ্য আদালতে এসে বলেছে তার বিরোধীতায় এই সাক্ষীকে কোন সুনির্দিষ্ট সাজেশন দেয়া হয়নি। অর্থাৎ দেখা যায় যে, P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম, P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে মরকুনের আমিনের বাড়িতে ষড়যন্ত্রসভা সম্পর্কিত যে সাক্ষ্য প্রদান করেছে এবং P.W-11 মোঃ জামাল, P.W-12 মোঃ ফরিদ উদ্দিন ঘটনার পূর্ব মুহূর্তে সাহারা মার্কেটে আসামী নুরুল ইসলাম সরকারকে তার গাড়ীতে করে নিয়ে আসা আসামী দিপু, শিপুকে 'পিঠ চাপড়িয়ে' কিছু একটা বলেছে মর্মে সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্যে যা উল্লেখ করেছে তা অবিশ্বাস করার মত কোন অবস্থা, বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণাদি বা বিশ্বাসযোগ্য সাজেশন আদালতের সামনে উপস্থাপিত হয়নি।

স্বীকৃত মতে, নুরুল ইসলাম সরকার ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। কিন্তু প্রদর্শনী-১ চিহ্নিত এজাহার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সেখানে এজাহার কলামে এই আসামীর নাম উল্লেখ না থাকলেও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় নেতা মোঃ নুরুল ইসলাম সরকার এর পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক তারই পালিত সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দ্বারা এই হত্যাকান্ড ঘটানো হয়েছে। পূর্বেই আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ঘটনার ৩৫ ঘন্টা পর P.W-1 মোঃ মতিউর রহমান

যে এজাহারটি দাখিল করেছে তা গ্রহণযোগ্য। পূর্বে আরো সিদ্ধান্ত হয়েছে সহ-আসামী মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি **স্বতঃপ্রণোদিত ও সঠিক (valuntarily and true)**। এজাহারে উপরে উল্লেখিত বর্ণনার প্রেক্ষাপটে P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম ও P.W-34 মোঃ হাফিজুর রহমান হাবিব এর সাক্ষ্য সর্বোপরি P.W-11 মোঃ জামাল ও P.W-12 মোঃ ফরিদ উদ্দিন এর উপরে উল্লেখিত সাক্ষ্যের সাথে প্রদর্শনী -২৭ চিহ্নিত মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুবের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি একত্রে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী নুরুল ইসলাম সরকার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের একজন কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। অপরদিকে স্বীকৃত মতে, টংগীর অবিসংবাদিত নেতা আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থী ছিলেন। প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সেখানে মহলকে অবৈধ ব্যবসার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধের জের হিসেবে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ওয়ার্ড কমিটির সম্মেলনে মহলকে খুন করার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। আসামী নুরুল ইসলাম সরকার এই ষড়যন্ত্রমূলক সভার মূল পরিচালনাকারী হিসেবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার পরও P.W-11 মোঃ জামাল, P.W-12 মোঃ ফরিদ উদ্দিন এর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নুরুল ইসলাম সরকার আসামী দিপু ও শিপুকে ঘটনার পূর্ববর্তী সময়ে ‘পিঠ চাপড়িয়ে’ তাদেরকে যে কথা বলেছে তার ফলশ্রুতিতেই ষড়যন্ত্র সভার সিদ্ধান্ত মতে মহলকে হত্যা করার পূর্বেই আাসামী দিপু ও শিপু ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টারকে সরাসরি গুলি করেছে।

অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র প্রমাণ করা সহজ বিষয় নয়। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোন অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্রকারীরা প্রকাশ্যে করবে। তবে ষড়যন্ত্র এবং ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে সংঘটিত কার্যকলাপের মাঝে কিছু আচরণ দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে, সংঘটিত ঘটনার পূর্বে কোন অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র হয়েছিল কি না।

P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে রাত ১১.০০ টার দিকে মরকুনের আমিনের বাড়ীর সামনে আসামী নুরুল ইসলাম সরকারসহ পূর্বে উল্লেখিত অন্যান্য আসামীদেরকে একটি মটর সাইকেল ও একটি গাড়ীসহ দেখতে পায়। P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম আসামী নুরুল ইসলামকে এই প্রাইভেট কারের ড্রাইভিং সীটে দেখতে পায়। P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম আসামী নুরুল ইসলাম সরকারকে আসামী দিপুসহ অন্যান্য উপস্থিত আসামীদের সাথে কথা বলতে দেখে। P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব এই দিন রাত ১০.০০ টার দিকে মরকুনের আমিনের বাড়িতে আসামী নুরুল ইসলাম সরকারসহ পূর্বে উল্লেখিত বেশ কিছু আসামীকে দেখতে পায়। প্রদর্শনী ২৭ চিহ্নিত মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব এর **স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি স্বতঃপ্রণোদিত এবং সঠিক (valuntarily and true)** মর্মে পূর্বেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঘটনার ১০/১২ দিন পূর্বে অর্থাৎ P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম, P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব যে ঘটনা দেখেছে তার সমর্থনে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনায় পাওয়া যায় যে, সেদিন মরকুনের আসামী আমিনের বাড়িতে মহলকে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ওয়ার্ড কমিটির সম্মেলনে মেরে ফেলার জন্য একটি ষড়যন্ত্র হয়েছিল এবং উপস্থিত আসামীরা এই ষড়যন্ত্রে একমত পোষণ করেছিল। সর্বোপরি, এই ষড়যন্ত্রসভাটি আসামী নুরুল ইসলাম সরকার

দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। প্রদর্শনী-১ চিহ্নিত এজাহারে স্পষ্টত উল্লেখ আছে যে, আসামী নুরুল ইসলাম সরকার পূর্ব পরিকল্পনা মতে তারই পালিত এজাহার বর্ণিত সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দিয়ে এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। অপরদিকে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, **আসামী নুরুল ইসলাম সরকারই আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ওয়ার্ড কমিটির সম্মেলনস্থলটি ঘটনা ঘটানোর জন্য নির্বাচন করে।** এজাহারে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, ঘটনার সময় আসামী নুরুল ইসলাম দিপু এবং শহিদুল ইসলাম শিপু এজাহাকারীর বড় ভাই আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পিকে লক্ষ্য করে উপর্যুপরি গুলি করে এবং অন্যান্য আসামীরা সভাস্থলে আন্যান্যদের গুলি করে। এজাহারে উল্লেখিত দিপু, শিপুর নেতৃত্বে গুলি বর্ষণের বিষয়টির সাথে P.W-11 মোঃ জামাল এবং P.W-12 মোঃ ফরিদ উদ্দিন সাহারা মার্কেটে এই আসামী নুরুল ইসলাম সরকার কর্তৃক এই দিপু ও শিপুকে ‘পিঠ চাপড়িয়ে’ কিছু বলার বিষয়টির একটি যোগসূত্রতা পাওয়া যায়। প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত মাহবুবুর রহমান ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব এর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঘটনার দিন অপর আসামী মোহম্মদ আলীর বাড়িতে বেশ কিছু আসামী অস্ত্রসহ ঘটনাস্থলে যাবার জন্য বেলা ১০.০০ টার দিকে প্রস্তুত হয় এবং রওনা হয়। কিন্তু এজাহারে উল্লেখিত আসামী দিপু ও শিপু সেখানে ছিল না। P.W-11 মোঃ জামাল এবং P.W-12 মোঃ ফরিদ উদ্দিন এর সাক্ষ্যে পাওয়া যায় যে, সেই সময়ে আসামী দিপু ও শিপুকে সাহারা মার্কেটস্থলে আসামী নুরুল ইসলাম সরকার তার গাড়িতে করে নামিয়ে দেয় এবং ‘পিঠ চাপড়িয়ে’ কিছু বলে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের বিষয়টি সরাসরি প্রমাণ করা কষ্টসাধ্যকর। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় P.W-3 মোঃ আবুল কাশেম, P.W-34 হাফিজুর রহমান হাবিব, P.W-11 মোঃ জামাল এবং

P.W-12 মোঃ ফরিদ উদ্দিন এর সাক্ষ্যের সাথে প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব এর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনায় সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব যে, আসামী নুরুল ইসলাম সরকার ২০০১ সনে রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলের পর পর মাহফুজুর রহমান মহলের সকল অবৈধ, বৈধ ব্যবসাদির নিয়ন্ত্রন গ্রহণ করে এবং তাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর পরও তার রাজনৈতিক চির-প্রতিদ্বন্দ্বী আহসান উল্লাহ মাষ্টারকে যেকোন উপায়ে সরিয়ে দেবার মানসিকতায় ঘটনাস্থল আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ওয়ার্ড কমিটির সভাটিকে নির্বাচন করে ও ঘটনার দিন P.W-11 মোঃ জামাল এবং P.W-12 মোঃ ফরিদ উদ্দিনের সাক্ষ্য মতে অন্যান্য বেশকিছু আসামী মোহাম্মদ আলীর বাড়ি থেকে প্রস্তুত হয়ে ঘটনাস্থলে গেলেও আসামী দিপু ও শিপুকে এই নুরুল ইসলাম সরকার গাড়িতে করে সাহারা মার্কেটে নামিয়ে দিয়ে তাদেরকে ‘পিঠ চাপড়িয়ে’ যে উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলে তারই ফলশ্রুতিতে এজাহারবর্ণিত মতে, দিপু, শিপু সরাসরি আহসান উল্লাহ মাষ্টারকে ঘটনার সময় গুলিবিদ্ধ করে এবং তার সাথে অন্যান্য আসামীরা ঘটনাস্থলে এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করে।

আসামীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, এই আসামীকে দন্ডবিধির ৩৪ ধারায় যে দন্ডাদেশ দেয়া হয়েছে তা যথাযথ ধারা নয়। এখানে দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ ধারার সাথে ১০৯ ধারা সংযোজিত হবে। এ প্রসঙ্গে আদালতের অভিমত এই যে, দন্ডবিধির ১০৯ ধারার স্থলে দন্ডবিধির ৩৪ ধারা লিপিবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি মূল বিচার্য বিষয় ও দন্ডাদেশকে বিঘ্নিত করেনি বিধায় এই দন্ডাদেশটি বর্তমান পর্যায়ে তর্কিত হতে পারে না।

সরকার পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাটর্নী জেনারেল জনাব মাহবুবে আলম বলেন যে, আসামী নুরুল ইসলাম সরকার এই ঘটনার মূল 'হোতা' এবং তাকে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সঠিক দন্ডাদেশ প্রদান করেছেন। রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল জনাব বশির আহমেদ, বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব সাজোয়ার হোসেন বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সঠিক দন্ড প্রদান করেন মর্মে উল্লেখ করেন এবং বিজ্ঞ সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল জনাব বশির আহমেদ এ সম্পর্কিত নজীর দাখিল করেন, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব এম. আমিরুল ইসলাম এবং বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব আব্দুল মতিন খসরু তাদের বক্তব্যে মূলত একটি বিশেষ অবস্থার কথা উল্লেখ করেন। তাদের বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু হল প্রদর্শনী-২৭ চিহ্নিত মাহবুবুর রহমান মাহবুব ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব এর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী মতে কেবলমাত্র মহলকে খুন করার উদ্দেশ্য থাকলেও ষড়যন্ত্রসভায় আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ওয়ার্ড কমিটির সম্মেলনস্থলকে এই খুন কার্যকর করার স্থল হিসেবে নির্বাচন করার কারণটি বিবেচনাযোগ্য। উপরের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, একটি উন্মুক্ত জনসভায় আসামীগণ উন্মুক্ত মঞ্চে প্রকাশ্য দিবালোকে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করেছে। এই গুলিবর্ষণে টংগীর অবিসংবাদিত নেতা আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি এবং ১৭ বছর বয়স্ক তরুন হতভাগ্য ওমর ফারুক রতন নিহত হয়েছে এবং মহলসহ অনেকে আহত হয়েছে। বস্তু প্রদর্শনী, ব্যালেষ্টিক রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সেখানে অসংখ্য গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে অর্থাৎ ভাগ্যক্রমে ঘটনার দিন আরো হত্যাকান্ড থেকে জনগন রক্ষা পেয়েছে। বিজ্ঞ আইনজীবীদ্বয় ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করার জন্য নির্বাচিত স্থানটিকে এবং ঘটনা ঘটানোর প্রক্রিয়াটিকে একটি ''মাস কীলিং'' অথবা ''মিনি জেনোসাইড'' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, এইযে

জনসমাবেশে নির্বিচারে গুলির প্রবণতা যেখানে নির্দিষ্ট ব্যক্তিসহ অসংখ্য ব্যক্তির নিহত হবার সম্ভাবনা থাকে এরুপ প্রবণতা নিরসনে আদালতের কাছ থেকে একটি বিশেষ নির্দেশনা জনগণ আশা করে। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞ আইনজীবীগণ যশোরে উদিচীর সম্মেলনে গুলি বর্ষণ, একুশে আগস্ট বঙ্গবন্ধু এ্যভিনিউতে প্রকাশ্য দিবালোকে নির্বিচারে গ্রেনেড হামলা, রমনার বটমূলে পহেলা বৈশাখে যেখানে সমগ্র বাঙালী জাতি একত্রিত হয়েছে সেখানে নির্বিচারে বোমা বিস্ফোরণ, সর্বোপরি টংগীর অবিসংবাদিত নেতা আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি এবং হতভাগ্য ওমর ফারুক রতনের প্রকাশ্য জনসভায় এরুপ এলোপাথাড়ি গুলির কারণে নিহতের ঘটনায় আর দশটি খুনের বিচার নয়, এটিকে একটি ‘‘গণহত্যা’’ ‘মাস কীলিং’ বা ‘মিনি জেনোসাইড’ হিসেবে বিবেচনায় এনে এই প্রকার কাজ থেকে যেন ভবিষ্যতে ষড়যন্ত্রকারী ও বাস্তবায়নকারীরা প্রকাশ্য জনসভায় বা জনসমাগমে নির্বিচার গুলিবর্ষণে, বোমা বর্ষণে, গ্রেনেড বর্ষণে যে হত্যাকান্ড সংঘটিত করে, যাকে একটি ‘মিনি জেনোসাইড’ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে, সে সব ক্ষেত্রে অভিযুক্তরা যেন কোন অনুকম্পা পেতে না পারে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রার্থনা করেন।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে একথা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট যে, আসামী নুরুল ইসলাম সরকারের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টার এবং অবৈধ ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বী মাহফুজুর রহমান মহল। এই মাহফুজুর রহমান মহলকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রের স্থানটি আসামী নুরুল ইসলাম সরকার নির্বাচন করেন এবং স্বীকৃতমতে, এটি একটি উন্মুক্ত জনসভা ছিল। মরকুনের আসামী আমিনের বাড়ির ষড়যন্ত্রসভার সাথে আাসামী নুরুল ইসলাম সরকার তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী আহসান উল্লাহ মাষ্টারকেও একই পন্থায় সরিয়ে ফেলার মানসিকতাতে P.W-11 মোঃ জামাল

এবং P.W-12 মোঃ ফরিদ উদ্দিন এর সাক্ষ্যমতে নুরুল ইসলাম দিপু ও শহিদুল ইসলাম শিপুকে 'পিঠ চাপড়িয়ে' আহসান উল্লাহ মাষ্টারকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করার জন্য উৎসাহিত করে এবং এজাহার বর্ণিত মতে, আসামী নুরুল ইসলাম দিপু ও শহিদুল ইসলাম শিপু ঘটনাস্থলে সরাসরি আহসান উল্লাহ মাষ্টারকে লক্ষ্য করে গুলি করে। আলোচনায় আরো পাওয়া যায় যে, মরকুনের আমিনের বাড়িতে ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে অন্যান্য আসামীরা মহলসহ অন্যান্যদের উপর এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করে, যার ফলশ্রুতিতে আহসান উল্লাহ মাষ্টার ও ওমর ফারুক রতন ঘটনার সময় নিহত হয় এবং মাহফুজুর রহমান মহলসহ অনেকেই আহত হয়।

বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব এম. আমিরুল ইসলাম এবং বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব আব্দুল মতিন খসরুর উপরে উল্লেখিত বক্তব্য আদালতের কাছে বিবেচনাযোগ্য। একদিকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, অপরদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলের সাথে সাথে বৈধ, অবৈধ ব্যবসার আধিপত্য গ্রহণের প্রতিযোগিতার অপসংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার লক্ষ্যে, পর্দার অন্তরালে থেকে যেসব ষড়যন্ত্রকারীরা ষড়যন্ত্রের মূল হোতা এবং নির্দেশদাতা হিসেবে প্রকাশ্য জনসভাকে ঘটনাস্থল হিসেবে নির্বাচিত করে, হত্যার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে, এসব ক্ষেত্রে প্রমাণ সাপেক্ষে, এই সকল ষড়যন্ত্রকারীরা কখনোই আদালতের কোন অনুকম্পা পেতে অধিকারী নয় মর্মে সিদ্ধান্তে আসি।

সঙ্গত কারণেই উপরোক্ত আলোচনার আলোকে সিদ্ধান্তে আসি যে, আাসামী নুরুল ইসলাম সরকারের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বে মহলকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্য যে ষড়যন্ত্র সভাটি হয়েছিল, সেখানে এই ষড়যন্ত্র কার্যকর করার জন্য ঘটনাস্থলটি নির্বাচন করা হয়েছিল এই দুরভিসন্ধিতেই যে, সেদিন সেখানে সভাস্থলে, মঞ্চে নিহত

আহসান উল্লাহ মাষ্টারসহ সভামঞ্চের উপরে ও মঞ্চের বাইরে প্রচুর লোক নিহত হবার সম্ভাবনা ছিল। আসামী নুরুল ইসলাম সরকার একজন রাজনীতিবিদ হয়ে এবং এই সমাজের একজন প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে পূর্বাপর সকল অবস্থা উপলব্ধিতে এনেই সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই ঘটনাস্থলটি নির্বাচন করেছিলেন, যেন তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অবৈধ ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বী দুজনকেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস ও অবৈধ ব্যবসার টানাপোড়নে হতভাগ্য ১৭ বছর বয়স্ক তরুণ ওমর ফারুক রতন নিহত হয়, নিহত হয় টংগীর অবিসংবাদিত নেতা আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম,পি, পঙ্গুত্ব বরণ করে মাহফুজুর রহমান মহল, আহত হয় বেশকিছু ব্যক্তি আর ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় সেদিনকার মঞ্চে ও মঞ্চের বাইরে থাকা বহূ ভাগ্যবান।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনার আলোকে সিদ্ধান্তে আসি যে, ঘটনার দিন, ঘটনাস্থলে যে ঘটনা ঘটেছে তার মূল পরিকল্পনাকারী ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থেকেও পর্দার অন্তরালে সমগ্র কার্যক্রম ঘটিয়েছে এবং পর্দার অন্তরালে থেকে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের এরুপ স্থান নির্বাচনের বিষয়টি (যেখানে বহূ জনগণের জীবনের হূমকী থাকে) কখনোই গুরুত্বহীন হতে পারে না। এই অপসংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার লক্ষ্যেই এই অভিযোগের মূল ষড়যন্ত্রকারী, যিনি পর্দার অন্তরালে থেকে এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছেন তিনি কোন অনুকম্পা পেতে পারেন না এবং স্বীকৃত মতেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকলেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাবার যোগ্য, যেন ভবিষ্যতে ষড়যন্ত্রকারীরা এ ধরনের অপরাধ সংঘটনে নিজেদের বিরত রাখে।

অতএব, সিদ্ধান্তে আসি যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সঠিকভাবেই এই আসামীকে বর্ণিত ধারায় মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেছেন।

অতএব, দন্ডবিধির ৩০২/১২০খ/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী নুরুল ইসলাম সরকারের মৃত্যুদন্ডাদেশটি বহাল থাকে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।

দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী আল-আমিন এবং রতন ওরফে ছোট রতন সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

`;#e#>i Tj9kT] ধারায় মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী আল-আমিন ও রতন ওরফে ছোট রতন †W_ †idv‡iÝ %jvKvjxb mg‡+ gZ5eiণ K‡i‡2 g‡g †Rj কর্তৃপক্ষ এই আদালতকে অবগত করে। এই অবস্থায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী Avj Av#gb " iZb "i‡d †2v: রতনের ডেথ রেফারেন্সটি ও তাদের দায়েরকৃত জেল আপীল নং ১১৮৯/২০০৬ হতে উদ্ভুত ফৌজদারী আপীল নং ২৮৬২/২০০৭ ও জেল আপীল নং ৯৫৯/২০০৭ নিষ্পত্তি মর্মে গন্য হয়।

আরো উল্লেখ্য যে, দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত আসামী অহিদুল ইসলাম টিপুর কোন আপীল না থাকায় এ আসামী সম্পর্কে কোন আদেশ দেয়া হলো না।

AÎ Av‡`k nq †h,

G< †W_ †idv‡iÝ#: AvswkK MnxZ **(accepted in part)** +8

`;#e#>i Tj9k19jLkT] >viv+ gZ5`;cvW AvmvgxH x1y নুরুল <mjvg miKvi! x9y নুরুল <mjvg দিপু এবং xTy gv eei i gvb gv ee ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব Gi ডেথ রেফারেন্স MnxZ **(accepted)** +8 Avmvgx নুরুল <mjvg miKvi ও আসামী gv eei i gvb gv ee ওরফে মাহবুব ভুইয়া ওরফে মাহবুব কর্তৃক দায়েরকৃত যথাক্রমে ফৌজদারী আপীল নং ১৭৩৯/২০০৫ ও জেল

আপীল নং ৪০৯/২০০৫, ফৌজদারী আপীল নং ১৫১৩/২০০৫ ও জেল আপীল নং ৪১০/২০০৫ **না-মঞ্জুর** হয়।

`;#e#>i Tj9k19jLkT] >viv+ gZ5`;cvW x]y Mm+` Av ‡g` gRb‡K gZ5`‡;i c#ie‡Z xCommute) 6veŒxeb Kviv`; " gj!jjjkH vRvi :vKv R#igvbv Abv`v‡+ Av‡iv j1xএক) e2‡ii mBg Kviv`‡; `#;Z Kiv +8

`;#e#>i Tj9k19jLkT] >viv+ gZ5`;cvW আসামী xgy †gv †,i` Avjx‡K `;#e#>i 19jLkT] >viv+ 6veŒxeb Kviv`; " gj!jjjkH xপঞ্চাশ vRviy :vKv R#igvbv Abv`v‡+ Av‡iv j1xএক) e2‡ii mBg Kviv`‡; `#;Z Kiv +8 এই আসামী কর্তৃক দায়েরকৃত ফৌজদারী আপীল নং ১৫৭২/২০০৫ ও জেল আপীল নং ৪১২/২০০৫ **না-মঞ্জুর** ক্রমে উপরোক্ত দন্ডাদেশ দেয়া হয়।

`;#e#>i Tj9k19jLkT] >viv+ gZ5`; cvW Avmvgx xpy Av#gi ওরফে আমির হোসেন " xqy Rv v~xi "i‡d eG Rv v~xi ওরফে ময়মনসিংহা জাহাঙ্গীর #cZv bi † v‡mb Gi gZ5`;v‡`B i`i# ‡Z †eKmi Lvjvs †`+v +8 Ab¨ ‡Kvb gvgjvq c‡qv b bv n‡j Av!vgx Awg**" ওরফে আমির হোসেন # আসামী** vnv$x**" #"‡% &' vnv$x" ওরফে ময়মনসিংহা জাহাঙ্গীর** wcZv b" ‡nv‡!b)‡K Aw&j‡* gw- †`qv ‡nvK. এই আসামীদের দায়েরকৃত যথাক্রমে ফৌজদারী আপীল নং ১৮৪৪/২০০৫ ও জেল আপীল নং ৪১৪/২০০৫, ফৌজদারী আপীল নং ১৮১৩/২০০৫ ও জেল আপীল নং ৪১৩/২০০৫ **মঞ্জুর** হয়।

`;#e#>i Tj9k19jLkT] >viv+ 6veŒxeb `;cvW xvy রাকিব উদ্দিন সরকার "i‡d cvh miKvi! xwy Av<+e Avjx ও x1jy Rv v~xi ওরফে মোঃ

জাহাঙ্গীর আলম #cZv †g‡ i Avjxi `;v‡`B i`i# ‡Z †eKmi Lvjvm †`+v +8 Ab¨ †Kvb gvgjvq c‡qv b bv n‡j Av!vgx **রাকিবুদ্দিন সরকার #"‡% cv/ !"**Kv", Av0q& Avjx, vnv$x" **ওরফে মোঃ জাহাঙ্গীর আলম** wcZv †g‡n" Avjx'†K Aw&j‡* gw- †`qv †nvK8 Avmvgx রাকিবুদ্দিন সরকার "i‡d cvh miKvi ও আসামী Av<+e Avjx কর্তৃক দায়েরকৃত ফৌজদারী আপীল নং ১৫১৫/২০০৫ এবং আসামী জাহাঙ্গীর ওরফে মোঃ জাহাঙ্গীর আলম পিতা মেহের আলী কর্তৃক দায়েরকৃত ফৌজদারী আপীল নং ১৮৪৫/২০০৫ **মঞ্জুর** হয়।

`;#e#>i Tj9k 19jLkT] >viv+ 6veŒxeb `;cvW Avmvgx x11y নুরুল Av#gb ওরফে আমিন Gi 6veŒxeb Kviv`; 19jLk T] >viv+ e vj _v‡K8 এই আসামী কর্তৃক দায়েরকৃত ফৌজদারী আপীল নং ১৫১৫/২০০৫ **না-মঞ্জুর** হয়।

`;#e#>i Tj9kT] >viv+ gZ5`;cvW Avmvgx x19y B# `j <mjvg #Bc! x1Ty v#dR "i‡d Kvbv v#dR ও (1]y †mv vM "i‡d সরু Gi ডেথ রেফারেন্স MnxZ **(accepted)** +8 এই আসামীদের দায়েরকৃত যথাক্রমে ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ১০৮৪২/২০০৬, জেল আপীল নং ২৯৫/২০০৭ ও ফৌজদারী আপীল নং ১৭০৩/২০০৫ সাথে জেল আপীল নং ৪১১/২০০৫ **না-মঞ্জুর** হয়।

`;#e#>i Tj9kT] >viv+ gZ5`;cvW Avmvgx x1gy Av‡bv+vi † v‡mb Avb! x1py iZb মিয়া ওরফে বড় মিয়া ওরফে রতন "i‡d eG iZb! x1qy Rv v~xi #cZv Kv‡Bg মাদবর, x1vy Ave mvjvg "i‡d mvjvg এবং x1wy g#BQi i gvb gï‡K gZ5`‡;i c#ie‡Z **(Commute)** hv&1x&b Kviv`; " gj!jjjkH (পঞ্চাশ vRviy :vKv R#igvbv Abv`v‡+ Av‡iv j1 xএক) e2‡ii mBg

Kviv`‡; `#;Z Kiv +8 আসামী iZb মিয়া ওরফে বড় মিয়া ওরফে রতন "i‡d eG iZb ও আসামী Ave mvjvg "i‡d mvjvg কর্তৃক দায়েরকৃত যথাক্রমে জেল আপীল নং ১৩৯/২০১০ হতে উদ্ভুত ফৌজদারী আপীল নং ৮৩৩০/২০১০ ও ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ১৪২২২/২০১৫, জেল আপীল নং ১৩২২/২০০৫ **না-মঞ্জুর** হয়।

`;#e#>র Tj9kT] >viv+ gZ5`;cvW Avmvgx x9jy d+mvj! x91y †jvKgvb † v‡mb "i‡d বুলু মিয়া, x99y i#b মিয়া "i‡d i#b ফকির! x9Ty †LvKb এবং x9]y `jvj #gয়া'র gZ5`;v‡`B i`i# ‡Z †eKmi Lvjvm †`+v +8 Ab¨ ‡Kvb gvgjvq c‡qv b bv n‡j Av!vgx **ফয়সাল,** †jvKgvb †nv‡!b **ওরফে বুলু,** "wb wgয়v **ওরফে রনি ফকির**, †2vKb **এবং** `jvj wgয়v‡K Aw&j‡* gw- †`qv ‡nvK. আসামী লোকমান হোসেন ওরফে বুলু ও আসামী দুলাল মিয়া কর্তৃক দায়েরকৃত যথাক্রমে ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ৪১৪১১/২০১৪ ও ফৌজদারী আপীল নং ১৪৫২/২০০৫, জেল আপীল নং ৪১৫/২০০৫ **মঞ্জুর** হয়।

`;#e#>i Tj9kT] >viv+ 6veŒxeb কারাদন্ড cvW Avmvgx x9gy g#bi‡K 6veŒxeb Kviv`‡;i Av‡`B i`i# ‡Z †eKmi Lvjvm †`+v +8 Ab¨ †Kvb gvgjvq c‡qv b bv n‡j Av!vgx gwb"‡K Aw&j‡* gw- †`qv †nvK. এই আসামী কর্তৃক দায়েরকৃত ফৌজদারী আপীল নং ১৮০৮/২০০৫ **মঞ্জুর** হয়।

`;#e#>i Tj9kT] >viv+ gZ5`; cvW Avmvgx x9py Avj Av#gb " x9qy iZb "i‡d †2v: iZb †W_ †idv‡iÝ %jvKvjxb mg‡+ gZ5ei¶ K‡i‡2 g‡g †Rj কর্তৃপক্ষ AeMZ Kiv+ আসামী Avj Av#gb " আসামী iZb "i‡d †2v:

iZb Gi †W_ †idv‡iÝ#: wb**34**w**5** g‡g Mb5 +8 এই আসামীগণ মৃত্যুবরণ করায় দায়েরকৃত যথাক্রমে জেল আপীল নং ৯৫৯/২০০৭ ও জেল আপীল নং ১১৮৯/২০০৬ হতে উদ্ভুত ফৌজদারী আপীল নং ২৮৬২/২০০৭ **নিষ্পত্তি** মর্মে গন্য হয়।

`;#e#>i Tj9kT] >viv+ 6veŒxeb Kviv`‡; `#;Z Avmvgx x9vy A# `j <mjvg #:ci †Kvb Avcxj bv _vKv+ Q4 Avmvgx m,-‡K †Kvb Av‡`B †`+v ‡jv bv8

এই রায়ের অনুলিপি L.C.R সহ বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে এক্ষুনি প্রেরণ করা হোক।

বিচারপতি ওবায়দুল হাসান.

আমি একমত।

মোঃ আরিফুল ইসলাম খান
সহকারী বেঞ্চ অফিসার